অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

তৌরাত শরীফের তৃতীয় খণ্ড :

লেবীয় কিতাব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

তৃতীয় খণ্ড : লেবীয়

ভূমিকা

লেবীয় কিতাবটির লেখক: সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, হযরত মূসা কিতাবখানি লিখেছেন।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে: আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক বনি-ইসরাইলদের জন্য।

লেখার তারিখ ও স্থান: ১৪৪৫ - ১৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

শিরোনাম ও বিশেষত্ব: হিব্রু ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসে এই কিতাবের নাম নেয়া হয়েছে কিতাবটির প্রথম শব্দগুচ্ছ "মাবুদ কথা বললেন" থেকে। এই কিতাবের বর্তমান নাম "লেবীয়" দেয়া হয়েছে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্ট থেকে। এই কিতাবের বিষয়বস্তু লেবির বংশধর লেবীয়দের কাজ সম্পর্কে। ইসরাইল সমাজে ইমামতী কাজের বিষয়ে লেবীয়দের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এই কিতাবের মধ্যে 'লেবীয়' কথাটা মাত্র একবার আছে (২৫:৩২-৩৪), এবং ইমামের কাজের অধিকাংশই হারুনের পরিবারের ইমামদের করতে হতো। তারাই আসলে কোরবানী-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতো। কোরবানী-অনুষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক কাজগুলো, কোরবানীর পশুকে প্রস্তুত করা, জমায়েত-তাঁবু পরিষ্কার করা, এবাদতের জন্য বিভিন্ন পবিত্র আসবাবপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া, ইত্যাদি কাজ তারা করতো।

কিতাবটি লেখার কারণ: এহুদার ধর্ম-শিক্ষকদের দেয়া নাম "ইমামদের কার্যপ্রণালী"– এই নামেও এ কিতাবটি পরিচিত। কিতাবটির অধিকাংশ জায়গা জুড়েই আছে "কিভাবে" বিভিন্ন কোরবানীর-অনুষ্ঠান ও পাক-পবিত্রকরণের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা হবে যার মাধ্যমে ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র একটি পবিত্র জাতিরূপে পৃথক থাকতে পারবে।
তবে এর মধ্যে "কেন" ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হবে সেই বিষয়ও আছে। ইসরাইল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র আশ্চর্য প্রেম ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে মিসর থেকে তাদের মুক্তির ঘটনার মধ্য দিয়ে। তার পরে সিনাই পাহাড়ে দেয়া আল্লাহ্‌র নিয়ম ছিল আরো একটা প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তাদের যত্ন নেন। ঐ নিয়ম বা শরীয়ত দেয়া হয়েছিল তাদের জন্য একটা রক্ষাকারী ঢালের মত বা ইসরাইল জাতির একটা ভিত্তি হিসাবে। লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং তাঁর দেয়া সমস্ত নিয়ম-কানুন ও অনুষ্ঠান পালন করে তাহলে তাদের মঙ্গল হবে। কিন্তু তারা যদি তাঁকে ভুলে গিয়ে বিজাতীয় দেবদেবীর পূজা করে, বা তাঁর নিয়মের নিরাপত্তায় থাকতে না চায় তাহলে তাদের জন্য থাকবে দুঃখ ও ধ্বংস।

লেবীয় কিতাব কেন – এ প্রশ্নটা মনে রাখা দরকার যখন আমরা এ কিতাবের ইমামদের কাজের বিস্তারিত বর্ণনার বিষয় পাঠ করি। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে: আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সঠিক কোরবানীর অনুষ্ঠান হচ্ছে কি-না তা দেখা, লোকদের শিক্ষা দেয়া কোন জিনিষ পাক-পবিত্র বা নাপাক, এবং ইসরাইলের প্রথম দিকের ধর্মীয় উৎসবগুলো পালনের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। এসব ছাড়া এ কিতাবে আছে কোন্ কোন্ প্রাণীর মাংস খাওয়া যাবে সে বিষয়ে নিয়ম, পোশাকের জন্য কি কি জিনিষ ব্যবহার করা যাবে, লোকদের একজনের সঙ্গে অন্যের ব্যবহার কেমন হবে এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে গুনাহ্ করলে তার কি শাস্তি হবে, ইত্যাদি।
লেবীয় কিতাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র লোকদের পৃথক করা প্রতিনিধিরূপে তাদের ইমামদের ভূমিকার উপর। তাদের কোরবানী-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও ইমামেরা আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানায়, তাঁর আশীর্বাদ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে ও ধর্মীয় অর্থে নাপাক হওয়া লোকদের পাক-পবিত্র করে পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্ ও তাঁর লোকদের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়ে ইমামেরাই প্রধান যোগসূত্র।

কিতাবটির ধরন: পয়দায়েশ কিতাব হচ্ছে সবকিছুর আরম্ভের কিতাব। হিজরত কিতাব হচ্ছে গোলামী থেকে উদ্ধারের কিতাব এবং লেবীয় কিতাব হচ্ছে গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া ও পবিত্রভাবে জীবন-যাপনের কিতাব। পয়দায়েশ কিতাবে আমরা দেখতে পাই মানুষের সর্বনাশ হয়ে গেছে। হিজরত কিতাবে দেখতে পাই মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। লেবীয় কিতাবে দেখতে পাই মানুষকে পবিত্র করা হয়েছে এবং তারা আল্লাহ্‌র এবাদত ও সেবা করছে। লেবীয় কিতাবে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হও', এটাই হচ্ছে বনি-ইসরাইলদের পাঁচটি কোরবানীর মূল কথা (১-৭ অঃ)। লেবীয় কিতাবে আরও বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চল', এটি হচ্ছে সাতটি ধর্মীয় উৎসবের মূল কথা (২৩ অঃ)।
লেবীয় কিতাব হচ্ছে পবিত্রতার কিতাব (এই মূল বক্তব্যটি আমরা ৮৭ বার দেখতে পাই)। আল্লাহ্ মুক্তিপ্রাপ্তদের

বলছেন, 'পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র' (১১:৪৪,৪৫; ১৯:২; ২০:৭,২৬)। এই কিতাবটিতে শুধুমাত্র রুহানিক পবিত্রতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু দেহের পবিত্রতার কথাও বলা হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্তকে পবিত্র হতে হবে; কারণ তার মুক্তিদাতা পবিত্র। আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত জীবন-যাপনের ভিত্তি হল পবিত্রতা। কোরবানী ও গুনাহ্‌ থেকে পৃথক জীবন দ্বারা এই পবিত্রতা লাভ করা যায়। লেবীয় কিতাবটি ইঞ্জিল শরীফের ঈমানদারদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শরীয়তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না। কেবল মসীহের উপর ঈমান আনার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা যায়, কারণ মসীহ্‌ শরীয়তের দাবি পূরণ করেছেন।

কিতাবখানির ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা ও মূলসূত্র: লেবীয় কিতাবখানি হল একটি ম্যানুয়াল যাতে বেহেশত ও দুনিয়ার পবিত্র বাদশাহ্‌ ও তাঁর রাজ সিংহাসনের সেবা কিভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কিভাবে ইসরাইলরা মাবুদের পবিত্র প্রজা হতে পারে ও পবিত্রভাবে মাবুদের এবাদত করতে পারে। এখানে দেখানো হয়েছে পবিত্র হওয়া মানে কি– পবিত্র হওয়া মানে গুনাহ্‌ থেকে আলাদা হওয়া ও মাবুদের সেবা ও গৌরবের জন্য নিজেকে আলাদা করে রাখা। তাই এই কিতাবের প্রধান বিষয়বস্তু হল পবিত্রতা। প্রকৃতপক্ষে 'পবিত্র' শব্দটি কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য কিতাবের চেয়ে লেবীয় কিতাবে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। লেবীয় কিতাবে নিখুঁত শারীরিক অবস্থাকে রূহানিক পবিত্রতার প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে। সেজন্য এই কিতাবে যে নানা রকম কোরবানীর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেখানে নিখুঁত পশু কোরবানী দাবী করা হয়েছে (১-৭ অঃ) এবং একই সঙ্গে যারা ইমামের কাজ করবেন তাদেরও কোন রকম খুঁত থাকা চলবে না (৮-১০ অঃ)। একজন প্রসূতির পাক-পবিত্র হবার নিয়ম (১২ অঃ), শোথ কিংবা স্ফোটক, কুষ্ঠ (১৩-১৪ অঃ), পুরুষের বীর্জপাত (১৫:১-১৮), স্ত্রীলোকদের মাসিক হওয়া (১৫:১৯-৩৩)– সবই হল অবিত্রতার প্রতীক এবং তা রূহানিক অসুদ্ধতারও প্রতীক যা রূহানিক পবিত্রতাকে ভেঙ্গে দেয়। যে সমস্ত লোকদের শরীরের চামড়ায় কোনরূপ অসুস্থতা দেখা দেয় তাদেরকে শিবির থেকে দূরে রাখা হতো কারণ শিবিরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি গমনাগমন করতো। সেই অসুস্থ লোকেরা শিবিরে আবার ফিরে আসতে পারতো যদি সুস্থ হবার পরে ইমাম কর্তৃক তাদের পবিত্র বলে ঘোষণা করা হতো। লেবীয় কিতাব দেখিয়ে দেয় কিভাবে মাবুদের লোকেরা পবিত্র হবে ও পবিত্রভাবে তাঁর এবাদত করবে।

পটভূমির পিছনের কাহিনী: তৌরাত শরীফের মধ্যে অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম পাঁচটি কিতাবের মধ্যে লেবীয় কিতাব হচ্ছে তৃতীয় কিতাব। হিজরত কিতাবের পরে এ কিতাবের স্থান। হিজরত কিতাবে আছে সিনাই পাহাড়ে দেয়া আল্লাহ্‌র নিয়ম-কানুন বা শরীয়ত। তার মধ্যে জমায়েত-তাঁবু ও তার মধ্যে এবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ-পত্র তৈরির নিয়ম-কানুনও দেয়া হয়েছে। লেবীয় কিতাবে শিবিরে ইমামদের ও লোকদের প্রতিদিনের কাজকর্মের বিষয়ে নির্দেশ দেয়া আছে। এ কিতাবের পরের কিতাব শুমারী কিতাবে আল্লাহ্‌র লোকদের মরু-এলাকায় পথ চলার বিষয়ে বলা হয়েছে। আমাদের কাছে এখন যে লেবীয় কিতাব আছে তা সম্ভবত মূসার সময়ের শরীয়ত ও মূসার মৃত্যুর অনেক পরে ইসরাইল জাতির কেনান দেশে সুস্থির হয়ে বাস করার সময়ের আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিষয়ের শিক্ষা, এই উভয় বিষয় নিয়েই ও তৈরি করা হয়েছে। সিনাই পাহাড়ের পর থেকে ইসরাইলের যেমন চলমান একটা জমায়েত-তাঁবুতে আল্লাহ্‌র এবাদত করতে হতো কেনানে স্থির ভাবে বাস করার সময় তাদের আর সেভাবে এবাদত করতে হয় নি। আনুমানিক ৯৫০ খ্রীঃ পূঃ হযরত সোলায়মান যে জেরুশালেমে বায়তুল মোকাদ্দস নামক এবদতখানা তৈরি করেছেন তারা সেই সুন্দর এবাদতখানাতেই এবাদত করেছে। তাহলেও লেবীয় কিতাবে দেয়া অনেক নিয়ম-কানুনই ইমামেরা পালন করে চলতো।

কিতাবটির কাঠামো: উপহার ও কোরবানীর নিয়ম ১ - ৭ অধ্যায়; হারুন ও তাঁর পুত্রদের ইমামীয় পদে অভিষেক ৮ - ১০ অধ্যায়; আনুষ্ঠানিক পাক-পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কিত নিয়ম ১১ - ১৫ অধ্যায়; মহাকাফ্‌ফারা দিবসের অনুষ্ঠান ১৬ অধ্যায়; প্রতিদিনের জীবনে পবিত্রতা রক্ষা ও এবাদত সম্পর্কিত নিয়ম ১৭ - ২৭ অধ্যায়। নিচে কিতাবটির কয়েকটি প্রধান বিষয় দেওয়া হল:

জমায়েত-তাঁবু ও ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌: হিজরত কিতাবে বিস্তারিতভাবে বলা আছে যে, আল্লাহ্‌ মূসা ও লোকদের জমায়েত-তাঁবু তৈরি করতে বলেছিলেন (হিজ ২৫-২৭; ৩০ অধ্যায়)। ওটা ছিল ইসরাইলের এবাদতের কেন্দ্রীয় স্থান এবং আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের মধ্যে সেখানেই থাকতেন (হিজ ২৫:৮)। লেবীয় কিতাবে দেখানো হয়েছে যে ইসরাইলের ইমমেরা জমায়েত-তাঁবুর দরজার সামনের ব্রোঞ্জের কোরবানগাহে কোরবানীর অনুষ্ঠান করছে। ঐ কোরবানগাহ্‌ তৈরি ছিল শিটীম বা বাব্‌লা কাঠ দিয়ে ও তা মুড়ে দেয়া ছিল ব্রোঞ্জের পাত দিয়ে (হিজ ২৭:১-৮)। তাঁবুর ভেতরে ছিল এর চেয়ে ছোট একটা ধূপগাহ্‌ (হিজ ৩০:১-৫)।

হারুনের পরিবারের ইমামগণ: মূসার ভাই হারুন ছিলেন ইসরাইলের প্রথম মহা-ইমাম (হিজ ২৭:২১-২৮:৩)। তাঁর বংশধরদেরই ইসরাইলের ইমাম হতে হতো।

পাক-পবিত্রতা: লেবীয় কিতাবে “পবিত্রতা” দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন জিনিষকে (বা মানুষকে) “পৃথক করে” বা “ উৎসর্গ করে” রাখাকে বুঝায়।

ইসরাইলে জাতীয় বিভিন্ন কোরবানীর-অনুষ্ঠান ও পাক-নাপাকীতার বিষয়: লেবীয় কিতাবে প্রথম ষোলটি অধ্যায়ে ইমামেরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যে সকল কোরবানীর অনুষ্ঠান করবে সে বিষয়ে, তাদের নিজেদের অভিষেকের নিয়ম-প্রনালী ও উৎসর্গ, এবং কে বা কি পাক বা নাপাক সে সব বিষয়ের বর্ণনা আছে। এছাড়াও গুনাহ্‌ ঢাকা বা ক্ষমার বাৎসরিক মহাদিনের কথাও এই কিতাবে পাওয়া যায়।

পাঁচ রকমের কোরবানী: যে পাঁচ রকমের কোরবানীর কথা ইসরাইলের ইমামদের করতে হতো তা বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যে আছে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার কোরবানী, তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর কোরবানী, তাঁর আশীর্বাদ বা দোয়া কামনা করার কোরবানী, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য কোরবানী, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করার কোরবানী।

কিতাবটির মূল আয়াত: “আর তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি মাবুদ পবিত্র এবং আমি তোমাদেরকে অন্য সব জাতি থেকে পৃথক করেছি, যেন তোমরা আমারই হও” (লেবীয় ২০:২৬)।

প্রধান প্রধান লোক: মূসা, হারুন, নাদব, অবিহূ, ইলিয়েশর, ইথামর।

প্রধান স্থান: সিনাই পর্বত

লেবীয় কিতাবটির রূপরেখা:

১. পাঁচটি প্রাধান কোরবানী (১:১-৬:৭)
- ক. পোড়ানো-কারবানী (১:১-১৭)
- খ. শস্য-কারবানী (২:১-১৬)
- গ. মঙ্গল-কোরবানী (৩:১-১৭)
- ঘ. গুনাহ্‌-কোরবানী (৪:১-৫:১৩)
- ঙ. দোষ-কোরবানী (৫:১৪-৬:৭)

২. কোরবানীগুলো যেভাবে করতে হবে (৬:৮-৭:৩৮)
- ক. পোড়ানো-কারবানী (৬:৮-১৩)
- খ. শস্য-কারবানী (৬:১৪-২৩)
- গ. গুনাহ্‌-কোরবানী (৬:২৪-৩০)
- ঘ. দোষ-কোরবানী (৭:১-১০)
- ঙ. মঙ্গল-কোরবানী (৭:১১-৩৬)
- চ. সার-সংক্ষেপ (৭:৩৭-৩৮)

৩. ইমামীয় পরিচর্যা স্থাপন করা (৮:১-১০:২০)
- ক. হারুন ও তার পুত্রদের অভিষেক (৮:১-৩৬)
- খ. সাক্ষ্য-তাঁবুতে ইমামদের কাজের শুরু (৯:১-২৪)
- গ. নাদব ও অবীহূর মৃত্যু (১০:১-২০)

৪. হারাম ও হালালের নিয়ম-কানুন (১১:১-১৫:৩৩)
- ক. হারাম ও হালাল প্রাণীসমুহ (১১:১-৪৭)
- খ. প্রসূতির নাপাকীতা (১২:১-৮)
- গ. কুষ্ঠরোগ এবং তা থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ম (১৩:১-১৪:৫৭)
- ঘ. পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্রাব সম্বন্ধে নিয়ম (১৫:১-৩৩)

৫. মহা-কাফ্‌ফারা দিনের ব্যবস্থা (১৬:১-৩৪)

৬. ব্যবস্থাপনা ও রক্তেই দেহের প্রাণ (১৭:১-১৬)

৭. পবিত্র থাকবার আহ্বান (১৮:১-২২:৩৩)
- ক. পরজাতীয় আচার-আচরণ ও বিধি অনুসরণ না করার না করার নির্দেশ (১৮:১-৩০)
- খ. পবিত্র থাকার আহ্বান (১৯:১-৩৭)
- গ. অবাধ্যতার শাস্তি (২০:১-২৭)
- ঘ. ইমামদের পবিত্রতা (২১:১-২৪)
- ঙ. কোরবানীর পবিত্রতা বজায় রাখা (২২:১-৩৩)

৮. পবিত্র সময় (২৩:১-২৫:৫৫)
- ক. পবিত্র উৎসবসমূহ (২৩:১-৪৪)
  - ১. ভূমিকা ও সাপ্তাহিক বিশ্রামবার (২৩:১-৩)
  - ২. ঈদুল-ফেসাখ (২৩:৪-৮)
  - ৩. শস্যের অগ্রিমাংশ উৎসর্গ (২৩:৯-১৪)
  - ৪. সাত সপ্তাহের উৎসব (২৩:১৫-২২)
  - ৫. তূরীধ্বনির উৎসবসমূহ (২৩:২৩-২৫)
  - ৬. কাফ্‌ফারার দিন (২৩:২৬-৩২)
  - ৭. কুটির উৎসব (২৩:৩৩-৩৬)
  - ৮. বাৎসরিক উৎসব সমূহের সার-সংক্ষেপ (২৩:৩৭-৪৪)
- খ. তেল ও পবিত্র টেবিলের রুটি (২৪:১-৯)
- গ. কুফরী করার শাস্তি (২৪:১০-২৩)
- ঘ. বিশ্রাম বছরের ও জুবিলী বছরের নিয়ম (২৫:১-২২)
- ঙ. মুক্তির নিয়ম-কানুন (২৫:২৩-৫৫)

৯. দোয়া ও বদ্‌দোয়া (২৬:১-৪৬)
- ক. মৌলিক শর্তসমূহ (২৬:১-২)
- খ. বাধ্যতার পুরস্কার (২৬:৩-১৩)
- গ. প্রথম পর্যায়ে (২৬:১৪-১৭)
- ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ে (২৬:১৮-২০)
- ঙ. তৃতীয় পর্যায়ে (২৬:২১-২২)
- চ. চতুর্থ পর্যায়ে (২৬:২৩-২৬)
- ছ. পঞ্চম পর্যায়ে (২৬:২৭-৩৯)
- জ. চুক্তির মধ্যে অবস্থান করে শর্তসমূহ ও স্বীকারোক্তি (২৬:৪০-৪৬)

১০. মানত বিষয়ক ব্যবস্থা (২৭:১-৩৪)
- ক. ব্যক্তির বিষয়ে (২৭:১-৮)
- খ. পশুর বিষয়ে (২৭:৯-১৩)
- গ. গৃহের বিষয়ে (২৭:১৪-১৫)
- ঘ. ভূমির বিষয়ে (২৭:১৬-২৫)
- য. প্রথম জাতের বিষয়ে (২৭:২৬-২৭)
- চ. কোন বর্জিত বস্তুর বিষয়ে (২৭:২৮-২৯)
- ছ. দশমাংশের বিষয়ে (২৭:৩০-৩৩)

লেবীয় কিতাবের মূল বিষয়সমূহ

মূল বিষয়সমূহ	ব্যাখ্যা	গুরুত্ব
কোরবানী ও উপহার	প্রধান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পাঁচ রকম কোরবানী বা উৎসর্গ করতে হতো: প্রথম উৎসর্গের মধ্য দিয়ে প্রশংসা, ধন্যবাদ দেওয়া ও আত্মনিবেন প্রকাশ পেত। অন্যান্য চার রকম উৎসর্গের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্‌ফারা দিয়ে পাপ ও দোষ ঢাকা দেওয়া ও দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা। পশু কোরবানীর মধ্য দিয়ে দেখানো হতো যে, কোরবানীদাতা তার এই পশুর জীবনের দ্বারা তার নিজের জীবন আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করতো।	পশু কোরবানী ও অন্যান্য উৎসর্গ ছিল এবাদতের জন্য– যার এর মধ্য দিয়ে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। যদিও এর মধ্য দিয়ে পাপের মূল্য কি তা শিক্ষা পাওয়া যেত। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখি যে, আমরা নিজেরা আমাদের পাপ ক্ষমা করতে পারি না। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা বলে যে, প্রাণের জন্য প্রাণ দিতে হয়। পুরাতন নিয়মে একটি পশুর প্রাণ দিতে হতো একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এটা ছিল একটি অল্প কালের জন্য যতক্ষণ না ঈসা মসীহ্ এসে চিরকালের জন্য সমস্ত মানুষের জন্য প্রাণ দিয়ে গুনাহের মূল্য দেবার ব্যবস্থা না করেন।
এবাদত	সাতটি পর্ব, উৎসব বা ঈদের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মীয় জাতীয় ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সমস্ত ঈদগুলো তারা প্রায়ই পারিবারিক পরিধির মধ্যে উদ্‌যাপন করতো। এই সমস্ত উৎসবগুলো আমাদের আল্লাহ্‌র এবাদত সম্পর্কে দুই দিক থেকে শিক্ষা দেয়। আর তা হল– উৎসব পালন করার মধ্য দিয়ে ও এতে আমাদের নিজেদের নিবেদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।	আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য নিয়ম-মাফিক প্রতিদিনের জন্য একটি ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যেন তাঁর সঙ্গে মানুষের সহভাগীতা থাকে। তাদের জন্য উৎসব পালন, আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া, সম্মান প্রদর্শন ও পূর্ণ সমর্পিত হবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আমরা যে গভীরভাবে সমর্পিত হচ্ছি তা আমাদের এবাদতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে।
স্বাস্থ্য	জনসাধারণের জন্য অনেকগুলো নিয়ম দেওয়া হয়েছে খাবার, রোগ, ও যৌন ব্যবহারের বিষয়ে। এই সমস্ত শারীরিক ব্যবহারের নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে অনেক আত্মিক বিষয়ও প্রকাশ করা হয়েছে। ইসরাইল জাতিকে তাদের চারপাশের জাতিদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে নানা রকম রোগ ও সামাজিক নানা রকম ছোঁয়াছে রোগ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।	আমাদের চারপাশে যে অবিশ্বাসীরা রয়েছে তাদের থেকে আমাদের অবশ্যই রূহানীভাবে ও নৈতিকভাবে পৃথক থাকতে হবে। মূসার সময়ের মতই আজও স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবান জীবন আল্লাহ্‌র সেবার জন্য আরও বেশী কার্যকর থাকে।
পবিত্রতা	পবিত্র মানে হল পৃথক থাকা বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া। আল্লাহ্ মিসর থেকে তার লোকদের দূর করেছেন আর এখন মিসরকে তার লোকদের থেকে দূর করেছেন। তিনি লোকদের দেখিয়েছেন মিসরীয় জীবন-প্রনালী থেকে বের হয়ে আল্লাহ্‌র জন্য জীবন-যাপন ও তাঁর জন্য চিন্তা করতে হয়।	আল্লাহ্‌র জন্য প্রত্যেকটি বিষয়েই আমাদের পবিত্র থাকতে হবে। আল্লাহ্ চান আমরা যেন আমাদের চিন্তায় ও কাজে সম্পূর্ণভাবে বাধ্য থাকি। ইসরাইলীয়রা যেভাবে এবাদত করতো আমরা যদিও এখন তাদের সব অনুসরণ করি না, কিন্তু আমাদের একই রকম মনোভাব, প্রস্তুতি ও আত্মনিবেদন থাকতে হবে।
লেবীয়গণ	লেবীয় ও পুরোহিতদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা লোকদের এবাদত-কাজে নির্দেশনা দেয়। তারা হলেন লোকদের এবাদত কাজের পরিচর্যাকারী। এছাড়াও তারা তাদের নৈতিক, প্রশাসনিক, উৎসবের নানা রকম আইন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের স্বাস্থ্য, বিচার, মানব-উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন।	লেবীয়রা ছিল আল্লাহ্‌র পরিচর্যাকারী যারা ইসরাইলীদের আল্লাহ্‌র পথ দেখাত। তারা প্রভু ঈসা মসীহের ঐতিহাসিক পটভূমি দান করে থাকে, যিনি আমাদের মহা-ইমাম, তবুও তিনি আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ্‌র সত্যিকারের গেলামরা তাদের লোকদের সমস্ত প্রয়োজনে যত্ন নিয়ে থাকেন।

পোড়ানো-কোরবানী

১ [১] মাবুদ জমায়েত-তাঁবু থেকে মূসাকে ডেকে বললেন, [২] তুমি বনি-ইসরাইলকে এই কথা বল, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাবুদের উদ্দেশে উপহার দিতে চায় তবে সে পশুপাল থেকে, অর্থাৎ গরু কিংবা ভেড়ার পাল থেকে তার নিজের উপহার নিয়ে কোরবানী করুক।

[৩] সে যদি গরুর পাল থেকে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোন উপহার দেয় তবে নিখুঁত একটি পুরুষ পশু আনবে। মাবুদের সম্মুখে গ্রাহ্য হবার জন্য জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে সে তা আনবে। [৪] পরে সে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আনা পশুটির মাথায় হাত রাখবে আর তা তার কাফ্‌ফারা হিসেবে তার পক্ষে কবুল করা হবে। [৫] পরে সে মাবুদের সম্মুখে সেই ষাঁড় জবেহ্‌ করবে। হারুনের পুত্র ইমামেরা তার রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে স্থাপিত কোরবানগাহ্‌র উপরে সেই রক্ত চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। [৬] সে ঐ পোড়ানো-কোরবানীর পশুটির চামড়া খুলে তাকে খণ্ড খণ্ড করবে। [৭] পরে ইমাম হারুনের পুত্ররা কোরবানগাহ্‌র উপরে আগুন রাখবে ও আগুনের উপরে কাঠ সাজাবে। [৮] হারুনের পুত্র ইমামেরা সেই কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থ আগুনের ও কাঠের উপরে তার সমস্ত খণ্ড, মাথা ও চর্বি রাখবে; [৯] কিন্তু তার অন্ত্রগুলো ও পাগুলো পানিতে ধুয়ে নেবে। পরে ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে সেসব পুড়িয়ে ফেলবে। এটি পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার।

[১০] যদি সে ভেড়া কিংবা ছাগলের পাল থেকে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে উপহার দেয় তবে নিখুঁত একটি পুরুষ পশু আনবে। [১১] সেটি কোরবানগাহ্‌র পাশে উত্তর দিকে মাবুদের সম্মুখে জবেহ্‌ করবে এবং হারুনের পুত্র ইমামেরা

[১:১] হিজ ৩:৪; হিজ ২৭:২১।
[১:৩] দ্বি:বি ১২:৫-৬, ১১; ইশা ৫৮:৫।
[১:৪] হিজ ২৯:১০, ১৫; ইহি ৪৫:১৫; পয়দা ৩২:২০।
[১:৫] ইব ১২:২৪; ১পিতর ১:২।
[১:৯] পয়দা ৮:২১; ইফি ৫:২।
[১:১০] পয়দা ২২:৭; হিজ ১২:৫; শুমারী ১৫:১১।
[১:১১] হিজ ২৯:১১; ২৯:২০।

১:১ লেবীয় কিতাবের বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌তা'লা সিনাই পর্বতে মূসার কাছে দিয়েছিলেন, এমন কি এই কিতাবের শেষ আয়াতটিও (২৭:৩৪)। এই কিতাবে এই কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। প্রায় ৫০ বারেরও বেশি এই কথা বলা হয়েছে যে, মাবুদ মূসার সঙ্গে কথা বললেন। আধুনিক সমালোচকগণ বলে থাকেন যে, এই কিতাবটি ইমামগণ ব্যবিলনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার পর লিখেছিলেন। কিন্তু এই সমালোচনার কোন বিশেষ সাক্ষ-প্রমাণ নেই, বরং এই কিতাবে বার বার বলা হয়েছে যে, এসব মূসা লিখে রেখেছিলেন। এই রকম সমালোচনা এরকম সাক্ষ্য-প্রমাণের বিরুদ্ধে, এটি ইহুদীদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এবং পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে এই মতামত তারও বিরুদ্ধে (রোমীয় ১০:৫)। লেবীয় কিতাবে এমন অনেক বিষয় আছে যাতে দেখা যায় যে, সেগুলো খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সময়ে সঙ্গে মিলে যায়, যে সময়ে মূসা তৌরাত শরীফ লিখেছেন বলে মনে করা হয়। এখানে এমন কোন কারণ নেই যে, যে সমস্ত রেফারেন্স আছে যেখানে মূসার কাজ ও কথা বলা হয়েছে তার মূখ্য অবদানকে অস্বীকার করা যায়।

জমায়েত-তাঁবু। যেখানে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে কথা বলতেন (দেখুন হিজ ২৭:২১ আয়াতের নোট)।

১:২ মাবুদের উদ্দেশে উপহার দিতে চায়। "উপহার" শব্দটির হিব্রু শব্দ হল "কোরবান" এখানে ক্রিয়াপদ হিসাবে "উপহার" অনুবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌কে উপহার দেবার জন্য লোকেরা এই উপহার নিয়ে আসতো। বেশিরভাগ উপহারই লোকেরা স্বেচ্ছায় নিয়ে আসত যেমন "পোড়ানো-কোরবানী"। উপহার শব্দটি মার্ক লিখিত সুসমাচারের ৭:১১ অধ্যায়েও একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১:৩ পোড়ানো-কোরবানী। এর হিব্রু শব্দ হল 'ওলাহ্‌' যার অর্থ উপরে উঠা, পুরো অংশটিই আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, আর মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়া বা তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়া। এই ধরনের কোরবানী ছিল সচরাচর ব্যবস্থা যার মাত্র একটির উল্লেখ পয়দায়েশ কিতাবে আছে। হযরত মূসার শরীয়ত পোড়ানো কোরবানী কোনটি কিভাবে এবং কখন করতে হবে তার পদ্ধতি বা করণীয় স্থির করে দেয়। বিশ্রামবারের পোড়ানো-কোরবানী ছিল সাধারণ দিনের কোরবানীর দ্বিগুণ, শুমারী ২৮:৯,১০; প্রতি মাসের পোড়ানো-কোরবানী, শুমারী ২৮:১১-১৫; ঈদুল ফেসাখের কোরবানী (১৯-২৩); পাক-রূহ্‌ নেমে আসার কাল, লেবীয় ২৩:১৬; তূরীধ্বনীর ঈদ, লেবীয় ২৩:২৩-২৫; আর সংস্করণের দিনে, লেবীয় ১৬:১। অন্যান্য কোরবানীর সময়ে যেমন হারুনের পাক -পবিত্র করণের সময়, হিজ ২৯:১; এবং বায়তুল-মোকাদ্দসে কোরবানী করার দিনে, ১ বাদশাহ্‌ ৮:৫,৬২-৬৪। স্বেচ্ছাকৃত পোড়ানো-কোরবানী অনুমোদিত ছিল, লেবীয় ১:১৩; বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সিংহাসনে আরোহণের দিনে, ১ খান্দান ২৯:২১; এবং বাদশাহ্‌ হিস্কিয়ের সংস্করণের সময়, ২ খান্দান ২৯:৩১-৩৫। এই সব কোরবানী আল্লাহ্‌ মাবুদের নিকট একটি পরিপূর্ণ কোরবানীর মূল্য নির্দেশ করে। এগুলো রোমীয় ১২:১ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। জবুর ৪০:৮,৯; ইব ১০:৫,৬ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে এই পোড়ানো-কোরবানী ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সব থেকে সুন্দর উপহার। কারণ এই কোরবানীর সঙ্গে এবাদতকারীর সমস্ত অন্তর, প্রাণ ও রূহ্‌ একত্রিতভাবে উৎসর্গ করা হয়।

১:৪ পশুটির মাথায় হাত রাখবে। এর দ্বারা বুঝানো হতো যে লোক ঐ পশু কোরবানী করার জন্য এনেছে তার গুনাহ্‌ এই পশুর মধ্যে চলে গেছে, এবং আল্লাহ্‌ ঐ কোরবানীকে গ্রহণ করে তার গুনাহ্‌ ক্ষমা করবেন।

তার কাফ্‌ফারা হিসেবে তার পক্ষে কবুল করা হবে। গুনাহ্‌ হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া ও তাঁর নিয়ম ভঙ্গ করা। ইসরাইলের ইমামগণ পশু কোরবানী করতো লোকদের গুনাহের কাফ্‌ফারার জন্য। এই কাজ ছিল এমন যেন পাপী মানুষের জন্য যে শাস্তি নিশ্চিত ছিল কিন্তু সেই শাস্তি এখন ঐ পশুর উপরে বর্তালো।

১:৫ রক্ত। যেহেতু রক্তকে মনে করা হতো জীবনের চিহ্ন হিসাবে (পয়দা ৪:১০-১১) সেহেতু তা ছিল পবিত্র ও তা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল (৭:২৬-২৭, ১৭:১০-১৪; ১৯:২৬; দ্বি:বি: ১২:২৩-২৪, ১৫:২৩)। রক্তের ছিল জীবন রক্ষার ক্ষমতা (হিজ ৪:২৫, ১২:৭, ১৩) ও আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের মধ্যে সুসম্পর্কের চিহ্ন। কোরবানগাহে বা লোকদের উপরে রক্ত ছিটিয়ে দেয়া বা মেখে দেয়ার মধ্যে পাক-পবিত্র করার শক্তি ছিল। তার দ্বারা জানা যেত যে, কোন্‌ জিনিষ বা কোন্‌ মানুষকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পৃথক করা হয়েছে (হিজ ২৯:১০-১১)।

১:৬ চামড়া। পুরো পশুটাকেই পুড়িয়ে দেওয়া হতো কেবল চামড়া ছাড়া। চামড়াটি অবশ্য ইমাম পেতেন (৭:৮)।

১:৮-৯ মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার। ১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে তার রক্ত ছিটিয়ে
দেবে। [12] পরে সে তা খণ্ড খণ্ড করবে আর ইমাম
মাথা ও চর্বি সহ তা কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থ
আগুন ও কাঠের উপরে সাজাবে; [13] কিন্তু তার
অন্ত্রগুলো ও পাগুলো পানিতে ধুয়ে নেবে। পরে
ইমাম সম্পূর্ণ অংশই কোরবানী করে
কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে ফেলবে। এটি
পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
অগ্নিকৃত উপহার।
[14] যদি সে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী হিসেবে কোন পাখি উপহার দেয় তবে
ঘুঘু কিংবা কবুতরের বাচ্চাদের মধ্য থেকে তার
উপহার দেবে। [15] পরে ইমাম তা কোরবানগাহ্‌র
কাছে এনে তার মাথা মুচড়ে কোরবানগাহের
উপর পুড়িয়ে ফেলবে এবং তার রক্ত
কোরবানগাহ্‌র পাশে ঢেলে দেবে। [16] পরে সে
তার মলের সঙ্গে পালকগুলো নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র পূর্ব পাশে ভস্ম রাখার স্থানে
নিক্ষেপ করবে। [17] পরে ওর ডানা ভাঙবে, কিন্তু
পাখিটি ছিঁড়ে ফেলবে না। এরপর ইমাম
কোরবানগাহ্‌র উপরে, আগুনের উপরিস্থ কাঠের
উপরে, তাকে পুড়িয়ে ফেলবে। এটি পোড়ানো-
কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত
উপহার।

শস্য-উৎসর্গ

২ [1] কেউ যখন মাবুদের উদ্দেশে শস্য-উৎসর্গ
করে তখন মিহি সুজি তার উপহার হবে এবং
সে তার উপরে তেল ঢেলে দেবে ও কুন্দুরু
দেবে। [2] হারুনের পুত্র ইমামদের কাছে সে তা
আনবে এবং সে তা থেকে এক মুষ্টি মিহি সুজি ও
তেল এবং সমস্ত কুন্দুরু নেবে। পরে ইমাম সেই
কোরবানীর স্মরণ চিহ্ন হিসেবে তা কোর-
বানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে ফেলবে; তা মাবুদের
উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার। [3] এই
শস্য-উৎসর্গের অবশিষ্ট অংশ হারুন ও তার
পুত্রদের হবে; মাবুদের অগ্নিকৃত উপহার বলে তা
অতি পবিত্র।
[4] যদি তুমি তুন্দুরে পাক-করা শস্য-উৎসর্গ
দাও তবে তেল মিশানো খামিহীন মিহি সুজির
পিঠা বা তৈলাক্ত চাপাটি দিতে হবে। [5] যদি তুমি
ভাজবার পাত্রে ভাজা শস্য-উৎসর্গ দাও তবে
তেল মিশানো খামিহীন মিহি সুজি দিতে হবে।
[6] তুমি তা খণ্ড খণ্ড করে তার উপরে তেল ঢেলে
দেবে; এটি শস্য-উৎসর্গ।
[7] যদি তুমি কড়াইতে পাক-করা শস্য-উৎসর্গ
দাও তবে তেলে পাক-করা মিহি সুজি দিতে
হবে। [8] এসব দ্রব্যের যে শস্য-উৎসর্গ তুমি
মাবুদের উদ্দেশে দেবে তা এনে ইমামকে দিও
আর সে তা কোরবানগাহ্‌র কাছে আনবে।
[9] ইমাম সেই শস্য-উৎসর্গের স্মরণ করার অংশ
নিয়ে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে; তা
মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার।
[10] সেই শস্য-উৎসর্গের অবশিষ্ট অংশ হারুন ও
তার পুত্রদের হবে; মাবুদের অগ্নিকৃত উপহার
বলে তা অতি পবিত্র।
[11] তোমরা মাবুদের উদ্দেশে যে শস্য-উৎসর্গ
আনবে তা খামি দ্বারা প্রস্তুত করা যাবে না,
কেননা তোমরা খামি কিংবা মধু, এর কিছুই
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে
পুড়িয়ে ফেলবে না। [12] তোমরা অগ্রিমাংশের

[১:১৩] দ্বিঃবি ১২:২৭।
[১:১৪] পয়দা ১৫:৯; লূক ২:২৪।
[১:১৬] শুমারী ৪:১৩।
[১:১৭] পয়দা ১৫:১০।
[২:১] নহি ১৩:৯; ইশা ৪৩:২৩।
[২:২] শুমারী ৫:২৬; ১৮:৮; জবুর ১৬:৫; ৭৩:২৬; ইশা ৫৩:১২।
[২:৩] হিজ ৩০:৩৬।
[২:৪] হিজ ২৯:২।
[২:৫] ইহি ৪:৩।
[২:৯] পয়দা ৮:২১।
[২:১০] উজা ২:৬৩।
[২:১১] হিজ ২৩:১৮।

১:১১ তার রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ১:৫ রক্তের বিষয়ে আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৪ পাখি। তিন প্রকারের কোরবানীর কথা বলা হয়েছে: (১) গরুর পাল থেকে (৩-৯) (২) ভেড়া কিংবা ছাগলের পাল থেকে (১০-১৩) এবং (৩) পাখী (১৪-১৭)। শুধু গরীব লোকেরাই পাখী কোরবানী দিত (দেখুন ৫:৭; ১২:৮; লূক ২:২৪)।

১:১৬ কোরবানগাহ্‌র পূর্ব পাশে ভস্ম রাখার স্থানে নিক্ষেপ করবে। কোরবানগাহের পূর্ব দিকে কোরবানী পোড়ানোর ছাই ফেলা হতো, সম্ভবত এর কারণ ছিল ঐ দিকটা ছিল জমায়েত-তাঁবুর দরজার উল্টো দিকে। প্রত্যেক দিন একবার সেখান থেকে ছাই শিবিরের বাইরের বড় স্তূপে ফেলে দিয়ে আসা হতো (৪:১১-১২, ৬:১০-১১)।

২:১ মাবুদের উদ্দেশে শস্য-উৎসর্গ। এই উৎসর্গগুলোকে “শস্য -উৎসর্গ” বলা হতো। এর একটা উদ্দেশ্য ছিল শস্যের উপহার দিয়ে মাবুদকে ধন্যবাদ জানানো।

তেল ঢেলে দেবে ও কুন্দুরু দেবে। জলপাই পিষে জলপাইয়ের তেল বের করা হতো এবং ঐ তেল রান্না করার কাজে, শরীরের কোন ঘায়ে মলম হিসাবে এবং বাতি জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। এই তেলের আগুনে খুব কম ধূমা হয়। এখানে ধূপ ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে পোড়ানোর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়া হতো। ধূপ তৈরি হতো কুন্দুরুর সঙ্গে মশলা ও ধূনা মিশিয়ে (হিজ ৩০:৭-৮, ৩৪-৩৫)। ময়দা বানানো হতো গম দিয়ে, একবারে মিহি ময়দা নয় এবং তাকে সূজিও বলা হতো।

২:২ স্মরণ চিহ্ন হিসেবে। ৯, ১৬ আয়াতেও বলা হয়েছে। দুটো কারণে তা হত: (১) এটি একজন এবাদতকারীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে, সমস্ত উত্তম জিনিষ মাবুদের কাছ থেকে আসে; (২) এর ফলে মাবুদ এবাদতকারীকে স্মরণ করেন ও আশীর্বাদ করেন ও তিনি ব্যবস্থা বা চুক্তি তাঁর লোকদের কাছে করেছেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন (পয়দা ৯:১৩-১৬)।

২:৩ এই শস্য-উৎসর্গের অবশিষ্ট অংশ। পোড়ানো-কোরবানীর মত সবটুকু না পুড়িয়ে এ উৎসর্গের কিছু শস্য ইমামদের জন্য রেখে দেয়া হতো। তারা জমায়েত-তাঁবুর পবিত্র উঠানে বসে খেত (৬:১৬০১৭)। ইমামেরা ছিল লেবীয় বংশের লোক। কেনান দেশ অধিকার করার পর যখন দেশটি বিভিন্ন বংশের মধ্যে ভাগ করা হয় তখন লেবীয় গোষ্ঠীকে কোন জায়গা দেয়া হয়নি। তাই অন্য সমস্ত গোষ্ঠীর, যারা জায়গা পেয়েছিল, তাদের দায়িত্ব ছিল ইমামদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। এই কারণে লেবীয়রা বিভিন্ন কোরবানী থেকে একটা অংশ তাদের জন্য রেখে দিতে পারত (শুমারী ১৮:২১-২৪)।

২:৪-৫ তুন্দুরে পাক-করা শস্য-উৎসর্গ দাও... খামিহীন মিহি সুজি দিতে হবে। উৎসর্গের জন্য চার ধরনের রুটি ব্যবহার করা হতো: তন্দুরে সেঁকা রুটি (২:৪), ছোট তাওয়ায় ভাজা রুটি (২:৫-৬) বা কড়াইতে ভাজা (২:৭) রুটি ইত্যাদি। কোনটাতেই খামি দেয়া যেত না। খামি হচ্ছে একরকম ছত্রাক বিশেষ যা রুটি ফুলানোর জন্য ময়দার তালে মিশানো হয়। খামি ছাড়া রুটি মানে চাপাতি, পরোটার মত চ্যাপ্টা রুটি।

২:১১ খামি কিংবা মধু। খামি ও মধু সহজেই গেঁজিয়ে ওঠে। গেঁজিয়ে উঠবার ফলে কোন জিনিষে পচনের কাজ হয় বলে মধু

বনি-ইসরাইলদের কোরবানী ও উপহার

প্রাচীন কালে দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যজ্ঞ ও উপহার দেওয়া ছিল একটা সাধারণ বিষয়। দেব-দেবীদের ধন্যবাদ দেবার জন্য, তাদের কাছে বৃষ্টি ও ভাল ফসল প্রার্থনা করে এবং তারা যেন মানুষের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট না হতো তার জন্য বিভিন্ন উপহার দেয়া হতো। আল্লাহ্‌ মূসাকে ও ইসরাইল জাতিকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সে অনুসারে ইসরাইলকে বিশেষ বিশেষ কোরবানী ও উৎসর্গ করতে হতো। যে সমস্ত পশু কোনবানী করা হতো ও জিনিষ উৎসর্গ করা হতো তা লোকেরা ও তাদের নেতারা নিয়ে আসত, কিন্তু কেবলমাত্র ইমামেরাই পারত ঐগুলোর কোরবানী ও উৎসর্গের কাজ করতে এবং ঐসব উৎসর্গ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশ্যেই করা হতো। ইসরাইলদের পক্ষে ইমামদের যে প্রধান পাঁচ প্রকারের কোরবানী করতে হতো লেবীয় কিতাবে সেগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে।

কোরবানীর প্রকার	কোরবানীর জিনিষ	কোরবানীর কারণ	লেবীয়
মাবুদকে সুখী করার জন্য কোরবানী; তাকে “পোড়ানো - কোরবানী” বলা হয়।	খুঁতহীন ষাঁড়, ভেড়া বা ছাগল অথবা গরীবদের জন্য একটা ঘুঘু বা কবুতর।	আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য, তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য, এবং তাঁর ক্ষমা লাভ করার জন্য; সম্পূর্ণ প্রাণীটাকে পোড়ানো হতো।	১:১-১৭ ৬:৮-১৩ ৮:১৮-২১ ১৬:২৩-২৪
এ উৎসর্গ ছিল আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাবার জন্য; একে “শস্য-উৎসর্গ” বলা হয়।	মিহি ময়দা, জলপাইয়ের তেল এবং লোবান (কুন্দুরু) দিয়ে প্রস্তুত করা উৎসর্গ; খামি ও মধু না দিয়ে ঐ পিঠা তৈরি করতে হবে; কখনও কখনও তাতে লবণ দেয়া হতো। কখনও কখনও তা পোড়ানো কোরবানীর সঙ্গেও উৎসর্গ করা হতো।	এর দ্বারা শুকরিয়া সহকারে আল্লাহ্‌র এবাদত করা হতো; আল্লাহ্‌ যে মানুষকে আশীর্বাদ করেন এবং তিনি যে সকল মঙ্গলের উৎস এই কথা এতে ব্যক্ত হতো।	২:১-১৬ ৬:১৪-২৩
মাবুদের আশীর্বাদ চাওয়ার জন্য কোরবানী; একে “মঙ্গল-কোরবানী” বলা হয়।	কোন খুঁত নেই, এমন একটা ষাড়, গরু, ভেড়া বা ছাগলের চর্বি ও তার দেহের ভেতরের কোন কোন অংশ; খামিহীন পিঠা ও চাপটি।	আল্লাহ্‌র এবাদত করা ও তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া; ঐ মাংসের কিছু অংশ রাখা হতো ইমামদের খাওয়ার জন্য।	৩:১-১৭ ৭:১১-৩৬
এই কোরবানী করা হতো ক্ষমা পাবার জন্য; একে “পাপ-কোরবানী” বলা হয়।	• মহা-ইমাম ও সমস্ত জাতির গুনাহের জন্য একটা ষাঁড় • কোন বংশের নেতার জন্য একটা ছাগল • অন্য যে কোন লোকের জন্য একটা ছাগী • গরীব লোকের জন্য দু'টা ঘুঘু বা কবুতর • খুব বেশি গরীব লোকের জন্য এক কেজি আটশো গ্রাম মিহি ময়দা • গুনাহ্‌ ঢাকা দেবার কোরবানীর জন্য দু'টা ছাগল ও একটা ভেড়া (একটা ছাগল মরু-এলাকায় নিরুদ্দেশ হয়ে যেত)	গুনাহের জন্য, আল্লাহ্‌র ক্ষমা চাওয়ার জন্য; অনিচ্ছাকৃত গুনাহের কাফ্‌ফারার জন্য ধর্মীয় কারণে অপবিত্র হলে তা থেকে পবিত্র হবার জন্য।	৪:১-৫১৩, ৬:২৪-৩০, ৮:১৪-১৭; ১৬:৩-২২
এই কোরবানী ছিল কোন আদেশ অমান্য করার দোষের কাফ্‌ফারার জন্য; একে “দোষ-কোরবানী” বলা হয়।	নিখুঁত একটা ভেড়া, অথবা ঐ ভেড়ার মূল্য; এছাড়াও ঐ দোষী ব্যক্তিকে চুরি করে আনা বা ধ্বংস করা জিনিষের পুরো মূল্য ও তার উপরে ঐ মূল্যে ১/৫ পরিমাণ মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে।	এই কোরবানী ছিল মাবুদকে ঠকানো অথবা অনিচ্ছাবশতঃ কোন কিছু ধ্বংস করার জন্য যার মালিক মাবুদ; অন্য কোন ব্যক্তিকে ঠকানো বা তার কোন জিনিষ চুরি করার জন্য।	৫:১৪-৬:৭, ৭:১-৬

উপহার হিসেবে তা মাবুদের উদ্দেশে নিবেদন
করতে পার, কিন্তু খোশবুর জন্য কোরবানগাহ্‌র
উপরে তা রাখা যাবে না। ১৩ তুমি তোমার শস্য-
উৎসর্গের প্রত্যেকটি দ্রব্যে লবণ দেবে। তুমি
তোমার শস্য-উপহারে তোমার আল্লাহ্‌র নিয়মের
লবণ দিতে ত্রুটি করবে না; তোমার যাবতীয়
উৎসর্গের সঙ্গে লবণ দেবে।
১৪ যদি তুমি মাবুদের উদ্দেশে প্রথমে পেকেছে
এমন শস্য থেকে শস্য-উৎসর্গ নিবেদন কর তবে
তোমার প্রথমে পাকা শস্য থেকে শস্য-উৎসর্গ
হিসেবে আগুনে ঝলসানো শীষ অর্থাৎ মোটা করে
ভেঙ্গে নেওয়া কোমল শীষ নিবেদন করবে।
১৫ এছাড়া, তার উপরে তেল ও কুন্দুরু দেবে; এ
হল শস্য-উৎসর্গ। ১৬ পরে ইমাম তার স্মরণ
করার অংশ হিসেবে কিছু মোটা করে ভেঙ্গে
নেওয়া শস্য, কিছু তেল ও সমস্ত কুন্দুরু পুড়িয়ে
ফেলবে; এটি মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

মঙ্গল-কোরবানী

৩ ১ কারো উপহার যদি মঙ্গল-কোরবানী
দেবার জন্য হয় এবং সে গরুর পাল থেকে
পুরুষ কিংবা স্ত্রী গরু দেয় তবে সে মাবুদের
সম্মুখে নিখুঁত পশু আনবে। ২ সে তার আনা
উপহারের মাথায় হাত রেখে জমায়েত-তাঁবুর
দরজার কাছে তাকে জবেহ্‌ করবে। পরে
হারুনের পুত্র ইমামেরা তার রক্ত কোরবানগাহ্‌র
উপরে চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। ৩ পরে সে
মাবুদের উদ্দেশে সেই মঙ্গল-কোরবানী সম্বন্ধীয়
অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী করবে। তার
পাকস্থলীর উপরিভাগের চর্বি ও অন্ত্রগুলোর
উপরিভাগের সমস্ত চর্বি, ৪ এবং দু'টি বৃক্ক, তার
উপরিভাগের চর্বি ও কলিজার উপরিভাগের
অংশগুলো বৃক্কের সঙ্গে ছাড়িয়ে নেবে। ৫ পরে
হারুনের পুত্ররা কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থ আগুন,
কাঠ ও আগুনের শিখায় তা ঝলসে নেবে; তা
হবে মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত
উপহার।
৬ আর যদি সে মাবুদের উদ্দেশে মঙ্গল-
কোরবানী দেবার উপহার তার পাল থেকে কোন
পশু দেয় তবে সে নিখুঁত পুরুষ কিংবা স্ত্রী পশু
কোরবানী করবে। ৭ কেউ যদি উপহার হিসেবে
ভেড়ার বাচ্চা দেয় তবে সে মাবুদের সম্মুখে তা
আনবে; ৮ আর তার কোরবানীর পশুটির মাথায়
হাত রেখে জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে তাকে জবেহ্‌
করবে এবং হারুনের পুত্ররা কোরবানগাহ্‌র
উপরে চারদিকে তার রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ৯ আর
মঙ্গল-কোরবানী থেকে কিছু নিয়ে মাবুদের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী করবে;
ফলত তার চর্বি ও সমস্ত লেজ মেরুদণ্ডের কাছ
থেকে ছাড়িয়ে নেবে আর পাকস্থলীর
উপরিভাগের চর্বি ও অন্ত্রগুলোর উপরিভাগের
সমস্ত চর্বি, ১০ এবং দু'টি বৃক্ক ও তার
উপরিভাগের চর্বি এবং কলিজার উপরিভাগের
অংশগুলো বৃক্কের সঙ্গে ছাড়িয়ে নেবে। ১১ পরে
ইমাম তা কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে ফেলবে;
এটি মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপ
খাদ্য।
১২ আর যদি সে উপহার হিসেবে ছাগল দেয়
তবে সে তা মাবুদের সম্মুখে আনবে। ১৩ সে
তার মাথায় হাত রেখে জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে
তাকে জবেহ্‌ করবে এবং হারুনের পুত্ররা
কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে তার রক্ত ছিটিয়ে
দেবে। ১৪ পরে সে তা থেকে নিজের উপহার,
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী
করবে, অর্থাৎ পাকস্থলীর উপরিভাগের চর্বি ও
অন্ত্রগুলোর উপরিভাগের সমস্ত চর্বি, ১৫ এবং
দু'টি বৃক্ক, তার উপরিভাগের চর্বি ও কলিজার
উপরিভাগের অংশগুলো বৃক্কের সঙ্গে ছাড়িয়ে
নেবে। ১৬ পরে ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে
সেসব পুড়িয়ে ফেলবে; তা খোশবু-যুক্ত অগ্নিকৃত
উপহাররূপ খাদ্য; সমস্ত চর্বি মাবুদের।
১৭ পুরুষানুক্রমে তোমাদের সমস্ত নিবাসে
পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম হল এই– তোমরা চর্বি
ও রক্ত কিছুই ভোজন করবে না।

[২:১২] হিজ ৩৪:২২। [২:১৩] শুমারী ১৮:১৯; ২খান্দান ১৩:৫; ইহি ৪৩:২৪; মার্ক ৯:৪৯। [২:১৪] হিজ ৩৪:২২; শুমারী ১৫:২০; দ্বি:বি ১৬:১৩; ২৬:২; রূত ৩:২। [২:১৬] শুমারী ৪:১৬; ইয়ার ১৪:১২।
[৩:১] হিজ ১২:৫। [৩:২] শুমারী ৮:১০। [৩:৩] হিজ ২৯:১৩। [৩:৪] হিজ ২৯:১৩। [৩:৫] হিজ ২৯:১৩, ৩৮-৪২; শুমারী ২৮:৩-১০। [৩:৬] শুমারী ১৫:৩, ৮। [৩:৭] ১বাদশা ৮:৬২। [৩:৯] ইশা ৩৪:৬; ইয়ার ৪৬:১০; ইহি ৩৯:১৯; সফ ১:৭। [৩:১১] শুমারী ২৮:২। [৩:১৩] হিজ ২৪:৬। [৩:১৬] ১শামু ২:১৬। [৩:১৭] পয়দা ৯:৪; ১৭:১০-১৬; দ্বি:বি ১২:১৬; প্রেরিত ১৫:২০।

মেশানো নিষিদ্ধ ছিল।

২:১২ অগ্রিমাংশের উপহার। এর দ্বারা প্রথম তোলা ফসল ও তা থেকে তৈরি খাবারও বুঝায়। ঐ প্রথম ফসল আল্লাহ্‌র সম্মানের জন্য উৎসর্গ করা হতো ও তা দিয়ে স্মরণ করা হতো যে, সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র দয়ার দান (২৩:৯-১২, শুমারী ১৮:১১ -১২, ২৬-৩০, দ্বি:বি: ২৬:১-১৫)।

২:১৩ লবণ। খাবার যেন তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয় সেজন্য সেই আমলে লবণ ব্যবহার করা হতো। এই কারণে সব কোরবানী ও উৎসর্গে লবণ ছিটিয়ে দিয়ে বুঝানো হতো যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে লোকদের সম্পর্ক অল্প সময়ের জন্য নয়, কিন্তু তা স্থায়ী।

৩:১ মঙ্গল-কোরবানী:- হিব্রু *"শিলামিম,"* লেবীয় ৩:১; লেবীয় ৭:১১-২১,২৯-৩৪। মঙ্গল-কোরবানী ৩ ধরনের: ১) শুকরিয়া জ্ঞাপনের ভোজ বা ধন্যবাদের মঙ্গল-কোরবানী, অনুগ্রহ লাভ করার জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করার জন্য কোরবানী; ২) মানত পূরণ বা আশা পূরণের প্রেক্ষিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কোরবানী; এবং ৩) স্ব-ইচ্ছায় দান, স্বতস্ফুর্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত কোরবানী। একে যোগাযোগ-কোরবানীও বলা যেতে পারে। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল মাবুদের কাছ থেকে মঙ্গল কামনা করা বা চাওয়া।

৩:২ তার আনা উপহারের মাথায় হাত রেখে। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৩-৫ মঙ্গল-কোরবানী ... উপরিভাগের সমস্ত চর্বি। তা ছিল চামড়ার কেবল নিচের ও পশুর পেটের ভেতরের বিভিন্ন অংশের চর্বি। চর্বি ছিল মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানীর জন্য (৩:১৬)। ১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১১ অগ্নিকৃত উপহাররূপ খাদ্য। বনি-ইসরাইলদের কোরবানী কোন দেবতার খাদ্য হিসাবে দেওয়া হতো না যেমন অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতিতে তা দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া হত (দেখুন, ইহি ১৬:২০; জবুর ৫০:৯-১৩), কিন্তু যদিও মাঝে মাঝে এরূপ কোরবানীকে রূপক অর্থে "খাদ্য" বলা হয়েছে (২১:৬,৮,১৭,২১; ২২:২৫), এটা এই অর্থে বলা যে, তা ছিল আল্লাহ্‌কে দেওয়া উপহার যা তিনি আনন্দ সহকারে গ্রহণ করে থাকেন।

গুনাহ্‌-কোরবানী

৪ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি বনি-ইসরাইলকে বল, কেউ যদি ভুলবশত গুনাহ্‌ করে, অর্থাৎ মাবুদের হুকুমে নিষেধ আছে এমন কোন কাজ করে; ৩ বিশেষত অভিষিক্ত ইমাম যদি এমন গুনাহ্‌ করে যাতে লোকদের উপরে দোষ বর্তায়, তবে সে তার নিজের গুনাহ্‌র জন্য মাবুদের উদ্দেশে নিখুঁত একটি ষাঁড় গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। ৪ পরে সে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের সম্মুখে সেই ষাঁড় আনবে এবং তার মাথায় হাত রেখে মাবুদের সম্মুখে তাকে জবেহ্‌ করবে। ৫ আর অভিষিক্ত ইমাম সেই বাছুরটির কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে যাবে। ৬ আর ইমাম সেই রক্তে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে পবিত্র স্থানের পর্দার অগ্রভাগে মাবুদের সম্মুখে সাত বার তার কিঞ্চিৎ রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ৭ পরে ইমাম সেই রক্তের কিছু নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে মাবুদের সম্মুখে অবস্থিত সুগন্ধি ধূপের কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোতে লাগিয়ে দেবে, পরে বাছুরটির সমস্ত রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে অবস্থিত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় ঢালবে। ৮ আর গুনাহ্‌-কোরবানীর বাছুরটির সমস্ত চর্বি, অর্থাৎ পাকস্থলীর উপরিভাগের চর্বি, অন্ত্রগুলোর উপরিভাগের সমস্ত চর্বি, ৯ এবং দু'টি বৃক্ক ও তার উপরিভাগের চর্বি ও কলিজার উপরিভাগের অংশগুলো বৃক্কের সঙ্গে ছাড়িয়ে নেবে। ১০ মঙ্গল-কোরবানীর ষাঁড় থেকে যেমন নিতে হয় তেমনি নেবে এবং ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে তা পুড়িয়ে ফেলবে। ১১ পরে ঐ বাছুরটির চামড়া, সমস্ত গোশ্‌ত, মাথা ও পা, অন্ত্র ও গোবর, ১২ সবসুদ্ধ বাচ্চাটি নিয়ে শিবিরের বাইরে কোন পাক-পবিত্র স্থানে, ভস্ম ফেলে দেবার স্থানে এনে কাঠের উপরে আগুনে পুড়িয়ে দেবে; ভস্ম ফেলে দেবার স্থানেই তা পুড়িয়ে দিতে হবে।

১৩ আর ইসরাইলের সমস্ত মণ্ডলী যদি ভুলবশত গুনাহ্‌ করে এবং তা সমাজের দৃষ্টির অগোচর থাকে এবং মাবুদের হুকুমে নিষেধ আছে এমন কোন কাজ করে যদি দোষী হয়, ১৪ তবে তাদের কৃত সেই গুনাহ্‌র বিষয় যখন জানা যাবে তখন সমাজ গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ষাঁড় কোরবানী করবে; লোকেরা জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে তাকে আনবে। ১৫ পরে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গরা মাবুদের সম্মুখে সেই বাছুরটির মাথায় হাত রাখবে এবং মাবুদের সম্মুখে সেটি জবেহ্‌ করা যাবে। ১৬ পরে অভিষিক্ত ইমাম সেই বাছুরটির কিঞ্চিৎ রক্ত জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাবে। ১৭ আর ইমাম সেই রক্তে নিজের আঙ্গুল ডুবিয়ে তার কিঞ্চিৎ পর্দার সম্মুখে, মাবুদের সম্মুখে সাতবার ছিটিয়ে দেবে। ১৮ সে সেই রক্তের কিঞ্চিৎ নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে মাবুদের সম্মুখে অবস্থিত কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর উপরে দেবে; পরে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে স্থাপিত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় অন্য সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবে। ১৯ আর কোরবানী থেকে তার সমস্ত চর্বি নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে ফেলবে। ২০ সে ঐ গুনাহ্‌-কোরবানীর বাছুরকে যেরকম করে, একেও সেরকম করবে। এভাবে ইমাম তাদের জন্য কাফ্‌ফারা দেবে, তাতে তাদের গুনাহ্‌ মাফ করা হবে। ২১ পরে সেই বাছুরকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রথম বাছুরটি যেমন পুড়িয়ে দিয়েছিল তেমনি তাকেও পুড়িয়ে দেবে; এটি সমাজের গুনাহ্‌-কোরবানী।

[৪:২] শুমারী ১৫:২৪-২৯; ৩৫:১১-১৫; ইউসা ২০:৩, ৯; ইব ৯:৭।
[৪:৩] পয়দা ১৮:২৩; হিজ ২৮:৪১; শুমারী ১৫:২৭; জবুর ৬৬:১৫; ইহি ৪৩:১৯, ২৩।
[৪:৪] শুমারী ৮:১২।
[৪:৬] হিজ ২৪:৮।
[৪:৭] হিজ ২৯:১২।
[৪:১০] হিজ ৩২:৬।
[৪:১১] হিজ ২৯:১৪; শুমারী ১৯:৫।
[৪:১২] হিজ ২৯:১৪; ইব ১৩:১১।
[৪:১৪] শুমারী ১৫:২৪।
[৪:১৫] হিজ ৩:১৬; ১৯:৭; শুমারী ৮:১০; ২খান্দান ২৯:২৩।
[৪:১৭] শুমারী ১৯:৪, ১৮।
[৪:১৮] ২খান্দান ২৯:২২।
[৪:২০] হিজ ২৯:৩৬; ৩২:৩০; রোমীয় ৩:২৫; ইব ১০:১০-১২।
[৪:২১] ২খান্দান ২৯:২১।

৪:১ মূসাকে। আল্লাহ্‌ মূসাকে মনোনীত করেছিলেন মিসরের গোলামী থেকে ইসরাইল জাতিকে বের করে আনার জন্য (হিজ ৩-১৫), এবং তাঁর নিয়ম-কানুন গ্রহণ করার জন্য যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কোরবানীর নিয়ম প্রনালীও ছিল (হিজ ১৯-৪০, লেবীয় ১-৩)।

৪:২ যদি ভুলবশত গুনাহ্‌ করে, ... এমন কোন কাজ করে। একে গুনাহ্‌-কোরবানীও বলা হয়েছে। তবে এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিরুদ্ধে যদি কেউ অনিচ্ছাসত্বে বা ভুলক্রমে কিছু করে গুনাহ্‌ করে তাকে পাক-পবিত্র করা। এর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির এক এক রকম জিনিষ ও সমস্ত সমাজের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ ব্যবহার করা হতো।

৪:৩ অভিষিক্ত ইমাম যদি এমন গুনাহ্‌ করে। ইসরাইলের মহা-ইমাম ছিলেন অন্য সকল ইমামদের প্রধান, এবং জমায়েত-তাঁবুর ভেতরে মহাপবিত্র স্থানে একমাত্র তিনি যেতে পারতেন। হারুনকে ইসরাইলের প্রথম মহা-ইমাম রূপে অভিষিক্ত করা হয় (হিজ ২৯:৫-৭)। সেজন্য পরবর্তী মহা-ইমামেরা তাঁর বংশধর ছিলেন। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নিখুঁত পশু কোরবানী করতে হতো, কোন রকমের খুঁত থাকলে তা চলতো না। ষাড় বা গরু ছিল কোরবানীর জন্য মূল্যবান প্রাণী (৪:৪-১২ দেখুন)।

৪:৪ এই আয়াতে মূলত তিনিটি নিয়ম এখানে দেখা যায়: (১) একটি বদলী (ষাড় নিবেদন করা), (২) চিহ্নিতকরণ (ষাড়টির মাথায় হাত রাখা), এবং (৩) সেই বদলীর মৃত্যু (ষাড়টিকে জবেহ্‌ করা)।

৪:৫-৭ রক্ত ... সাত বার ... কোরবানগাহ্‌র শৃঙ্গে দেবে। ১:৫ বর্ণিত রক্ত বিষয়ক নোট দেখুন। কোরবানগাহ্‌ পবিত্র করার জন্য রক্ত ছিটিয়ে দেয়া হতো। রক্ত ছিটিয়ে দিতে হতো সাত বার, কারণ 'সাত' ছিল সম্পূর্ণতার সংখ্যা বা খাঁটি বুঝানোর সংখ্যা। শরীয়ত-সিন্দুক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন হিজরত ২৫:১০ আয়াতে দেয়া আছে। ধূপগাহ্‌টি ছিল জমায়েত-তাঁবুর পবিত্র স্থানে (হিজ ৩০:১-১০)।

৪:৮-১০ গুনাহ্‌-কোরবানীর। ৩:১ আয়াতের নোট ও ৩:৩-৫ ও দেখুন।

৪:১১-১২ ভস্ম ফেলে দেবার স্থানেই। ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১৩ সমস্ত মণ্ডলী যদি ভুলবশত গুনাহ্‌ করে। অল্প কিছু লোকের অপরাধ বা গুনাহের কারণে গোটা জাতিই অপরাধী– এমন ধারনাটা প্রথম দিকে ইসরাইলের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সমস্ত জাতির জন্যও কোরবানী হিসাবে ষাড় ব্যবহার করা হতো।

৪:১৫ মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গরা। তারা সমস্ত জাতিরই প্রতিনিধি ছিলেন (হিজ ৩:১৬, ১২:২১, ২৪:৯)। ১:৪ এর নোটও দেখুন।

২২ আর যদি কোন শাসনকর্তা গুনাহ্ করে,
অর্থাৎ ভুলবশত তার আল্লাহ্ মাবুদের হুকুমে
নিষেধ আছে এমন কোন কাজ করে দোষী হয়,
২৩ তবে তার কৃত সেই গুনাহ্র বিষয় যখন সে
জানবে তখন নিজের উপহারস্বরূপ একটি নিখুঁত
ছাগল আনবে। ২৪ পরে ঐ ছাগলের মাথায় হাত
রেখে পোড়ানো-কোরবানী জবেহ্ করার স্থানে
মাবুদের সম্মুখে তাকে জবেহ্ করবে; এটি হল
গুনাহ্-কোরবানী। ২৫ পরে ইমাম তার আঙ্গুল
দ্বারা সেই গুনাহ্-কোরবানীর কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে
কোরবানগাহ্র শিংগুলোর উপরে দেবে এবং তার
রক্ত কোরবানগাহ্র গোড়ায় ঢেলে দেবে। ২৬ আর
মঙ্গল-কোরবানীর চর্বির মত তার সমস্ত চর্বি নিয়ে
কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে; এভাবে
ইমাম তার গুনাহ্ মোচনের জন্য কাফ্ফারা দেবে,
তাতে তার গুনাহ্ মাফ করা হবে।
২৭ আর সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেউ
ভুলবশত মাবুদের হুকুমে নিষেধ আছে এমন
কোন কাজ দ্বারা গুনাহ্ করে দোষী হয়, ২৮ তবে
সে যখন তার কৃত গুনাহ্ জানবে তখন তার কৃত
সেই গুনাহ্র জন্য তার নিজের উপহারস্বরূপ
পালের মধ্য থেকে একটি নিখুঁত ছাগী আনবে।
২৯ পরে ঐ গুনাহ্-কোরবানীর জন্য আনা পশুটির
মাথায় হাত রেখে পোড়ানো-কোরবানী স্থানে
সেই গুনাহ্-কোরবানীর পশু জবেহ্ করবে।
৩০ পরে ইমাম আঙ্গুল দিয়ে তার কিঞ্চিৎ রক্ত
নিয়ে কোরবানগাহ্র শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে
দেবে এবং তার সমস্ত রক্ত কোরবানগাহ্র
গোড়ায় ঢেলে দেবে। ৩১ আর মঙ্গল-কোরবানী
থেকে নেওয়া চর্বির মত তার সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে
নেবে। পরে ইমাম মাবুদের উদ্দেশে খোশবুর
জন্য কোরবানগাহ্র উপরে তা পুড়িয়ে ফেলবে;
এভাবে ইমাম তার জন্য কাফ্ফারা দেবে, তাতে
তার গুনাহ্ মাফ করা হবে।
৩২ যদি সে গুনাহ্-কোরবানীর উপহার হিসেবে
ভেড়ার বাচ্চা আনে তবে একটি নিখুঁত ভেড়ীর
বাচ্চা আনবে। ৩৩ আর সেই গুনাহ্-কোরবানীর
জন্য আনা পশুটির মাথায় হাত রেখে পোড়ানো-

[৪:২২] শুমারী ৩১:১৩।
[৪:২৫] ইহি ৪৩:২০, ২২।
[৪:২৬] হিজ ৩২:৩০।
[৪:২৮] ইহি ৪০:৩৯; ৪৪:২৭।
[৪:২৯] পয়দা ৮:২০।
[৪:৩১] পয়দা ৮:২১।
[৪:৩২] হিজ ২৯:৩৮।
[৫:১] মেসাল ২৯:২৪; মথি ২৬:৬৩।
[৫:২] শুমারী ১৯:২২; আইউ ১৫:১৬; জবুর ৫১:৫; ইহি ৩৬:১৭; হগয় ২:১৩।
[৫:৩] শুমারী ৫:২; ৯:৬; ১৯:৭; ইহি ৪৪:২৫।
[৫:৪] শুমারী ৩০:৬, ৮; ইশা ৪১:২৩।
[৫:৫] শুমারী ৫:৭; ইউসা ৭:১৯; ১বাদশা ৮:৪৭; মেসাল ২৮:১৩।
[৫:৬] হিজ ৩২:৩০।
[৫:৭] পয়দা ১৫:৯; শুমারী ৬:১০।

কোরবানী জবেহ্ করার স্থানে সেই গুনাহ্-
কোরবানীর পশু জবেহ্ করবে। ৩৪ পরে ইমাম
আঙ্গুল দ্বারা সেই গুনাহ্-কোরবানীর কিঞ্চিৎ রক্ত
নিয়ে কোরবানগাহ্র শিংগুলোর উপরে দেবে ও
সমস্ত রক্ত কোরবানগাহ্র গোড়ায় ঢালবে।
৩৫ পরে মঙ্গল-কোরবানীর ভেড়ার বাচ্চার মতই
ইমাম এর সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে নেবে এবং
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত কোরবানীর রীতি
অনুসারে তা কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে
ফেলবে; এভাবে ইমাম তার কৃত গুনাহ্র
কাফ্ফারা দেবে; তাতে তার গুনাহ্ মাফ করা
হবে।
৫ ১ আর যদি কেউ এভাবে গুনাহ্ করে,
সাক্ষী হয়ে, শপথ করাবার কথা শুনলেও
যা দেখেছে কিংবা জানে তা সে প্রকাশ না করে
তবে সে নিজের অপরাধ বহন করবে। ২ কিংবা
যদি কেউ কোন নাপাক জিনিস স্পর্শ করে—
সেটা নাপাক জন্তুর মৃতদেহ হোক, কিংবা নাপাক
গোমেষাদির মৃতদেহ হোক, কিংবা নাপাক
সরীসৃপের মৃতদেহ হোক— সে তা না জানলেও
নাপাক হবে এবং সে দোষী হবে। ৩ কিংবা
মানুষের কোন নাপাকীতা, অর্থাৎ যা দ্বারা মানুষ
নাপাক হয়, এমন কিছু যদি কেউ স্পর্শ করে ও
তা জানতে না পারে তবে সে তা জানলে পর
দোষী হবে। ৪ আর কেউ অবিবেচনাপূর্বক যে
কোন বিষয়ে শপথ করুক না কেন, যদি কেউ
অবিবেচনাপূর্বক ভাল বা মন্দ কাজ করবো বলে
শপথ করে ও তা জানতে না পারে, তবে সে তা
জানলে পর সেই বিষয়ে দোষী হবে। ৫ আর
সেরকম কোন বিষয়ে দোষী হলে সে তার গুনাহ্
স্বীকার করবে। ৬ পরে সে গুনাহ্-কোরবানীর
জন্য পাল থেকে ভেড়ীর বাচ্চা কিংবা
বাচ্চা-ছাগী নিয়ে মাবুদের উদ্দেশে তার গুনাহ্র
জন্য উপযুক্ত দোষ-কোরবানী করবে; তাতে
ইমাম তার গুনাহ্ মাফের জন্য কাফ্ফারা দেবে।
৭ আর সে যদি ভেড়ীর বাচ্চা আনতে অসমর্থ
হয় তবে তার গুনাহ্র জন্য দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি
কবুতরের বাচ্চা, এই দোষ-কোরবানী মাবুদের

৪:২৩ নিখুঁত ছাগল। কম মূল্যের পশু কোরবানী করা হতো তাদের জন্য যারা সমাজে কম মূল্যবান বা অর্থনৈতিক ভাবে গরীব ছিল। এভাবে একজন মহা-ইমামের জন্য একটি ষাড় (৩) এবং পুরো সমাজের জন্য দেওয়া হত (১৪), কিন্তু একজন সাধারণ নেতার জন্য একটি ছাগল কোরবানী দেওয়া হত (২৮) অথবা কোন সাধারণ ইসরাইলের জন্য একটি ভেড়া (৩২) কোরবানী দেওয় হত। যদি বেশি গরীব হয়ে থাকত তবে তার জন্য একটি কবুতর বা পাখী (৫:৭) বা কিছু মিহি ময়দা উৎসর্গ করা হতো।

৪:২৬ মঙ্গল-কোরবানীদানের ...কাফ্ফারা দেবে। ক্ষমা লাভের জন্য করা ঐ কোরবানীর-অনুষ্ঠানটি আল্লাহ্র আশীর্বাদ লাভের জন্যই করা হতো (৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:২৭:৩২ সাধারণ লোকদের মধ্যে ... নিখুঁত ছাগী ... ভেড়ীর বাচ্চা। যারা ইমাম বা নেতা নয় তাদের গুনাহের জন্য একটা ছাগী বা একটা ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করতে হতো।

৪:৩২ নিখুঁত ভেড়ীর বাচ্চা আনবে। অর্থাৎ তার কোন খুঁত বা কোন বিকলাঙ্গতা থাকলে চলবে না (২২:২১-২৪)। ৪:৩ এর নোটও দেখুন।

৫:২ সেটা নাপাক জন্তুর শব হোক। মূসার নিয়ম অনুসারে কিছু কিছু প্রাণী ছিল নাপাক বা ধর্মীয় অর্থে অপবিত্র। তা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিলই, এমন কি তা যদি কেউ স্পর্শ করতো তাহলে সেই লোকও ধর্মীয় ভাবে নাপাক হয়ে যেত। ১১ অধ্যায়ে ঐ সব প্রাণীর নাম আছে।

৫:৫ গুনাহ্ স্বীকার করবে। এই কোরবানীর মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে যে গুনাহ্ করেছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হতো যেন তারা সেই গুনাহের মাফ পায় (মেসাল ২৮:১৩)।

৫:৭-১১ যদি ভেড়ীর বাচ্চা আনতে অসমর্থ হয় ... দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা। কোরবানী করা জিনিষের মূল্য ঠিক করা হতো যে লোক কোরবানী নিয়ে আসবে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে। গরীব মানুষ ছিল সমাজের

কাছে আনবে; তার একটি গুনাহ্‌র জন্য এবং
অন্যটি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য। [৮] সে
তাদেরকে ইমামের কাছে আনবে ও ইমাম প্রথমে
গুনাহ্-কোরবানী করে তার গলা মুচড়ো দেবে,
কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবে না। [৯] পরে গুনাহ্-কোরবানীর
কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র শরীরে ছিটাবে
এবং অবশিষ্ট রক্ত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় ঢেলে
দিতে হবে; এটি হল গুনাহ্-কোরবানী। [১০] পরে
সে নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয়টি পোড়ানো-কোরবানী
হিসেবে কোরবানী করবে; এভাবে ইমাম তার
কৃত গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা দেবে, তাতে তার
গুনাহ্ মাফ করা হবে।
[১১] আর সে যদি দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি
কবুতরের বাচ্চা আনতেও অসমর্থ হয় তবে তার
কৃত গুনাহ্‌র জন্য তার উপহার হিসেবে ঐফার
দশ ভাগের এক ভাগ সুজি গুনাহ্-কোরবানী
হিসেবে আনবে; তার উপরে তেল দেবে না ও
কুন্দুরু রাখবে না, কেননা তা গুনাহ্-কোরবানী।
[১২] পরে সে তা ইমামের কাছে আনলে ইমাম তার
স্মরণ চিহ্নরূপে তা থেকে এক মুষ্টি নিয়ে মাবুদের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত কোরবানীর রীতি অনুসারে
কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে; এ হল
গুনাহ্-কোরবানী। [১৩] এভাবে ইমাম সে যে সমস্ত
গুনাহ্ করেছে তার সেই সমস্ত গুনাহ্‌র জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে, তাতে তার গুনাহ্ মাফ করা
হবে এবং অবশিষ্ট দ্রব্য শস্য-উৎসর্গের মতই
ইমামের হবে।

দোষ-কোরবানী

[১৪] পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, [১৫] যদি কেউ
মাবুদের পবিত্র বস্তুর বিষয়ে ভুলবশত সত্য লঙ্ঘন
করে গুনাহ্ করে তবে সে মাবুদের কাছে দোষ-
কোরবানী আনবে, পবিত্র স্থানের শেকলের মাপ
অনুসারে তোমার নিরূপিত পরিমাণে রূপা দিয়ে
পাল থেকে একটি নিখুঁত ভেড়া এনে দোষ-

[৫:৯] হিজ ২৪:৬।
[৫:১০] ১খান্দান ১৫:১৩।
[৫:১১] পয়দা ১৫:৯।
[৫:১১] হিজ ১৬:৩৬।
[৫:১৩] হিজ ৩২:৩০।
[৫:১৫] হিজ ২৯:৩; শুমারী ৫:৮; ৬:১৪; ১৫:৬; ২৮:১১।
[৫:১৬] শুমারী ৫:৭।
[৫:১৯] ২বাদশা ১২:১৬।
[৬:২] শুমারী ৫:৬; জবুর ৭৩:২৭; প্রেরিত ৫:৪; কল ৩:৯।
[৬:৩] হিজ ২২:১১; হিজ ২৩:৪।
[৬:৪] ইহি ৩৩:১৫; লূক ১৯:৮।
[৬:৫] শুমারী ৫:৭।

কোরবানী উপস্থিত করবে। [১৬] আর সে পবিত্র
বস্তুর বিষয়ে যে গুনাহ্ করেছে তার পরিশোধ
করবে, এছাড়া, পাঁচ অংশের এক অংশও দেবে
এবং ইমামের কাছে তা আনবে। পরে ইমাম
সেই দোষের জন্য ভেড়া কোরবানী দ্বারা তার
জন্য কাফ্‌ফারা দেবে, তাতে তার গুনাহ্ মাফ
করা হবে।
[১৭] আর যদি কেউ মাবুদের হুকুম অনুসারে
নিষিদ্ধ এমন কোন কাজ করে গুনাহ্ করে তবে
সে তা না জানলেও দোষী, সে নিজের অপরাধ
বহন করবে। [১৮] সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়ে
পাল থেকে একটি নিখুঁত ভেড়া এনে দোষ-
কোরবানী হিসেবে ইমামের কাছে উপস্থিত
করবে এবং সে ভুলবশত অজ্ঞাতসারে যে দোষ
করেছে ইমাম তার জন্য কাফ্‌ফারা দেবে, তাতে
তার গুনাহ্ মাফ করা হবে। [১৯] এটি হচ্ছে দোষ-
কোরবানী, সে অবশ্য মাবুদের কাছে দোষী।
৬ [১] আর মাবুদ মূসাকে বললেন, [২] কেউ যদি
গুনাহ্ করে মাবুদের বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন
করে, যদি গচ্ছিত অথবা বন্ধক হিসেবে দেওয়া
কিংবা অপহৃত বস্তুর বিষয়ে স্বজাতির কোন
লোকের কাছে মিথ্যা কথা বলে, [৩] কিংবা
স্বজাতির কোন লোকের প্রতি অন্যায় করে,
কিংবা হারানো জিনিস পেয়ে সেই বিষয়ে মিথ্যা
কথা বলে ও মিথ্যা কসম খেয়ে, এর যে কোন
কাজ দ্বারা কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ে গুনাহ্ করে,
[৪] যদি সে এরকম গুনাহ্ করে দোষী হয়ে থাকে
তবে সে যা সবলে হরণ করেছে, অথবা অন্যায়
দ্বারা পেয়েছে, কিংবা যে গচ্ছিত বস্তু তার কাছ
রাখা হয়েছে, কিংবা সে যে হারানো বস্তু পেয়ে
রেখেছে, [৫] কিংবা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা
কসম খেয়েছে, সেই বস্তু সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেবে
এবং তার পাঁচ অংশের এক অংশ বেশি ফিরিয়ে
দেবে; তার দোষ প্রকাশের দিনে সে দ্রব্যের

নিচুতলায় তাই তারা বেশি দাম দিয়ে কোরবানী বা উৎসর্গের জিনিষ কিনতে পারত না। এমন কি দু'তিন কেজি মিহি ময়দাও তাদের পক্ষে হয়তো বেশি হয়ে যেত। তাদের জন্য ঘুঘু বা কবুতর পাখি দেবার কথা বলা হয়েছে। তারা তা ইমামের কাছে এনে দিলে তার একটা দিয়ে প্রথমে গুনাহ্-কোরবানীর অনুষ্ঠান করতেন (৫:৮) এবং তার পরে অন্যটা দিয়ে পোড়ানো-কোরবানীর অনুষ্ঠান করতেন (৫:১০)।

৫:১৩ অবশিষ্ট দ্রব্য। ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১৪-১৫ ভুলবশত সত্য লঙ্ঘন করে গুনাহ্ করে ... শেকলের মাপ অনুসারে ... নিখুঁত ভেড়া। এর দ্বারা জমায়েত-তাঁবুর ভেতরের বা আশে-পাশের যে কোন জিনিষ অনিচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেলা কিংবা তা সঠিকভাবে ব্যবহার না করা বুঝায়। ঐ রকম ভুল কেউ করলে তাকে একটা ভেড়া, নাহলে একটা ভেড়ার দাম তাকে দিতে হতো। সেকালে ইসরাইল সমাজে কোন মুদ্রা বা কাগজের নোট প্রচলিত ছিল না বলে শেখেল নামে রূপার টুকরা মুদ্রারূপে ব্যবহার করা হতো। এ শেখেল ছিল এক আউন্সের পাঁচভাগের একভাগ ওজনের।

৫:১৫ দোষ-কোরবানী। লেবীয় কিতাবে এই কোরবানীর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, লেবীয় ৫:১৪-৩১; ৬:১-৭; শুমারী ৫:৫ -৮। যখন মানুষ কোন গুনাহ্ বা দোষ করে সেই দোষে দোষী হয় তখন এই কোরবানীর নিয়ম অনুসারে সেই দোষ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই কোরবানী দেওয়া হয়।

৫:১৬ যে গুনাহ্ করেছে তার পরিশোধ করবে। এই ধরনের কোরবানী বা উৎসর্গ ছিল ক্ষমা লাভ করার কোরবানীর মত। তবে এখানে অপরাধীকে ক্ষতিপূরণও দিতে হতো। ঐ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল নষ্ট বা ক্ষতি করা জিনিষের দাম ও সেই সাথে আরো তার শতকরা বিশ ভাগ অর্থ। ক্ষমা লাভের জন্য কোরবানী করার দরকার হতো তখন যখন অপরাধী নষ্ট বা ক্ষতি করা জিনিষের জন্য সে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে পারত না। অন্যায় ঢাকা দেবার জন্য যে কোরবানী তাকে করতে হতো তাকে বলা হতো "দোষ-কোরবানী"। ঐ অন্যায়কারী দোষী হতো এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অন্যায়টি করে থাকলেও তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।

৬:১-৭ অপহৃত বস্তুর বিষয়ে ... অন্যায় করে ... কাফ্‌ফারা দেবে। ৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। জুলুমকারীকে সেই সম্পত্তি বা জিনিষ ফেরৎ দিতে হতো এবং তার দামের শতকরা বিশভাগ অর্থের সঙ্গে একটা ভেড়াও কোরবানীর জন্য দিতে হতো। শুমারী ৫:৫-৮ ও দেখুন।

৬:৩ হারানো জিনিস। দেখুন দ্বি:বি: ২২:১-৩।

মালিককে তা দেবে। ৬ সে মাবুদের কাছে নিজের
দোষ-কোরবানী উপস্থিত করবে, ফলত তোমার
নির্ধারিত মূল্য দিয়ে পাল থেকে একটি নিখুঁত
ভেড়া দোষ-কোরবানী হিসেবে ইমামের কাছে
আনবে। ৭ পরে ইমাম মাবুদের সম্মুখে তার জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে; তাতে যে কোন কাজ দ্বারা সে
দোষী হয়েছে, তার মাফ পাবে।

পোড়ানো-কোরবানীর নিয়ম

৮ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৯ তুমি হারুন ও
তার পুত্রদেরকে এই হুকুম দাও যে, পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য এ হল ব্যবস্থা; পোড়ানো-
কোরবানী প্রভাত পর্যন্ত সমস্ত রাত কোরবানগাহ্‌র
আগুনের উপরে থাকবে এবং কোরবানগাহ্‌র
আগুন জ্বলতে থাকবে। ১০ আর ইমাম নিজের
পরিধেয় মসীনার পোশাক পরবে ও মসীনার
কাপড়ের জাঙ্গিয়া পরবে এবং কোরবানগাহ্‌র
উপরে অগ্নিকৃত পোড়ানো-কোরবানীর যে ভস্ম
আছে তা তুলে কোরবানগাহ্‌র পাশে রাখবে।
১১ পরে সে নিজের পোশাক ত্যাগ করে অন্য
পোশাক পরে শিবিরের বাইরে কোন পাক-পবিত্র
স্থানে ভস্ম নিয়ে যাবে। ১২ আর কোরবানগাহ্‌র
উপরিস্থ আগুন জ্বলতে থাকবে, নিভিয়ে ফেলা
হবে না; ইমাম প্রতিদিন খুব ভোরে তার উপরে
কাঠ জ্বালাবে এবং তার উপরে পোড়ানো-
কোরবানী সাজিয়ে দেবে ও মঙ্গল-কোরবানীর
চর্বি তাতে পুড়িয়ে ফেলবে। ১৩ কোরবানগাহ্‌র
উপরে আগুন সব সময় জ্বালিয়ে রাখতে হবে; তা
নিভিয়ে ফেলা যাবে না।
১৪ আর শস্য-উৎসর্গের এই ব্যবস্থা; হারুনের
পুত্ররা কোরবানগাহ্‌র কাছে মাবুদের সম্মুখে তা
আনবে। ১৫ পরে ইমাম তা থেকে এক মুষ্টি পূর্ণ
করে, কোরবানীর কিঞ্চিৎ সুজি ও কিঞ্চিৎ তেল
এবং কোরবানীর উপরিস্থ সমস্ত কুন্দুরু নিয়ে তার
স্মরণ করার অংশ হিসেবে মাবুদের উদ্দেশে
খোশবুর জন্য কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে
ফেলবে। ১৬ আর হারুন ও তার পুত্ররা তার
অবশিষ্ট অংশ ভোজন করবে; বিনা খামিতে
কোন পবিত্র স্থানে তা ভোজন করতে হবে; তারা
জমায়েত-তাঁবুর প্রাঙ্গণে তা ভোজন করবে।
১৭ খামির সঙ্গে তা পাক-করা হবে না। আমি
আমার অগ্নিকৃত উপহার থেকে তাদের প্রাপ্য
অংশ বলে তা দিলাম; গুনাহ্‌-কোরবানীর ও
দোষ-কোরবানীর মত তা অতি পবিত্র।
১৮ হারুনের সন্তানদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তা
ভোজন করবে। মাবুদের অগ্নিকৃত উপহার থেকে
তা পুরুষানুক্রমে চিরকাল তোমাদের অধিকার;
যে কেউ তা স্পর্শ করবে, তার পবিত্র হওয়া
চাই।
১৯ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন,
২০ অভিষেকের দিনে হারুন ও তার পুত্ররা
মাবুদের উদ্দেশে এই উপহার কোরবানী করবে,
নিয়মিত শস্য-উৎসর্গের জন্য ঐফার দশ ভাগের
এক ভাগ মিহি সুজি, সকালবেলা অর্ধেক ও
সন্ধ্যাবেলা অর্ধেক। ২১ তারা ভাজবার পাত্রে
তেল দিয়ে তা ভাজবে। সেগুলো তৈলসিক্ত হলে
তুমি তা এনে টুকরা টুকরা করে শস্য-উৎসর্গ
হিসেবে মাবুদের উদ্দেশে খোশবুর জন্য উৎসর্গ
করবে। ২২ পরে হারুনের পুত্রদের মধ্যে যে তার
পদে অভিষিক্ত ইমাম হবে, সে তা কোরবানী
করবে। চিরস্থায়ী নিয়ম অনুসারে তা মাবুদের
উদ্দেশে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দিতে হবে। ২৩ আর
ইমামের প্রত্যেক শস্য-উৎসর্গ সম্পূর্ণভাবে
পুড়িয়ে দিতে হবে; তার কিছু খাওয়া চলবে না।
২৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৫ তুমি
হারুন ও তার পুত্রদেরকে বল, গুনাহ্‌-
কোরবানীর এই ব্যবস্থা; যে স্থানে পোড়ানো-

[৬:৬] শুমারী ৫:৮।
[৬:৭] হিজ ৩২:৩০।
[৬:১০] হিজ ২৮:৩৯-৪২, ৪৩; ৩৯:২৮; হিজ ৩৯:২৭।
[৬:১২] হিজ ২৯:১৩।
[৬:১৪] শুমারী ৬:১৫; ১৫:৪; ২৮:১৩।
[৬:১৬] শুমারী ১৮:১০; ইহি ৪৪:২৯;
[৬:১৭] হিজ ৪০:১০; শুমারী ১৮:৯, ১০।
[৬:১৮] শুমারী ১৮:৯-১০।
[৬:২০] হিজ ২৯:২; শুমারী ৪:১৬।
[৬:২২] হিজ ২৮:৪১; ২৯:৩০।
[৬:২৫] হিজ ২৯:১১।

৬:৬ মাবুদের কাছে ... ইমামের কাছে আনবে। কোরবানী মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে আসতে হতো আর ইমামগণ ছিলেন তাঁর বৈধ প্রতিনিধি যারা সেই কোরবানী গ্রহণ করতেন।

৬:৮-৯ হারুন ও তার পুত্রদেরকে। ১:৫ দেখুন।

৬:৮-৯ পোড়ানো-কোরবানী ... অগ্নিকুণ্ডের উপরে থাকবে। প্রাচীন কালে ইহুদীদের নিয়ম অনুসারে দিন আরম্ভ হতো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, তাই ইমাম আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানীর মাংস ব্রোঞ্জের কোরবানগাহে সূর্যাস্তের পরে পোড়ানোর জন্য রেখে দিত যেন তা সারা রাত ধরে পুড়তে থাকে।

৬:১০-১১ মসীনার পোশাক পরবে ... পাক-পবিত্র স্থানে ভস্ম নিয়ে যাবে। ৮:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন। ইমাম ও মহা-ইমামের পোশাকের বিষয়ে হিজরত ২৮ ও তার নোট দেখুন। মসীনা (৬:১০) তৈরি হতো শন বা তিশির আঁশ থেকে। ছাইয়ের বিষয়ে আরোও জানার জন্য ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১২ মঙ্গল-কোরবানীর। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১৩ কোরবানগাহ্‌র উপরে আগুন সব সময় জ্বালিয়ে রাখতে হবে। হারুন সর্বপ্রথম কোরবানী পুড়িয়ে ছিলেন মাবুদের দ্বারা পাঠানো আগুন দ্বারা (৯:২৪)। কোরবানগাহের আগুন সব সময়ই জ্বলতেই থাকবে যেন হারুনের সেই প্রথম কোরবানী যে অলৌকিক আগুনে পুড়ছিল সেই আগুনের সঙ্গে পরবর্তী সকল কোরবানী পোড়ানোর আগুনের একটা যোগাযোগ চলতে থাকে।

৬:১৪-১৫ শস্য-উৎসর্গের ... কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১৬-১৭ খামির সঙ্গে তা পাক-করা হবে না ... তা অতি পবিত্র। ২:৪-৫ ও ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২০ অভিষেকের দিনে। যারা অভিষিক্ত হতেন তারা ছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত ও পৃথক করে রাখা অথবা মাবুদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাদের মাথায় জলপাইয়ের তেল ঢেলে দেয়া হতো এটা বুঝানোর জন্য যে, তারা মনোনীত ব্যক্তি (হিজ ২৮:৪১, ২৯:৭)। মাথায় তেল ঢেলে দেয়ার অনুষ্ঠানকে “অভিষেক” করা বলা হতো। ইসরাইলের ইমামদের অভিষেকের বিষয়ে হিজরত ২৯:১-৩৭ ও লেবীয় ৮:১-২৬ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সকালবেলা অর্ধেক ও সন্ধ্যাবেলা অর্ধেক। অভিষেকের কোরবানীর মধ্যে এক কেজি আটশ গ্রাম মিহি ময়দা দিতে হতো সকাল ও সন্ধ্যা বেলার কোরবানীর সময়। ৬:৮-৯ আয়াতের নোট ও ২:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন। ঐ কোরবানীর সম্পূর্ণটাই পুড়িয়ে ফেলা হতো, কিছুই খাওয়া হতো না।

৬:২৫-২৬ গুনাহ্‌-কোরবানী ... কোন পবিত্র স্থানে তা খেতে

BACIB International Bible CHURCH

কোরবানী করা হয়, সেই স্থানে মাবুদের সম্মুখে
গুনাহ্-কোরবানীও করা হবে; তা অতি পবিত্র।
২৬ যে ইমাম গুনাহ্-কোরবানী হিসেবে তা
কোরবানী করে সে তা ভোজন করবে; জমায়েত-
তাঁবুর প্রাঙ্গণে কোন পবিত্র স্থানে তা খেতে হবে।
২৭ যে কেউ তার গোশ্‌ত স্পর্শ করে, তার পাক-
সাফ হওয়া চাই এবং তার রক্তের ছিটা যদি কোন
কাপড়ে লাগে তবে তুমি সেই পোশাক পবিত্র
স্থানে ধুয়ে নেবে। ২৮ আর যে মাটির পাত্রে তা
পাক-করা হয় তা ভেঙে ফেলতে হবে; যদি
ব্রোঞ্জের পাত্রে তা পাক-করা হয় তবে তা
পানিতে মেজে পরিষ্কার করতে হবে।
২৯ ইমামদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তা ভোজন
করতে পারবে; তা অতি পবিত্র। ৩০ কিন্তু পবিত্র
স্থানে কাফ্‌ফারা করতে যে কোন গুনাহ্-
কোরবানীর রক্ত জমায়েত-তাঁবুর ভিতরে আনতে
হবে, তা ভোজন করা চলবে না, আগুনে পুড়িয়ে
দিতে হবে।

৭ ১ আর দোষ-কোরবানীর এই ব্যবস্থা; তা
অতি পবিত্র। ২ যে স্থানে লোকেরা
পোড়ানো-কোরবানী জবেহ্ করে সেই স্থানে
দোষ-কোরবানী জবেহ্ করবে এবং ইমাম
কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে তার রক্ত ছিটিয়ে
দেবে। ৩ আর কোরবানীর সমস্ত চর্বি কোরবানী
করবে, লেজ ও পাকস্থলীর উপরিস্থ চর্বি, ৪ এবং
দু'টি বৃক্ক ও তার উপরিভাগের চর্বি ও দু'টি বৃক্কে
র সঙ্গে কলিজার উপরিভাগের অংশগুলো ছাড়িয়ে
নেবে। ৫ আর ইমাম মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
কোরবানীর জন্য কোরবানগাহ্‌র উপরে এসব
পুড়িয়ে ফেলবে; এটি দোষ-কোরবানী।
৬ ইমামদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তা ভোজন
করবে, কোন পবিত্র স্থানে তা ভোজন করতে
হবে; তা অতি পবিত্র।
৭ গুনাহ্-কোরবানী যেরকম, দোষ-কোর-
বানীও সেরকম; উভয়েরই এক ব্যবস্থা; যে
ইমাম তা দ্বারা কাফ্‌ফারা করে তা তারই হবে।
৮ আর যে ইমাম যে কোন ব্যক্তির জন্য
পোড়ানো-কোরবানীর পশু কোরবানী করে সেই
ইমাম সেই পশুর চামড়াটি পাবে। ৯ এবং তন্দুরে
কিংবা কড়াইতে কিংবা ভাজবার পাত্রে পাক-করা
যত শস্য-উৎসর্গ, সেসব উৎসর্গকারী ইমামের
হবে। ১০ তেল মিশানো কিংবা শুকনো সমস্ত
শস্য-উৎসর্গ সমানভাবে হারুনের সকল পুত্রের
হবে।

মঙ্গল-কোরবানীর নিয়ম

১১ আর মাবুদের উদ্দেশে কোরবানীর জন্য
আনা মঙ্গল-কোরবানীর এই ব্যবস্থা। ১২ কেউ
যদি শুকরিয়া-কোরবানী আনে তবে সে শুকরিয়া-
কোরবানীর সঙ্গে তেল মিশানো খামিহীন রুটি,
তৈলাক্ত খামিহীন চাপাটি, তৈলসিক্ত মিহি সুজি
ও তৈলাক্ত পিঠা নিবেদন করবে। ১৩ সে মঙ্গলের
নিমিত্ত শুকরিয়া-কোরবানী সঙ্গে খামিযুক্ত রুটি
নিয়ে উপহার দেবে। ১৪ আর সে তা থেকে,
অর্থাৎ প্রত্যেক উপহার থেকে, এক একখানি

[৬:২৭] হিজ ২৯:৩৭; ইহি ৪৪:১৯; ৪৬:২০; হগয় ২:১২।
[৬:২৮] শুমারী ১৯:১৫।
[৬:২৯] ইহি ৪২:১৩।
[৬:৩০] ইহি ৪৫:১৫।
[৭:১] ইহি ৪০:৩৯।
[৭:৩] হিজ ২৯:১৩।
[৭:৫] হিজ ২৯:১৩।
[৭:৬] ইহি ৪২:১৩।
[৭:৭] হিজ ৩০:১০; ২বাদশা ১২:১৬; ১করি ৯:১৩; ১০:১৮।
[৭:১২] জবুর ৫০:১৪; ৫৪:৬; ১০৭:২২; ১১৬:১৭; ইয়ার ৩৩:১১।
[৭:১৩] হিজ ৩৪:২২; আমোস ৪:৫।

হবে। ৪:২ আয়াতের নোট দেখুন। গুনাহের ক্ষমা লাভের কোরবানীর কিছু কিছু অংশ ছিল “পবিত্র” এবং যে ইমাম সেই কোরবানীর অনুষ্ঠান করতেন তাকে খেতে হতো (৬:২৬,২৯)। কিন্তু গুনাহের জন্য যে কোরবানী করতে হতো ও যাতে রক্তের প্রয়োজন হতো তাকে জমায়েত-তাঁবুর (৪:১-২১) ভেতরে আনা হতো। তা খাওয়া হতো না, কিন্তু ব্রোঞ্জের কোরবানগাহের উপরে তা সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলতে হতো (৬:৩০)।

৬:২৭-২৮ স্পর্শ করে ... যে মাটির পাত্রে তা পাক-করা হয়। কোরবানীর মাংস পবিত্র ছিল এবং যে গুনাহের ও অপবিত্রতার জন্য কোরবানী করা হতো তা নিয়ে নিত। যদি কোন লোক বা কোন জিনিষ সেই কোরবানী স্পর্শ করতো তাহলে সেই লোক বা জিনিষ তার মধ্যে যে অপবিত্রতা চলে গেছে তার দ্বারাই অপবিত্র হয়ে যেত। ইমামকে সেই কোরবানীর রক্ত ও রস তার পোশাক থেকে পরিষ্কার করতে হতো। যে মাটির পাত্রে ঐ কোরবানীর মাংস রাখা হতো তা ভেঙ্গে ফেলা হতো কারণ মাটির পাত্র শুষে নেয় বলে তা অপবিত্র থাকত। ব্রোঞ্জের পাত্রাদি যেহেতু রস শুষে নেয় না তাই ইমামের পোশাকের মত ধুয়ে ফেললেই চলতো।

৭:১ দোষ-কোরবানীর এই ব্যবস্থা। ৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। যে পশুটিকে কোরবানী করা হতো সেটাকে জমায়েত-তাঁবুর দরজার পাশে জবেহ্ করা হতো। এই কোরবানী ছিল খুব পবিত্র (২:৩ ও ৬:১৬-১৭ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ইমামকে তা জমায়েত-তাঁবুর ভেতরের “পবিত্র উঠানে” বসে খেতে হতো (৬:১৬-১৭)।

৭:২ দোষ-কোরবানী। দেখুন ৫:১৪-৬:৭ এবং নোট। এই কোরবানী শরীয়ত-তাঁবুর সামনে পোড়ানো কোরবানীর উত্তর দিকের অংশে দেওয়া হত।

৭:৭ যে ইমাম তা দ্বারা কাফ্‌ফারা করে তা তারই হবে। কোরবানীর কোন কোন অংশ যে ইমাম কোরবানীর অনুষ্ঠান করতেন তাকে খেতে হতো। এই কোরবানীর মধ্যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক রাখার কোরবানী, পাপ ক্ষমার কোরবানী ও আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাবার জন্য শস্য-উৎসর্গ থাকত। মাবুদকে খুশী করার জন্য পশুর চামড়া ছাড়া সমস্তই পুড়িয়ে দেয়া হতো (১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ইমাম চামড়াটা নিতেন। শস্য-উৎসর্গের শস্য ইমামদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো।

৭:১১ মাবুদের উদ্দেশে কোরবানীর জন্য আনা মঙ্গল-কোরবানীর এই ব্যবস্থা। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। তিন প্রকারের মঙ্গল-কোরবানীর নিয়ম দেওয়া আছে। এই প্রথমটি হচ্ছে চার রকমের রুটি দিয়ে শুকরিয়া জানানোর নিয়ম (২:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

লক্ষণীয় বিষয় যে, এখানে (৭:১৩) কিছু খামি দেয়া রুটির কথা বলা হয়েছে। যেদিন কোরবানী করা হবে সেই দিনই খাবার (রুটি ও মাংস) খেয়ে খেলতে হবে। যে মঙ্গল-কোরবানী আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিজ্ঞা করা অথবা আল্লাহ্‌কে কোন উপহার দেয়ার বিষয় থাকে সেই কোরবানীর মাংস কোরবানীর পরদিন খাওয়া যেত। তবে ঐ দ্বিতীয় দিনের পরেও যদি কিছু অংশ বাকী থাকত তাহলে তা নষ্ট করে ফেলতে হতো (৭:১৬)।

৭:১২-১৫ শুকরিয়া-কোরবানী। আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাবার জন্য এই কোরবানী দেওয়া হত, বিশেষ করে অসুস্থতা থেকে (জবুর ১১৬:১৭), বিপদ থেকে (জবুর ১০৭:২২) বা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য (জবুর ৫৬:১২) বা কোন বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করার জন্য।

৭:১৩ খামিযুক্ত রুটি নিয়ে। এই নিয়মটি ২:১১ বা হিজরত

BACIB International Bible CHURCH

পিঠা নিয়ে উত্তোলনীয় উপহার হিসেবে মাবুদের
উদ্দেশে নিবেদন করবে; যে ইমাম মঙ্গল-
কোরবানীর রক্ত ছিটিয়ে দেবে সে তা পাবে।
১৫ আর মঙ্গলের নিমিত্ত আনা শুকরিয়া-
কোরবানীর গোশ্‌ত কোরবানীর দিনেই ভোজন
করতে হবে; তার কিছুই সকাল পর্যন্ত রাখা যাবে
না। ১৬ কিন্তু তার কোরবানী যদি মানত অথবা
স্বেচ্ছাকৃত উপহার হয় তবে কোরবানীর দিনে তা
ভোজন করতে হবে এবং পরদিনেও তার অবশিষ্ট
অংশ ভোজন করা যাবে। ১৭ কিন্তু তৃতীয় দিনে
কোরবানীর অবশিষ্ট গোশ্‌ত আগুনে পুড়িয়ে দিতে
হবে। ১৮ যদি তৃতীয় দিনে তার মঙ্গল-কোরবানীর
কিঞ্চিৎ গোশ্‌তও ভোজন করা হয় তবে সেই
কোরবানীকে কবুল করা হবে না এবং সেই
কোরবানীদাতার পক্ষে তা গণ্য হবে না, তা ঘৃণার
বস্তু হবে এবং যে জন তা ভোজন করে সে
অপরাধী বলে গণ্য হবে।
১৯ আর যে গোশ্‌তে কোন নাপাক বস্তুর স্পর্শ
লাগে তা ভোজন করা যাবে না, আগুনে পুড়িয়ে
দিতে হবে। অন্য গোশ্‌ত প্রত্যেক পাক-পবিত্র
লোকের খাদ্য। ২০ কিন্তু যে কেউ নাপাক অবস্থায়
মাবুদের উদ্দেশে নিবেদিত মঙ্গল-কোরবানীর
গোশ্‌ত ভোজন করে সে নিজের লোকদের মধ্য
থেকে উচ্ছিন্ন হবে। ২১ আর যদি কেউ কোন
নাপাক বস্তু, অর্থাৎ মানুষের নাপাক বস্তু কিংবা
নাপাক পশু কিংবা কোন নাপাক ঘৃণার বস্তু স্পর্শ
করে মাবুদ সম্বন্ধীয় মঙ্গল-কোরবানীর গোশ্‌ত
ভোজন করে তবে সেই ব্যক্তি নিজের লোকদের
মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।
২২ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৩ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, তোমরা গরুর কিংবা ভেড়ার
কিংবা ছাগলের চর্বি ভোজন করো না। ২৪ মৃত
কিংবা কোন পশুর আঘাতে নিহত কোন পশুর
চর্বি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করবে; কিন্তু কোন

[৭:১৫] হিজ ১২:১০।
[৭:১৬] হিজ ৩৫:২৯; শুমারী ১৫:৩; ২৯:৩৯; দ্বি:বি ১২:৬; জবুর ৫৪:৬; ইহি ৪৬:১২।
[৭:১৭] হিজ ১২:১০;
[৭:১৮] ২খান্দান ৩৩:১৬।
[৭:২০] পয়দা ১৭:১৪।
[৭:২৩] দ্বি:বি ১৪:৪।
[৭:২৪] হিজ ২২:৩১।
[৭:২৬] পয়দা ৯:৪।
[৭:২৭] পয়দা ৯:৪।
[৭:৩০] হিজ ২৯:২৪।
[৭:৩১] হিজ ২৯:১৩।
[৭:৩২] হিজ ২৯:২৭; শুমারী ৫:৯; ৬:২০; ১৮:১৮।
[৭:৩৪] হিজ ২৯:২২; শুমারী ৬:২০; ১শামু ৯:২৪।

মতে তা ভোজন করবে না; ২৫ কেননা
তোমাদের মধ্যে যে কেউ মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত কোরবানীর পশুর চর্বি ভোজন করে
সেই ভোক্তা নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন
হবে। ২৬ আর তোমাদের কোন বাসস্থানে
তোমরা কোন পশুর কিংবা পাখির রক্ত পান
করো না। ২৭ যে কেউ কোন প্রকারের রক্ত পান
করে সেই লোক নিজের লোকদের মধ্য থেকে
উচ্ছিন্ন হবে।
২৮ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৯ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, যে ব্যক্তি মাবুদের উদ্দেশে
মঙ্গল-কোরবানী করে, সেই ব্যক্তি নিজের মঙ্গল-
কোরবানী থেকে মাবুদের উদ্দেশে নিজের
উপহার আনবে। ৩০ ফলত মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার অর্থাৎ বুকের গোশ্‌তের সঙ্গে
চর্বি নিজের হাতে আনবে; তাতে সেই বুকের
গোশ্‌ত দোলনীয় উপহার হিসেবে মাবুদের
সম্মুখে দোলায়িত হবে। ৩১ আর ইমাম
কোরবানগাহ্‌র উপরে সেই চর্বি পুড়িয়ে ফেলবে,
কিন্তু বুকের গোশ্‌তটি হারুন ও তার পুত্রদের
হবে। ৩২ আর তোমরা নিজ নিজ মঙ্গল-
কোরবানীর পশুর ডান উরু উত্তোলনীয় উপহার
হিসেবে ইমামকে দেবে। ৩৩ হারুনের পুত্রদের
মধ্যে যে কেউ মঙ্গল-কোরবানীর পশুর রক্ত ও
চর্বি কোরবানী করে সে তার অংশরূপে তার ডান
উরু পাবে। ৩৪ কেননা বনি-ইসরাইল থেকে
আমি মঙ্গল-কোরবানীর দোলনীয় উপহার
হিসেবে বক্ষ ও উত্তোলনীয় উপহার হিসেবে উরু
নিয়ে বনি-ইসরাইলদের দেয় বলে চিরস্থায়ী
অধিকার হিসেবে তা হারুন ইমাম ও তার
পুত্রদেরকে দিলাম।
৩৫ যে দিনে তারা মাবুদের ইমামের কাজ
করতে নিযুক্ত হয় সেদিন থেকে মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার হতে এটিই হারুনের ও তার

২৩:১৮ আয়াতে বিরুদ্ধে নয় কারণ এই উৎসর্গটিকে কোরবানগাহে পোড়ানো হত না।

৭:১৫-১৮ দেখুন ১৯:৫-৮। সমস্ত গোশ্‌তই তাড়াড়াড়ি খেয়ে ফেলতে হতো। শুকরিয়া কোরবানীর ক্ষেত্রে একই দিনে এবং কোন প্রতিজ্ঞার বা স্বেচ্ছাদত্ত কোরবানীর ক্ষেত্রে দুই দিনের মধ্যে গোশ্‌ত খেয়ে ফেলতে হতো। কেনান দেশে হয়তো এর একটি কারণ ছিল আর তা হল সেই দেশে তাড়াতাড়ি গোশ্‌ত নষ্ট হয়ে যেত ও উৎসবের জন্য তা নাপাক হয়ে যেত (১৮) কারণ তখন তা আর নি খাঁটি থাকত না (১:৩; দেখুন ২১:১৬-২৩)। ঈদুল ফেসাখেও এই বিধি-নিষেধ চালু ছিল (হিজ ১২:১০)।

৭:১৬ মানত। দেখুন ২২:১৮-২৩। মানত হল স্বেচ্ছায় করা একটি প্রতিজ্ঞা আল্লাহ্‌কে কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা। সাধারণত কোন বিপদ থেকে মুক্তি বা কোন আশীর্বাদ লাভের ক্ষেত্রে তা করা হয়ে থাকে। এই রকম মানতের মধ্যে প্রায়ই মুনাজাতে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ বা শুকরিয়া জানানো হয়ে থাকে (দেখুন জবুর ৭:১৭)।

৭:১৯ নাপাক বস্তুর স্পর্শ লাগে। ৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:২০ সে নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে। আল্লাহ্‌র বিচার দ্বারা নিয়মের লোকদের মধ্য থেকে দূর করে দেওয়া (পয়দা ১৭:১৪), বা এই সমস্ত আয়াতেও দেখুন ২১, ২৫, ২৭; ১৭:৪, ৯-১০, ১৪; ১৮:২৯; ১৯:৮; ২০:৩, ৫-৬, ১৭-১৮; ২৩:২৯; বা শাস্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মুছে ফেলা (দেখুন ২০:২-৩; হিজ ৩১:১৪) বা কোন কোন সময়ে উদাও করার মধ্য দিয়ে শাস্তি দেওয়া।

৭:২৩ চর্বি। রক্তের মতই চর্বির খাওয়া শক্ত ভাবে নিষেধ করা হয়েছিল যদিও এর কারণ ভিন্ন ছিল। মঙ্গল-কোরবানীর চর্বি ছিল মাবুদের এবং তা কোরবানগাহের উপরে পুড়িয়ে দিতে হতো। শিকার করে আনা গোশতের ক্ষেত্রে অবশ্য এটা কঠিন ভাবে পালিত হতো না যেমন হরিণের গোশতের ক্ষেত্রে।

৭:২৬ রক্ত পান করো না। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন (রক্ত)। আরো দেখুন পয়দা ৯:৪, লেবীয় ১৭:১০-১৪, ১৯:২৬, দ্বি:বি: ১২:১৬-২৪, ১৫:২৩।

৭:২৯-৩০ মঙ্গল-কোরবানী করে। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। বুকের মাংস ও তার উপরের চর্বি, ইত্যাদি ভাল মাংস ইমামের জন্য। বুকের মাংসটা ইমাম দোলন-কোরবানী-রূপে তার মাথার উপরে দুলিয়ে দেখাতে হবে যে, তা মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করা হয়েছে। দেখুন ৮:২৫-২৯; ৯:২১; ১০:১৪-১৫; হিজ ২৯:২৬-২৭; শুমারী ৬:২০; ১৮:১১, ১৮।

৭:৩৫ এটিই হারুনের ও তার পুত্রদের অভিষেকের জন্য

পুত্রদের অভিষেকের জন্য অধিকার। ৩৬ মাবুদ
তাদের অভিষেকের দিনে পুরুষানুক্রমে বনি-
ইসরাইলদের দেয় বলে চিরস্থায়ী অধিকার
হিসেবে এটি তাদেরকে দিতে হুকুম করলেন।
৩৭ পোড়ানো-কোরবানীর, শস্য-উৎসর্গের, গুনাহ্-
কোরবানীর, দোষ-কোরবানীর অভিষেক করার ও
মঙ্গল-কোরবানীর জন্য এ হল ব্যবস্থা। ৩৮ মাবুদ
যেদিন সিনাই মরু-ভূমিতে বনি-ইসরাইলকে
মাবুদের উদ্দেশে নিজ নিজ উপহার কোরবানী
করতে হুকুম দিলেন, সেদিন তুর পর্বতে মূসাকে
এই বিষয়ে হুকুম দিলেন।

হযরত হারুন ও তাঁর পুত্রদের অভিষেক

৮ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি হারুন
ও তার সঙ্গে তার পুত্রদেরকে এবং সমস্ত
পোশাক, অভিষেকের জন্য তেল ও গুনাহ্-
কোরবানীর ষাঁড়, দু'টি ভেড়া ও খামিহীন রুটির
ডালি সঙ্গে নাও, ৩ আর জমায়েত-তাঁবুর দরজার
কাছে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর। ৪ তাতে মূসা
মাবুদের হুকুম অনুসারে সমস্ত কাজ করলেন এবং
জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে সমস্ত মণ্ডলী
জমায়েত হল। ৫ তখন মূসা মণ্ডলীকে বললেন,
মাবুদ এই কাজ করতে হুকুম করলেন। ৬ পরে
মূসা হারুন ও তাঁর পুত্রদেরকে কাছে এনে
গোসল করালেন।
৭ আর হারুনকে ইমামের পোশাক পরালেন,
কোমরবন্ধনী পরালেন, তাঁর শরীরে পরিচ্ছদ ও
তাঁর উপরে এফোদ দিলেন এবং এফোদের
বুনানি করা পটুকাতে শরীর বেষ্টন করে তার
সঙ্গে এফোদখানি আট্‌কে দিলেন। ৮ আর তাঁর
বুকে বুকপাটা দিলেন এবং বুকপাটায় উরীম ও
তুম্মীম আট্‌কে দিলেন। ৯ আর তাঁর মাথায়
পাগড়ী দিলেন ও তাঁর কপালে পাগড়ীর উপরে
সোনার পাতের পবিত্র মুকুট দিলেন; যেমন মাবুদ
মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
১০ পরে মূসা অভিষেকের তেল নিয়ে শরীয়ত-
তাঁবু ও তার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অভিষেক করে
পবিত্র করলেন। ১১ আর তার কিছু নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র উপরে সাতবার ছিটিয়ে দিলেন
এবং কোরবানগাহ্ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র,
ধোবার পাত্র ও তার গামলা পবিত্র করার জন্য
অভিষেক করলেন। ১২ পরে অভিষেকের জন্য
তেলের কিঞ্চিৎ হারুনের মাথায় ঢেলে তাঁকে
পবিত্র করার জন্য অভিষেক করলেন। ১৩ পরে
মূসা হারুনের পুত্রদেরকে কাছে এনে
তাদেরকেও ইমামের পোশাক পরালেন,
কোমরবন্ধনী পরালেন ও তাদের মাথায় টুপি
পরিয়ে দিলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন।
১৪ পরে মূসা গুনাহ্-কোরবানীর ষাঁড় আনলেন
এবং হারুন ও তাঁর পুত্ররা সেই গুনাহ্-
কোরবানীর বাছুরটির মাথায় হাত রাখলেন।
১৫ তখন তিনি তা জবেহ্ করলেন এবং মূসা তার
রক্ত নিয়ে আঙ্গুল দ্বারা কোরবানগাহ্‌র চারদিকে
শিংগুলোতে লাগিয়ে দিয়ে কোরবানগাহ্‌কে পাক-
পবিত্র করলেন এবং কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় রক্ত
ঢেলে দিলেন ও তার জন্য কাফ্‌ফারা করার জন্য
তা পবিত্র করলেন। ১৬ পরে তিনি অন্ত্রগুলোর
উপরিভাগের সমস্ত চর্বি ও কলিজার উপরি-
ভাগের অংশগুলো এবং দু'টি বৃক্ক ও তার চর্বি
নিলেন ও মূসা তা কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে
দিলেন। ১৭ আর তিনি চামড়া, গোশ্‌ত ও
গোবরসুদ্ধ বাছুরটি নিয়ে গিয়ে শিবিরের বাইরে
আগুনে পুড়িয়ে দিলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে
হুকুম দিয়েছিলেন।
১৮ পরে তিনি পোড়ানো-কোরবানীর ভেড়াটি
আনলেন; আর হারুন ও তাঁর পুত্ররা সেই
ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। ১৯ আর তিনি তা
জবেহ্ করলেন এবং মূসা কোরবানগাহ্‌র উপরে
চারদিকে তার রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। ২০ আর
তিনি ভেড়াটি খণ্ড খণ্ড করলেন এবং মূসা তার
মাথা, মাংসখণ্ড ও চর্বি পুড়িয়ে দিলেন। ২১ পরে

[৭:৩৭] হিজ ২৯:৩১।
[৭:৩৮] শুমারী ৩৬:১৩; দ্বি:বি ৪:৫; ২৯:১।
[৮:২] হিজ ২৮:১, ২, ৪, ৪৩; ৩৯:২৭।
[৮:৩] শুমারী ৮:৯।
[৮:৫] হিজ ২৯:১।
[৮:৬] হিজ ২৯:৪; ৩০:১৯; প্রেরিত ২২:১৬।
[৮:৭] হিজ ২৮:৪।
[৮:৮] হিজ ২৫:৭।
[৮:৯] হিজ ২৮:২।
[৮:১০] হিজ ৩০:২৬।
[৮:১১] হিজ ৩০:২৯।
[৮:১২] হিজ ৩০:৩০।
[৮:১৩] হিজ ২৮:৪০।
[৮:১৪] হিজ ৩০:১০।
[৮:১৫] ইব ৯:২২।

অধিকার। ৬:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৩৮ সিনাই মরুভূমিতে। আল্লাহ্ মূসাকে ও লোকদেরকে সিনাই পাহাড়ে দশ হুকুমনামা ও অন্যান্য হুকুম দেন। ঐ পাহাড় সম্ভবত সিনাই মরু-এলাকার কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল।

৮:২ সমস্ত পোশাক, ... রুটির ডালি সঙ্গে নাও। ৮:৭-৮, ৬:২০, ৪:২, ২:৪-৫, ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৬ গোসল করালেন। তাদের ধর্মীয়ভাবে পাক-পবিত্র করালেন, শুধু শরীরের ময়লা পরিষ্কার করাই নয়। ৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৭-৯ বুকে বুকপাটা দিলেন ... মাথায় পাগড়ী ... পবিত্র মুকুট দিলেন। জামাটা ছিল বিশেষ কারুকাজ করা (হিজ ২৮:৪-৫) এবং এফোদটা ছিল মসীনা রঙ্গীন পশমের (হিজ ২৮:৬-১৪)। কোমড়-বাঁধনীটা ছিল চ্যাপ্টা একটা বেল্টের মত যার দ্বারা এফোদটা আটকানো থাকত। যে বেল্ট এফোদের দু'টা অংশকে আটকে রাখত তার উপরে বারোটা অকীক জাতীয় মণি বসিয়ে দেয়া ছিল। ঐ পাথরের একেকটির উপরে হযরত ইয়াকুবের বারো ছেলের নাম অনুসারে বারো বংশের নাম লেখা ছিল (পয়দা ২৯:৩১-৩০:২৪; ৩৫:২৩-২৬)। পবিত্র বুক-পাটা ছিল পশম ও মসীনার তৈরি একটা থলির মত যার ভেতরে ছিল একটা পকেট যা কাপড় ভাঁজ করে তৈরি করা হতো (হিজ ২৮:১৬)। ঐ থলির ভেতরে রাখা থাকত উরীম ও তুম্মীম নামে দু'টা বস্তু। পাগড়িটা ছিল মাথার একটা পোশাক যাতে কাপড় ভাঁজ করে মোটা একটা বন্ধনী থাকত এবং ঐ বন্ধনীন সঙ্গে থাকত সোনার তৈরি একটা পাত। ইমামের পোশাকের বিষয়ে জানার জন্য হিজরত ২৮ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৮:১১-১২ সাতবার ছিটিয়ে দিলেন ... মাথায় ঢেলে। 'সাত' স্যংখ্যার বিষয়ে আরো জানার জন্য ৪:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ৬:২০ এর নোট।

৮:১৫ রক্ত ঢেলে দিলেন ... তা পবিত্র করলেন। ১:৫ আয়াতের নোট (রক্ত) ও ৪:২ এবং ৪:৩-৭ দেখুন।

৮:১৮ পোড়ানো-কোরবানীর ভেড়াটি। ১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন। অভিষেক অনুষ্ঠানে গুনাহ্-কোরবানীর পরে হতো মাবুদের উদ্দেশ্যে পেড়ানো-কোরবানীর ও শস্য উৎসর্গের

তিনি তার অন্ত্রগুলো ও পাগুলো পানিতে ধুয়ে নিলেন এবং মূসা সম্পূর্ণ ভেড়াটি কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এটি খোশবুযুক্ত পোড়ানো-কোরবানী। এটি মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার যা করতে মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
[২২] পরে তিনি দ্বিতীয় ভেড়া, অর্থাৎ অভিষেকের ভেড়াটি আনলেন এবং হারুন ও তাঁর পুত্ররা ঐ ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। [২৩] আর তিনি সেটি জবেহ্‌ করলেন এবং মূসা তার কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে হারুনের ডান কানের লতিতে ও ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপরে দিলেন। [২৪] পরে তিনি হারুনের পুত্রদেরকে কাছে আনলেন ও মূসা সেই রক্তের কিঞ্চিৎ নিয়ে তাদের ডান কানের লতিতে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপরে ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপরে দিলেন এবং মূসা অবশিষ্ট রক্ত কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে ছিটিয়ে দিলেন। [২৫] পরে তিনি চর্বি ও লেজ এবং অন্ত্রের উপরিভাগের সমস্ত চর্বি ও কলিজার উপরিভাগের অংশগুলো এবং দু'টি বৃক্ক, তার চর্বি ও ডান ঊরু নিলেন। [২৬] পরে মাবুদের সম্মুখে অবস্থিত খামিহীন রুটির ডালি থেকে একখানি খামিহীন পিঠা, তেলে ভাজা রুটির একখানি পিঠা ও একখানি চাপাটি নিয়ে ঐ চর্বির ও ডান ঊরুর উপরে রাখলেন। [২৭] আর হারুন ও তাঁর পুত্রদের হাতে সেসব দিয়ে মাবুদের সম্মুখে দোলনীয় কোরবানীর জন্য দোলালেন। [২৮] পরে মূসা তাঁদের হাত থেকে সেসব নিয়ে কোরবানগাহে পোড়ানো-কোরবানীর উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এসব খোশবুযুক্ত, অভিষেকের উপহার, তা মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হল। [২৯] পরে মূসা বুকের অংশটি নিয়ে মাবুদের সম্মুখে দোলনীয় কোরবানীর জন্য দোলালেন; এটি অভিষেক-উৎসর্গের ভেড়া থেকে মূসার অংশ হল; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
[৩০] পরে মূসা অভিষেকের তেল থেকে ও কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থ রক্ত থেকে কিঞ্চিৎ নিয়ে হারুনের উপরে, তাঁর পোশাকের উপরে এবং সেই সঙ্গে তাঁর পুত্রদের উপরে ও তাঁদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে হারুন ও তাঁর সমস্ত পোশাক এবং সেই সঙ্গে তাঁর পুত্রদের ও তাঁদের সমস্ত পোশাক পবিত্র করলেন।
[৩১] পরে মূসা হারুন ও তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, তোমরা জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে কোরবানীর গোশ্‌ত সিদ্ধ কর এবং "হারুন ও তাঁর পুত্ররা তা ভোজন করবেন," আমার এই হুকুম অনুসারে তোমরা সেই স্থানে তা এবং অভিষেক-কোরবানীর ডালিতে স্থিত রুটি ভোজন কর। [৩২] পরে অবশিষ্ট গোশ্‌ত ও রুটি নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দাও। [৩৩] আর তোমরা সাত দিন, অর্থাৎ তোমাদের অভিষেকের সমাপ্তি দিন পর্যন্ত, জমায়েত-তাঁবুর দরজা থেকে বের হয়ো না; কারণ তিনি সাত দিন তোমাদের অভিষেক করবেন। [৩৪] আজ যে রকম করা হয়েছে, তোমাদের কাফ্‌ফারার জন্য সেই রকম করার হুকুম মাবুদ দিয়েছেন। [৩৫] তোমরা যেন মারা না পড়, এজন্য সাতদিন পর্যন্ত দিনরাত জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে থাকবে এবং মাবুদ তোমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করবে; কেননা আমি এরকম হুকুম পেয়েছি। [৩৬] মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে যেরকম হুকুম করেছিলেন হারুন ও তাঁর পুত্ররা সেসবই পালন করলেন।

ইমামদের কাজের শুরু

৯ [১] পরে অষ্টম দিনে মূসা হারুন ও তাঁর পুত্রদেরকে এবং ইসরাইলের প্রাচীন লোকদেরকে ডাকলেন। [২] তখন তিনি হারুনকে বললেন, তুমি গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য নিখুঁত একটি বাচ্চা ষাঁড় ও পোড়ানো-কোরবানীর জন্য নিখুঁত একটি ভেড়া নিয়ে মাবুদের সম্মুখে উপস্থিত কর। [৩] আর বনি-ইসরাইলকে বল, তোমরা মাবুদের সম্মুখে কোরবানীর জন্য গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক বছর বয়সের নিখুঁত একটি বাছুর ও একটি ভেড়ার বাচ্চা, [৪] এবং মঙ্গল-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড় ও একটি ভেড়া এবং তেল মিশানো শস্য-উৎসর্গ নেবে; কেননা আজ মাবুদ তোমাদেরকে দর্শন দেবেন। [৫] তখন তারা মূসার হুকুম অনুসারে এসব জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে আনলো আর সমস্ত মণ্ডলী এগিয়ে এসে মাবুদের সম্মুখে দাঁড়ালো। [৬] পরে মূসা বললেন, মাবুদ তোমাদেরকে এই কাজ করতে

[৮:২৪] ইব ৯:১৮-২২।
[৮:২৭] শুমারী ৫:২৫।
[৮:৩০] হিজ ২৮:১, ২
[৮:৩৩] শুমারী ১৯:১১; ইহি ৪৩:২৫।
[৮:৩৪] ইব ৭:১৬।
[৮:৩৫] শুমারী ৩:৭; ৯:১৯; দ্বিঃবি ১১:১; ১বাদশা ২:৩; ইহি ৪৮:১১; জাকা ৩:৭।
[৯:১] ইহি ৪৩:২৭।
[৯:৪] হিজ ২৯:৪৩; ৩২:৬।

অনুষ্ঠান (৮:২৬)।

৮:২৩ হারুনের ডান কানের ... বৃদ্ধাঙ্গুলের উপরে দিলেন। মানুষ ও দেব-দেবতাদের গায়ে রক্ত লাগিয়ে দেয়া সেই যুগে ঐ অঞ্চলের ধর্মীয় রীতি ছিল। ঐসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় যে সমস্ত কথা বলা হতো তার উদ্দেশ্যে ছিল ঐসব ব্যক্তি বা বস্তুকে খারাপ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করা। হিজরত ৪:২৪-২৫ দেখুন।

৮:২৬ খামিহীন পিঠা, তেলে ভাজা ... চাপাটি নিয়ে। ২:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন। এসব খুব মিহি ময়দা দ্বারা তৈরি হতো। ময়দার তালের কিছু অংশের সঙ্গে জলপাইয়ের তেল মেশানো হতো আর কিছু অংশ দিয়ে তৈরি হতো তেলের ময়দা দেয়া পিঠা (আরো দেখুন হিজ ২৯:২-৩)।

৮:২৭-২৯ দোলনীয় কোরবানীর জন্য দোলালেন। ৭:২৯-৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৩০ অভিষেকের তেল ... কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থ রক্ত থেকে কিঞ্চিৎ নিয়ে ... তাঁর পোশাকের উপরে। ৮:৭-৯, ৬:২০ আয়াতের নোট ও ১:৫ (রক্ত) দেখুন।

৯:১ অষ্টম দিনে। অর্থাৎ সাতদিন পর্যন্ত অভিষেক অনুষ্ঠান হবার পরের দিন। ইমামেরা তাদের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতো লোকদের জন্য কোরবানী-অনুষ্ঠান পরিচালনা করে।

৯:২ গুনাহ্‌-কোরবানীর ... পোড়ানো-কোরবানীর। ৪:২, ১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন। ৪:১৩-১৪ ও দেখুন।

৯:৪ মঙ্গল-কোরবানীর ... শস্য-উৎসর্গ। ৩:১ ও ২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

হুকুম করেছেন, এই কাজ করলে তোমাদের প্রতি
মাবুদের মহিমা প্রকাশ পাবে।
৭ তখন মূসা হারুনকে বললেন, তুমি
কোরবানগাহ্‌র কাছে যাও, তোমার গুনাহ্‌-
কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানী কর, তোমার
ও লোকদের জন্য কাফ্‌ফারা কর; আর লোকদের
উপহার নিবেদন করে তাদের জন্য কাফ্‌ফারা
কর; যেমন মাবুদ হুকুম দিয়েছিলেন।
৮ তাতে হারুন কোরবানগাহ্‌র কাছে গিয়ে
নিজের জন্য গুনাহ্‌-কোরবানীর বাছুর জবেহ্‌
করলেন। ৯ পরে হারুনের পুত্ররা তাঁর কাছে তার
রক্ত আনলেন ও তিনি নিজের আঙ্গুল রক্তে
ডুবিয়ে কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে
দিলেন এবং অবশিষ্ট রক্ত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায়
ঢাললেন। ১০ আর গুনাহ্‌-কোরবানীর চর্বি, বৃক্ক ও
কলিজার উপরিভাগের অংশগুলো কোরবানগাহ্‌র
উপরে পুড়িয়ে দিলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন। ১১ কিন্তু তার গোশ্‌ত ও চামড়া
শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
১২ পরে তিনি পোড়ানো-কোরবানী করলেন
এবং হারুনের পুত্ররা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলে
তিনি কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে তা ছিটিয়ে
দিলেন। ১৩ পরে তাঁরা পোড়ানো-কোরবানীর
মাংসের খণ্ডগুলো ও মাথা তাঁর কাছে আনলেন ও
তিনি সেসব কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে
দিলেন। ১৪ পরে তার অন্ত্রগুলো ও পাগুলো ধুয়ে
নিয়ে কোরবানগাহে পোড়ানো-কোরবানীর উপরে
পুড়িয়ে দিলেন।
১৫ পরে তিনি লোকদের উপহার কাছে
আনলেন এবং লোকদের জন্য গুনাহ্‌-কোরবানীর
ছাগল নিয়ে প্রথমটির মত জবেহ্‌ করে গুনাহ্‌-
কোরবানী করলেন। ১৬ পরে তিনি পোড়ানো-
কোরবানী এনে নিয়ম অনুসারে কোরবানী
করলেন। ১৭ আর শস্য-উৎসর্গ এনে তার এক
মুষ্টি নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিলেন।
এছাড়া, তিনি প্রাতঃকালীন পোড়ানো-কোরবানী
করলেন।
১৮ পরে তিনি লোকদের জন্য মঙ্গল-কোরবানী
ঐ ষাঁড় ও ভেড়া জবেহ্‌ করলেন এবং হারুনের

[৯:৭] হিজ ৩০:১০; ইব ৫:১, ৩; ৭:২৭।
[৯:৯] হিজ ২৯:১২; ইহি ৪৩:২০।
[৯:২১] হিজ ২৯:২৪, ২৬।
[৯:২২] পয়দা ৪৮:২০; হিজ ৩৯:৪৩; লূক ২৪:৫০।
[৯:২৩] হিজ ২৪:১৬; ৪০:২।
[৯:২৪] হিজ ১৯:১৮; কাজী ৬:২১; ১৩:২০; ১বাদশা ১৮:৩৯।
[১০:১] শুমারী ১৬:৪৬; ১বাদশা ৭:৫০; ২বাদশা :১৫; ২খান্দান ৪:২২; ইয়ার ৫২:১৯; ইহি ৮:১১।
[১০:২] শুমারী ১১:১; ১৬:৩৫; জবুর ২:১২; ৫০:৩; ইশা ২৯:৬; জবুর ১০৬:১৮।
[১০:৩] হিজ ৩০:২৯; শুমারী ১৬:৫; ২০:১৩; ইশা ৫:১৬; ইহি ২৮:২২; ৩৮:১৬।
[১০:৪] প্রেরিত ৫:৬, ৯, ১০।

পুত্ররা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলে তিনি
কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে তা ছিটিয়ে
দিলেন। ১৯ পরে ষাঁড়ের চর্বি ও ভেড়ার লেজ
এবং অন্ত্রগুলোর ও বৃক্কের উপরিভাগের চর্বি ও
কলিজার উপরিভাগের অংশগুলো, ২০ এ সব চর্বি
নিয়ে দু'টি বুকের উপরে রাখলেন ও কোর-
বানগাহ্‌র উপরে সেই চর্বি পুড়িয়ে দিলেন।
২১ আর হারুন মাবুদের সম্মুখে বুকের গোশ্‌ত ও
ডান ঊরু দোলনীয় উপহার হিসেবে দোলালেন;
যেমন মূসা হুকুম দিয়েছিলেন।
২২ পরে হারুন লোকদের দিকে তাঁর হাত
বাড়িয়ে তাদেরকে দোয়া করলেন; আর তিনি
গুনাহ্‌-কোরবানী, পোড়ানো-কোরবানীর ও
মঙ্গল-কোরবানী করে নেমে আসলেন। ২৩ আর
মূসা ও হারুন জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ
করলেন। পরে বের হয়ে লোকদেরকে দোয়া
করলেন। তখন সমস্ত লোকের কাছে মাবুদের
মহিমা প্রকাশ পেল। ২৪ আর মাবুদের সম্মুখ
থেকে আগুন বের হয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থ
পোড়ানো-কোরবানী ও চর্বি ভস্ম করলো; তা
দেখে সমস্ত লোক আনন্দ-রব করে উবুড় হয়ে
পড়ে সেজ্‌দা করলো।

নাদব ও অবীহূর গুনাহ্‌ ও দণ্ড

১০ ১ আর হারুনের পুত্র নাদব ও অবীহূ
নিজ নিজ ধূপদানী নিয়ে তাতে আগুন
রাখল ও তার উপরে ধূপ দিয়ে মাবুদের সম্মুখে
তাঁর হুকুম লঙ্ঘন করে অবৈধ আগুন নিবেদন
করলো। ২ তাতে মাবুদের সম্মুখ থেকে আগুন
বের হয়ে তাদেরকে গ্রাস করলো আর তারা
মাবুদের সম্মুখে ইন্তেকাল করলো। ৩ তখন মূসা
হারুনকে বললেন, মাবুদ তো এ-ই
বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, যারা আমার
কাছে আসে, তাদের মধ্যে আমি অবশ্যই
পবিত্ররূপে মান্য হব ও সমস্ত লোকের সম্মুখে
মহিমান্বিত হবো। তখন হারুন নীরব হয়ে
রইলেন।
৪ পরে মূসা হারুনের চাচা উষীয়েলের পুত্র
মীশায়েল ও ইলীষাফণকে ডেকে বললেন, কাছে
এসে তোমাদের ঐ দু'জন জ্ঞাতিকে তুলে পবিত্র

৯:৮ গুনাহ্‌-কোরবানীর বাছুর। "নিজের" মানে "মহা-ইমামের"। হারুন তাঁর নিজের গুনাহের জন্য এই কোরবানী করেছেন। হারুনের বংশধরদের মধ্যে থেকে যারা পরে মহা-ইমাম হবেন তাঁদেরও ঐ রকম কোরবানী করতে হবে। ৪:৩ এর নোটও দেখুন।

৯:১২ পোড়ানো-কোরবানী করলেন। ১:১-৩ আয়াতের (কোরবানী) ও ১:৫ আয়াতের (রক্ত) আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১৭ প্রাতঃকালীন পোড়ানো-কোরবানী। ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজরত ২৯:৩৮-৪৩।

৯:১৮ মঙ্গল-কোরবানী ঐ ষাঁড় ও ভেড়া। ৩:১-১১ দেখুন। ৩:১ নোটও দেখুন।

৯:২২ হারুন ... দোয়া করলেন। দোয়া করার সময় হারুন হয়তো শুমারী কিতাব ৬:২২-২৬ আয়াতের কথাগুলো বলেছিলেন। ২ করিন্থীয় ১৩:১৪ আয়াতে একই ভাবে প্রেরিতদেরওকে দোয়া করতে দেখা যায়।

৯:২৩-২৪ মাবুদের মহিমা প্রকাশ পেল ... আগুন বের হয়ে। আগুনের শিখা, আগুন ও ধুমা অনেক সময় কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বুঝায়। (পয়দা ১৫:১৭-১৮, হিজ ৩:১-৬, ১৩:২১-২২, ১৯:১৬-১৯, কাজী ১৩:২০, প্রকা ১:১২-১৬)। ঐ আগুন হয়তো জমায়েত-তাঁবুর মধ্যের মহাপবিত্র স্থান থেকে বের হয়েছিল (হিজ ২৫:২২)।

১০:১ নাদব ও অবীহূ। তারা ছিল ইসরাইল জাতির উচ্চ স্থানীয় নেতাদের মধ্যের দু'জন (হিজ ৬:২৩, ২৪:১-১০, ২৮:১)। শুমারী কিতাবে তাদের মৃত্যুর বিষয়ে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তারা কোন ছেলেমেয়ে না রেখে মারা যান বলে তা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক (শুমারী ৩:২-৪, ২৬:৬০-৬১, ১ খান্দান ৬:৩, ২৪:১-২)।

১০:৪-৫ মীশায়েল ও ইলীষাফণকে ... শিবিরের বাইরে নিয়ে যাও। ঐ লোকেরা ছিল হারুনের চাচাতো ভাই (হিজ ৬:২২)। নাদব ও অবীহূকে তারা তাদের কাপড়ে ধরে বাইরে নিয়ে যায়,

স্থানের সম্মুখ থেকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাও।
৫ তাতে তারা কাছে গিয়ে ইমামের পোশাক সহ
তাদেরকে তুলে শিবিরের বাইরে নিয়ে গেল;
যেমন মূসা বলেছিলেন। ৬ পরে মূসা হারুন ও
তাঁর দুই পুত্র ইলীয়াসর ও ঈথামরকে বললেন,
তোমরা যেন মারা না পড় ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি
যেন ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, এজন্য তোমরা নিজ
নিজ মাথার চুল এলোমেলো করে রাখবে না ও
নিজ নিজ পোশাক ছিঁড়ো না; কিন্তু তোমাদের
ভাইয়েরা, অর্থাৎ সমস্ত ইসরাইল-কুল, মাবুদের
পাঠানো আগুনের কারণে শোক-প্রকাশ করতে
পারে। ৭ আর তোমরা যেন মারা না পড়, এজন্য
জমায়েত-তাঁবুর দ্বারের বাইরে বের হয়ো না,
কেননা তোমাদের শরীরে মাবুদের অভিষেক তেল
আছে। তাতে তাঁরা মূসার কথা অনুসারে কাজ
করলেন।
৮ পরে মাবুদ হারুনকে বললেন, ৯ তোমরা
যেন মারা না পড়, এজন্য যে সময়ে তুমি কিংবা
তোমার পুত্ররা জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ করবে,
সেই সময় আঙ্গুর-রস বা মদ পান করো না; এটি
পুরুষানুক্রমে তোমাদের পালনীয় চিরস্থায়ী
নিয়ম। ১০ তাতে তোমরা পবিত্র ও সামান্য
বিষয়ের এবং পাক ও নাপাক বিষয়ের প্রভেদ
করতে, ১১ এবং মাবুদ মূসার দ্বারা বনি-
ইসরাইলকে যেসব বিধি দিয়েছেন, তা তাদেরকে
শিক্ষা দিতে পারবে।
১২ পরে মূসা হারুন ও তাঁর অবশিষ্ট দুই পুত্র
ইলীয়াসর ও ঈথামরকে বললেন, মাবুদের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত কোরবানীর অবশিষ্ট যে শস্য-
উৎসর্গ আছে, তা নিয়ে গিয়ে তোমরা
কোরবানগাহ্‌র পাশে বিনা খামিতে ভোজন কর,
কেননা তা অতি পবিত্র। ১৩ কোন পবিত্র স্থানে তা
ভোজন করবে; কেননা মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
কোরবানীর মধ্যে তা-ই তোমার ও তোমার
পুত্রদের প্রাপ্য অংশ; কারণ আমি এই হুকুম

[১০:৬] হিজ ৬:২৩; শুমারী ৫:১৮; ইয়ার ৪১:৫; মার্ক ১৪:৬৩।
[১০:৭] হিজ ২৮:৪১।
[১০:৯] পয়দা ৯:২১; হিজ ২৯:৪০; শুমারী ১৫:৫; দ্বিঃবি ২৮:৩৯; ইশা ৫:২২; ২২:১৩; ২৮:১; ২৯:৯; ৫৬:১২; ইয়ার ৩৫:৬; হোশেয় ৪:১১; হবক ২:১৫-১৬।
[১০:১০] পয়দা ৭:২; ইহি ২২:২৬।
[১০:১১] দ্বিঃবি ১৭:১০, ১১; ২৪:৮; ২৫:১; ৩৩:১০; মেসাল ৪:২৭; হগয় ২:১১; মালা ২:৭।
[১০:১২] হিজ ২৯:৪১।
[১০:১৩] ইহি ৪২:১৩।
[১০:১৪] শুমারী ৫:৯।
[১০:১৫] হিজ ২৯:২৮।
[১০:১৭] ইহি ৪২:১৩।
[১১:২] প্রেরিত ১০:১২-১৪।

পেয়েছি। ১৪ আর দোলনীয় বুকের গোশ্‌ত ও
উত্তোলনীয় উরু তুমি ও তোমার পুত্রকন্যারা
কোন পাক-পবিত্র স্থানে ভোজন করবে, কেননা
বনি-ইসরাইলদের দেওয়া মঙ্গল-কোরবানী থেকে
তা তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ
বলে দেওয়া হয়েছে। ১৫ তারা অগ্নিকৃত চর্বির
সঙ্গে উত্তোলনীয় উরু ও দোলনীয় বুকের গোশ্‌ত
দোলনীয় উপহার হিসেবে মাবুদের সম্মুখে
দোলানোর জন্য আনবে; তা তোমার ও তোমার
সন্তানদের চিরস্থায়ী অধিকার হবে; যেমন মাবুদ
হুকুম করেছেন।
১৬ পরে মূসা যত্নপূর্বক গুনাহ্‌-কোরবানীর
ছাগলের গোশ্‌তের খোঁজ করলেন, আর দেখ,
তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; সেজন্য তিনি
হারুনের অবশিষ্ট দুই পুত্র ইলীয়াসর ও
ঈথামরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ১৭ সেই
গুনাহ্‌-কোরবানীর গোশ্‌ত তোমরা পবিত্র স্থানে
ভোজন কর নি কেন? তা তো অতি পবিত্র এবং
মণ্ডলীর অপরাধ বহন করে মাবুদের সম্মুখে
কাফ্‌ফারা করার জন্য তা তিনি তোমাদেরকে
দিয়েছেন। ১৮ দেখ, ভিতরে পবিত্র স্থানে তার
রক্ত আনা হয় নি; আমার হুকুম অনুসারে পবিত্র
স্থানে তা ভোজন করা তোমাদের কর্তব্য ছিল।
১৯ তখন হারুন মূসাকে বললেন, দেখ, ওরা
আজ মাবুদের উদ্দেশে নিজ নিজ গুনাহ্‌-
কোরবানী ও নিজ নিজ পোড়ানো-কোরবানীর
দিয়েছে, আর আমার প্রতি এরকম ঘটলো; যদি
আমি আজ গুনাহ্‌-কোরবানী ভোজন করতাম
তবে মাবুদের দৃষ্টিতে তা কি ভাল মনে হত?
২০ মূসা যখন হারুনের এই কথা শুনলেন তখন
তাঁর দৃষ্টিতে এই কথা ভাল মনে হল।

হালাল ও হারাম খাবার

১১ ১ আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
২ তোমরা বনি-ইসরাইলকে বল, ভূচর
সমস্ত পশুর মধ্যে এসব জীব তোমাদের খাদ্য

না হলে মৃতদেহের স্পর্শে তারা নাপাক হয়ে যেত।

১০:৬ নিজ নিজ মাথার চুল এলোমেলো করে রাখবে না ও নিজ নিজ পোশাক ছিঁড়ো না। চট পড়া, শরীওে ও মুখে ছাই মাখা, ইত্যাদি ছিল গভীর শোক প্রকাশের চিহ্ন (পয়দা ৩৭:২৯, লেবীয় ১৩:৪৫, ইউনুস ৩:৪-৯)। হারুন ও তাঁর অন্য ছেলেরা শিবির ত্যাগ করবে না (১০:৭) ও অন্যান্য শোকার্ত লোকদের সঙ্গে যোগ দেবে না। তাহলে তারা ধর্মীয় অর্থে নাপাক হয়ে যাবে ও তারা তাদের ইমামের কাজ করতে পারবে না।

১০:৯ আঙ্গুর-রস বা মদ পান করো না। ইমামেরা তাদের কাজের সময়ে কোন মাদক দ্রব্য খেতে পারবে না কারণ মাদক দ্রব্য পানের ফলে তারা তাদের ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এবং সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

১০:১০ পাক ও নাপাক বিষয়ের প্রভেদ করতে। ১১:৪-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১২ অবশিষ্ট যে শস্য-উৎসর্গ আছে। ২:১ আয়াতের নোট ও ৬:১৪-১৮ দেখুন।

১০:১৪-১৫ দোলনীয় ... পাক-পবিত্র স্থানে ... মঙ্গল-কোরবানী। ৭:২৯-৩০ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে "পাক-পবিত্র স্থান" মানে জমায়েত-তাঁবুর উঠান (৬:২৪-২৬)।

১০:১৭ গোশ্‌ত ... অতি পবিত্র। ৬:২৫-২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৮ দেখ, ভিতরে ... তোমাদের কর্তব্য ছিল। সেখানে দুই রকমের গুনাহ্‌-কোরবানী ছিল: (১) যাদের জন্য রক্ত সাক্ষ্য-তাঁবুর মধ্যে রক্ত ছিটিয়ে দিতে হতো এবং (২) অন্যটি পোড়ানো কোরবানগাহে ছিটিয়ে দিতে হতো। দ্বিতীয় কোরবানীর গোশত সাধারণভাবে খেয়ে ফেলা হতো (দেখুন ৪:৫ আয়াতের নোট)। কিন্তু মূসা খুশি হয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পারলেন যে, হারুন ঠিক অন্তরেই এই কাজ করেছেন কোনরূপ অবহেলা বা বিদ্রোহের মন নিয়ে নয়।

১০:১৯ আমার প্রতি এরকম ঘটলো। হারুন এখানে হয়তো তাঁর বড় ছেলের মৃত্যুর কথা বলেছেন অথবা এমন কোন ঘটনা যার ফলে তিনি ধর্মীয় ভাবে নাপাক হয়ে পড়েছিলেন।

১১:২ এসব জীব তোমাদের খাদ্য হবে। ১১ অধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিঃ বিঃ ১৪:৩-২১ আয়াতের খুবই মিল আছে কিন্তু সেখানে আরও বেশি বিষয় রয়েছে। সাধারণভাবে যে সমস্ত পশু তাদের খেতে অনুমোদন করেছেন তা হল যে সমস্ত পশু জাবর কাটে ও যে সমস্ত পশুর খুর চেরা (৩)। যে সমস্ত প্রাণীরা পানিতে বাস করে

হবে। ৩ পশুগুলোর মধ্যে যে সমস্ত পশু সম্পূর্ণ
দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাবর কাটে, সেগুলো তোমরা
ভোজন করতে পার। ৪ কিন্তু যেগুলো জাবর
কাটে, কিংবা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট, তাদের মধ্যে
তোমরা এই সমস্ত পশু ভোজন করবে না। উট
তোমাদের পক্ষে হারাম, কেননা সে জাবর কাটে
বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। ৫ আর শাফন
তোমাদের পক্ষে হারাম, কেননা সে জাবর কাটে,
কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। ৬ আর খরগোস
তোমাদের পক্ষে হারাম, কেননা সে জাবর কাটে,
কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। ৭ আর শূকর
তোমাদের পক্ষে হারাম, কেননা সে সম্পূর্ণভাবে
দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাবর কাটে না।
৮ তোমরা তাদের গোশ্‌ত ভোজন করো না এবং
তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করো না; তারা তোমাদের
পক্ষে হারাম।
৯ জলচর প্রাণীদের মধ্যে তোমরা এসব
ভোজন করতে পার; জলাশয়ে, সমুদ্রে কি নদীতে
স্থিত প্রাণীদের মধ্যে ডানা ও আঁশবিশিষ্ট প্রাণী
তোমাদের খাদ্য। ১০ কিন্তু সমুদ্রে কি নদীতে স্থিত
জলচরদের মধ্যে, পানিতে অবস্থিত যাবতীয়
প্রাণীর মধ্যে যারা ডানা ও আঁশবিশিষ্ট নয়, তারা
তোমাদের পক্ষে ঘৃণার বস্তু। ১১ তারা তোমাদের
পক্ষে ঘৃণার বস্তু হবে; তোমরা তাদের গোশ্‌ত
ভোজন করবে না, তাদের মৃতদেহ ঘৃণা করবে।
১২ জলচর প্রাণীর মধ্যে যাদের ডানা ও আঁশ
নেই, সে সবই তোমাদের পক্ষে ঘৃণার বস্তু।
১৩ আর পাখিদের মধ্যে এসব তোমাদের পক্ষে
ঘৃণার বস্তু হবে; এসব অখাদ্য, এসব ঘৃণার বস্তু;
১৪ ঈগল, হাড়গিলা ও কুরল, চিল ও স্ব স্ব জাত
অনুসারে শকুন, ১৫ এবং স্ব স্ব জাত অনুসারে
যাবতীয় কাক, ১৬ উটপাখি, প্যাঁচা ও গাংচিল
এবং স্ব স্ব জাত অনুসারে শ্যেন, ১৭ পেচক,
মাছরাঙ্গা ও মহাপেচক, ১৮ দীর্ঘগল হাস,
পানিভেলা ও শকুনী, ১৯ সারস এবং স্ব স্ব জাত
অনুসারে বক, টিট্টিভ ও বাদুড়।
২০ চার পায়ে হাঁটা সমস্ত পতঙ্গ তোমাদের
পক্ষে ঘৃণার বস্তু। ২১ তবুও চার পায়ে হাঁটা

[১১:৪] প্রেরিত ১০:১৪।

[১১:৭] ইশা ৬৫:৪; ৬৬:৩, ১৭।

[১১:৮] ইব ৯:১০।

[১১:১৪] পয়দা ১:১১।

[১১:১৫] পয়দা ৮:৭।

[১১:১৮] ইশা ১৩:২১; ১৪:২৩; ৩৪:১১, ১৩; সফ ২:১৪।

[১১:১৯] জাকা ৫:৯।

[১১:২০] প্রেরিত ১০:১৪।

[১১:২২] মথি ৩:৪; মার্ক ১:৬।

[১১:২৪] শুমারী ১৯:৭, ১৯।

[১১:২৫] শুমারী ১৯:৮; ৩১:২৪।

[১১:২৮] ইব ৯:১০।

[১১:২৯] ইশা ৬৬:১৭।

[১১:৩২] শুমারী ১৯:১৮; ৩১:২০।

পাখাবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে ভূমিতে লাফ দেবার
জন্য যাদের পায়ের নলী দীর্ঘ, তারা তোমাদের
খাদ্য হবে। ২২ ফলত স্ব স্ব জাত অনুসারে
পঙ্গপাল, স্ব স্ব জাত অনুসারে বাঘাফড়িং, স্ব স্ব
জাত অনুসারে ঝিঁঝি এবং স্ব স্ব জাত অনুসারে
অন্য ফড়িং তোমাদের খাদ্য হবে। ২৩ কিন্তু আর
চারটি করে পা আছে এমন সমস্ত উড়ে বেড়ানো
পতঙ্গ তোমাদের পক্ষে ঘৃণার বস্তু।

নাপাক পশু

২৪ এসব দ্বারা তোমরা নাপাক হবে; যে কেউ
তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। ২৫ আর যে কেউ তাদের
মৃতদেহের কোন অংশ বহন করবে, সে নিজের
কাপড় ধুয়ে ফেলবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক
থাকবে।
২৬ যেসব জন্তু কিঞ্চিৎ ছিন্ন খুরবিশিষ্ট,
সম্পূর্ণভাবে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয় এবং জাবর
কাটে না, তারা তোমাদের পক্ষে নাপাক; যে
কেউ তাদেরকে স্পর্শ করে, সে নাপাক হবে।
২৭ আর সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে যে জন্তু
থাবা দ্বারা চলে, তারা তোমাদের পক্ষে নাপাক;
যে কেউ তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা
পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৮ যে কেউ তাদের
মৃতদেহ বহন করবে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে
নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে; তারা
তোমাদের পক্ষে নাপাক।
২৯ আর ভূচর সরীসৃপের মধ্যে এসব
তোমাদের পক্ষে নাপাক; স্ব স্ব জাত অনুসারে
বেজি, ইঁদুর ও টিকটিকি, ৩০ এবং গোসাপ, নীল
টিকটিকি, মেটে গিরগিটি, সবুজ টিকটিকি ও
কাঁকলাশ। ৩১ সরীসৃপের মধ্যে এসব তোমাদের
পক্ষে নাপাক; এসব মরলে যে কেউ তাদেরকে
স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে।
৩২ আর তাদের মধ্যে কারো মৃতদেহ যে
জিনিসের উপরে পড়বে, তাও নাপাক হবে;
কাঠের পাত্র কিংবা কাপড় কিংবা চামড়া কিংবা
ছালা, যে কোন কর্মযোগ্য পাত্র হোক, তা
পানিতে ডুবাতে হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক

তাদের মধ্যে যাদের কানসা ও আঁশ রয়েছে তা খাবার জন্য অনুমোদন করা হয়েছে (৯)। এই সেকশনের মধ্যে কোন্ কোন্ পাখি ও পোকা খাওয়া যাবে সেই কথাও বলা হয়েছে (১৩-২৩)। কোন কোন হালাল-হারাম খাবার কথা বল হয়েছে যা নূহের সময় থেকে চলে আসছে (দেখুন পয়দা ৭:২)। হিট্টিয় জাতির মধ্যেও খাবারের মধ্যে এই রকম হালাল ও হারামের বিষয় ছিল। এখানে ও অন্যন্য স্থানে খাবারের ব্যাপারে যে হালাল হারাম বা পাক ও নাপাক খাবারের বিষয় বলা হয়েছে তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেন বনি-ইসরাইলদেরকে আল্লাহ্‌র পবিত্র লোক হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন যে, স্বাস্থ্যগত ইসুতে কোন কোন পশুকে নাপাক বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নির্ণয় করা কঠিন। নাপাক কোন কিছুকে গুনাহের ও অপবিত্রতার সঙ্গে গণনা করা হয়েছে।

১১:৩ জাবর কাটে। কিছু কিছু প্রাণী যারা ঘাস ও লতাপাতা খায় তাদের একটার চেয়ে বেশি পাকস্থলী আছে। আধা-আধা হজম হওয়া তাদের প্রথম পাকস্থলির খাবার তারা দ্বিতীয় বার চিবায়। এই আধা হজম হওয়া খাবারকে জাবর কাটা বলা হয়।

১১:৪-৮ এই সমস্ত পশু ... তোমাদের পক্ষে হারাম। দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:৪-২১ আয়াত দেখুন। যেসব পশু জাবর কাটে সেগুলো হল গরু, ভেড়া ও ছাগল। তারা সাধারণত ঘাস ও লতাপাতা খায়। শুকর জাবর কাটে না, শুকর অনেক রকমের জিনিষ খেয়ে থাকে, তার মধ্যে একটা হল মৃতদেহ। কিতাবুল মোকাদ্দসে এ কারণেই হয়তো তারা নাপাক প্রাণী।

১১:৯-১২ জলচর প্রাণীদের ... ডানা ও আঁশ নেই। আঁশ আছে যেসব মাছের তাদের হালাল বা পাক-পবিত্র বলা হতো। কিন্তু যেসব মাছের ডানা ও আঁশ নেই এমন সব জলজ প্রাণীকে হারাম বলা হয়েছে।

১১:২৪-২৮ যেসব জন্তু। এই সমস্ত পশুদের মধ্যে আছে শুকর (১১:৪-৮ আয়াতের নোট দেখুন), বিড়াল, কুকুর ও অন্যান্য পশু যারা পায়ের থাবায় ভর করে হাঁটে।

১১:৩২-৩৩ কাঠের পাত্র ... কিংবা ছালা ... মাটির পাত্রের মধ্যে। নাপাক প্রাণী অন্য জিনিষকে নাপাক করে দিতে পারে।

থাকবে; পরে পাক-সাফ হবে। ৩৩ কোন মাটির
পাত্রের মধ্যে তাদের মৃতদেহ পড়লে তার
মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু নাপাক হবে ও তোমরা তা
ভেঙে ফেলবে। ৩৪ তার মধ্যস্থিত যে কোন খাদ্য
সামগ্রীর উপরে পানি দেওয়া যায়, তা নাপাক
হবে এবং এই রকম সকল পাত্রে সমস্ত রকমের
পানীয় দ্রব্য নাপাক হবে। ৩৫ যে কোন দ্রব্যের
উপরে তাদের মৃতদেহের কিঞ্চিৎ পড়ে তবে তা
নাপাক হবে এবং যদি তন্দুরে কিংবা চুলাতে
পড়ে তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে; তা নাপাক,
তোমাদের পক্ষে নাপাক থাকবে। ৩৬ কেবল
ফোয়ারা কিংবা যে কূপে অনেক পানি থাকে, তা
পাক-পবিত্র হবে; কিন্তু যাতে তাদের মৃতদেহের
স্পর্শ লাগবে তা-ই নাপাক হবে। ৩৭ আর তাদের
মৃতদেহের কিঞ্চিৎ যদি কোন বপনীয় বীজে পড়ে
তবে তা পাক-পবিত্র থাকবে। ৩৮ কিন্তু বীজের
উপরে পানি থাকলে যদি তাদের মৃতদেহের
কিঞ্চিৎ তার উপরে পড়ে তবে তা তোমাদের
পক্ষে নাপাক।

৩৯ আর তোমাদের খাদ্যে কোন পশু মরলে, যে
কেউ তার মৃতদেহ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। ৪০ আর যে কেউ তার
মৃতদেহের গোশ্‌ত ভোজন করবে, সে নিজের
কাপড় ধুয়ে নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক
থাকবে; আর যে কেউ সেই মৃতদেহ বহন করবে,
সেও নিজের কাপড় ধুয়ে নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে।

৪১ আর ভূচর প্রত্যেক কীট ঘৃণার বস্তু; তা
অখাদ্য হবে। ৪২ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানোই
হোক কিংবা চার পায়ে কিংবা ততোধিক পায়ে
গমনকারী হোক, যে কোন ভূচর কীট হোক,
তোমরা তা ভোজন করো না, তা ঘৃণার বস্তু।
৪৩ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো কোন কীট দ্বারা
তোমরা নিজেদের ঘৃণার বস্তু করো না ও সেই
সবের দ্বারা নিজেদের নাপাক করো না, পাছে তা

[১১:৩৯] দ্বিঃবি ১৪:২১; ইহি ৪:১৪; ৪৪:৩১।
[১১:৪০] ইহি ৪৪:৩১; ইব ৯:১০।
[১১:৪৪] হিজ ৬:২, ৭; ২০:২; ইশা ৪৩:৩; ৫১:১৫; ইহি ২০:৫।
[১১:৪৫] হিজ ১৯:৬; ১পিতর ১:১৬;
[১২:২] ইশা ৬৪:৬; ইহি ১৮:৬; ২২:১০; ৩৬:১৭।
[১২:৩] হিজ ২২:৩০; লূক ১:৫৯।
[১২:৬] লূক ২:২২।
[১২:৬] হিজ ২৯:৩৮; শুমারী ৬:১২, ১৪; ৭:১৫।
[১২:৮] পয়দা ১৫:৯; লূক ২:২২-২৪।
[১৩:২] শুমারী ৫:২; দ্বিঃবি ২৪:৮।
[১৩:৩] শুমারী ৯:৬।
[১৩:৪] শুমারী ১২:১৪, ১৫; দ্বিঃবি ২৪:৯।
[১৩:৬] মথি ৮:৩; লূক ৫:১২-১৪।

দ্বারা নাপাক হও। ৪৪ কেননা আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌; অতএব তোমরা নিজেদের
পবিত্র কর; পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র;
তোমরা ভূমির উপরে ঘুরে বেড়ানো কোন
রকমের জীব দ্বারা নিজেদের নাপাক করো না।
৪৫ কেননা আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌ হবার
জন্য মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে এনেছি;
অতএব তোমরা পবিত্র হবে, কারণ আমি
পবিত্র।

৪৬ পশু, পাখি, জলচর সমস্ত প্রাণীর ও মাটির
উপরে ঘুরে বেড়ানো ভূচর সমস্ত প্রাণীর বিষয়ে
এই ব্যবস্থা; ৪৭ এতে পাক, নাপাক দ্রব্যের ও
খাদ্য অখাদ্য প্রাণীর পার্থক্য জানা যায়।

প্রসূতির পাক-পবিত্র হবার নিয়ম

১২ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে বল, যে স্ত্রী গর্ভধারণ
করে পুত্র প্রসব করে সে সাত দিন নাপাক
থাকবে, যেমন মাসিকের নাপাকীতার সময়ে,
তেমনি সে নাপাক থাকবে।
৩ পরে অষ্টম দিনে বালকটির পুরুষাঙ্গের খৎনা
হবে। ৪ আর সেই স্ত্রী তেত্রিশ দিন পর্যন্ত তার
নাপাক রক্তস্রাব অবস্থায় থাকবে; যতদিন পাক-
পবিত্র হবার দিন পূর্ণ না হয় ততদিন সে কোন
পবিত্র বস্তু স্পর্শ করবে না এবং পবিত্র স্থান
প্রবেশ করবে না। ৫ আর যদি সে কন্যা সন্তান
প্রসব করে তবে যেমন নাপাকীতার সময়ে হয়ে
থাকে তেমনি দুই সপ্তাহ নাপাক থাকবে। পরে
সে ছেষট্টি দিন পর্যন্ত রক্তস্রাবজনিত নাপাক
অবস্থায় থাকবে।
৬ পরে পুত্র কিংবা কন্যা প্রসবের পাক-পবিত্র
হবার দিন সম্পূর্ণ হলে সে পোড়ানো-কোরবানীর
জন্য এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা এবং
গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি কবুতরের বাচ্চা
কিংবা একটি ঘুঘু জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে ইমামের
কাছে আনবে। ৭ আর ইমাম মাবুদের সম্মুখে তা

অনেক জিনিষের নাপাকীতা ধুয়ে দূর করা যায়, কিন্তু পোড়া মাটির পাত্র তার মধ্যে তরল জিনিষ শুষে নেয় বলে নাপাক হলে ভেঙ্গে ফেলতে হতো। কারণ ধুয়ে তার নাপাকীতা দূর করা যেত না। তার মধ্যে অন্য কোন কিছু রাখলে তাও নাপাক হয়ে যেত। ৬:২৮ আয়াত দেখুন।

১১:৩৫-৩৬ তন্দুরে কিংবা চুলাতে পড়ে ... ফোয়ারা কিংবা যে কূপে। রান্নার অনেক পাত্র মাটি দিয়ে তৈরি করা হতো। যে সমস্ত পানির উৎস ছিলো মাটিতে যেমন, কূয়ো– সেই সমস্ত কোন প্রাণীর মৃতদেহের স্পর্শে নাপাক হয়েছে বলে মনে করা হতো না।

১১:৪৪-৪৫। পবিত্র কর ... মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে এনেছি: আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের বংশধরদের একটা বড় জাতি হবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন (পয়দা ১২:১-৩)। পরে তিনি তাদের মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করে বের করে আনলেন (হিজ ১২:১৫) এবং মূসার মধ্য দিয়ে তাদের তিনি সিনাই পাহাড়ে আইন-কানুন বা শরীয়ত দিলেন (হিজ ১২–৪০)। ঐ সব আইন-কানুনের মধ্যে পাক-নাপাকীতার বিষয় সম্পর্কে আইন-কানুন ছিল। আল্লাহ্‌ যেহেতু ইসরাইল জাতিকে বেছে নিয়ে তাই তাদের আইন-কানুন দেন, তাদের অন্যান্য জাতির থেকে পৃথক হবার কথা ছিল যে জাতির লোকেরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতো, কিন্তু ইসরাইলের মত পাক-নাপাকীতার আইন-কানুন মানত না। "পবিত্র হও" ছিল একটা আদেশ, আর ঐ আদেশের পেছনে ছিল ইসরাইল জাতিকে তাঁর আশ্চর্য প্রেমে বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য মনোনীত করা।

১২:২ যে স্ত্রী গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করে। কোন স্ত্রীলোকের বাচ্চা হলে পর সে তার রক্তস্রাবের কারণে সাত দিন যাবৎ ধর্মীয়ভাবে নাপাক থাকত (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। পুরুষ শিশু হলে তার অষ্টম দিনে খৎনা করানো হতো। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের বংশধরদের জন্য খৎনার আদেশ দিয়েছিলেন তারা যে তাঁর মনোনীত জাতি তার একটা বাহ্যিক চিহ্নরূপ (পয়দা ১৭:১২-১৩, ৩৪:২১-২৩)। লূক ২:২১ আয়াত দেখুন।

১২:৫ যদি সে কন্যা প্রসব করে। দীর্ঘকাল নাপাক থাকার কারণ কি তা স্পষ্ট নয়।

১২:৬ পাক হবার দিন সম্পূর্ণ হলে সে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য। ১২:৪–৫ আয়াতে যে সময় সীমা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রসবের পরে রক্তস্রাব থেকে যে নাপাকীতা হতো তা থেকে পাক-পবিত্র হবার জন্য প্রয়োজন ছিল বলে মনে করা হতো। ঐ সময় শেষ হবার পরে আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য ঐ

নাদব/অবিহূ

নাদব ছিল হযরত হারুনের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র (হিজ ৬:২৩; শুমারী ৩:২)। তিনি হযরত মূসার সঙ্গে সিনাই পর্বতের উপরে উঠেন (হিজ ২৪:১,২,৯-১৫)। তিনি ও তার ভাইয়েরা ও তার পিতা সকলেই ইমাম হয়ে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করতেন (হিজ ২৮:১)। পরবর্তীতে তিনি ও তার ভাই নিষিদ্ধ পোড়ানো-কোরবানী দিতে গেলে আগুনে পুড়ে মারা যান (লেবীয় ১০:১,২; শুমারী ৩:৪; ২৬:৬০)।

অবীহূ ছিল হযরত হারুনের দ্বিতীয় পুত্র (হিজ ৬:২৩; লেবীয় ৩:২; ১ খান্দান ৬:৩)। তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে একই সময়ে পাক-পবিত্র হয়েছিলেন ইমামতীর কাজ করার জন্য (শুমারী ২৬:৬০; হিজ ২৮:১)। হযরত মূসা যখন পর্বতে আরোহণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা, তাঁর বড় ভাই ও সত্তর জন প্রাচীন নেতাকে সাথে করে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন (হিজ ২৪:১,৯)। নাদব ও তার ভাই ধূপদানীতে নাপাক আগুন জ্বালিয়ে অর্থাৎ ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌ থেকে আগুন না নিয়ে ধূপ কোরবানী করাতে আল্লাহ্‌ তাদেরকে সেখানেই আঘাত করেন এবং তারা মারা যান (লেবীয় ৬:৯)। পবিত্র স্থান থেকে তাদের লাশ বের করে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয় (লেবীয় ১০:১-১১; শুমারী ৩:৪; ২৬:৬১; ১ খান্দান ২৪:২)। যখন তারা ধূপ কোরবানী করছিল তখন হয়তো তারা মাতাল হয়েছিলেন। এর পরপরই ইমামদের মদ্য পান করা নিষিদ্ধ করা হয়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- হযরত হারুনের বড় ও মেঝ ছেলে।
- তার পিতার মৃত্যুর পর তারাই হতেন মহা-ইমাম।
- শরীয়ত-তাঁবু যখন মাবুদের জন্য পবিত্র করা হয় তখন সেই কাজে তারা যুক্ত ছিলেন।
- মাবুদের জন্য যা কিছু করা আদেশ করা হয়েছিল সেই সব তারা পালন করেছিলেন (লেবীয় ৮:৩৬)।

তাঁদের দুর্বলতাসমূহ:

- মাবুদের সরাসরি আদেশকে তারা নগন্যভাবে নিয়েছিলেন।

তাঁদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- গুনাহের শাস্তি যে মৃত্যু তাদের জীবন থেকে এই শিক্ষা বনি-ইসরাইলরা পেয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** সিনাই মরুভূমি
- **কাজ:** ইমাম হিসাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: হারুন, কাকা: মূসা ও ফুপু: মরিয়ম; ভাই: ইলিয়েশর ও ইথামর

মূল আয়াত: "আর হারুনের পুত্র নাদব ও অবীহূ নিজ নিজ ধূপদানী নিয়ে তাতে আগুন রাখল ও তার উপরে ধূপ দিয়ে মাবুদের সম্মুখে তাঁর হুকুম লঙ্ঘন করে অবৈধ আগুন নিবেদন করলো। তাতে মাবুদের সম্মুখ থেকে আগুন বের হয়ে তাদেরকে গ্রাস করলো আর তারা মাবুদের সম্মুখে ইন্তেকাল করলো" (লেবীয় ১০:১,২)।

নাদব ও অবিহূর কাহিনীটি লেবীয় ৮-১০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এছাড়া হিজরত ২৪:১, ৯:২৮; শুমারী ৩:২-৪; ২৬:৬০, ৬১ আয়াতে তাদের কথা পাওয়া যায়।

কোরবানী করে সেই স্ত্রীর জন্য কাফ্‌ফারা দেবে,
তাতে সে তার রক্তস্রাব থেকে পাক-সাফ হবে।
পুত্র কিংবা কন্যা প্রসবকারিণীর জন্য এই
ব্যবস্থা। [৮] যদি সে ভেড়ার বাচ্চা আনতে অক্ষম
হয় তবে দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা
নিয়ে তার একটি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য,
অন্যটি গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য দেবে; আর ইমাম
তার জন্য কাফ্‌ফারা দেবে, তাতে সে পাক-সাফ
হবে।

কুষ্ঠরোগ-বিষয়ক নিয়ম

১৩ [১] আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
[২] যদি কোন মানুষের শরীরের চামড়ায়
শোথ কিংবা স্ফোটক কিংবা শরীরের কোন অংশ
চকচকে বলে মনে হয়, আর তা শরীরের চামড়ায়
কুষ্ঠ রোগের ঘায়ের মত হয় তবে তাকে ইমাম
হারুনের কাছে কিংবা তার পুত্র ইমামদের মধ্যে
কারো কাছে আনতে হবে। [৩] পরে ইমাম তার
শরীরের চামড়াস্থিত ঘা দেখবে; যদি ঘায়ের লোম
সাদা রংয়ের হয়ে থাকে এবং ঘা যদি দেখতে
শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে
বলে মনে হয় তবে তা কুষ্ঠরোগের ঘা, তা দেখে
ইমাম তাকে নাপাক বলবে। [৪] আর চিক্কন চিহ্ন
যদি তার শরীরের চামড়ায় সাদা রংয়ের হয়,
কিন্তু দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে
গিয়ে না থাকে এবং তার লোম সাদা রংয়ের না
হয়ে থাকে তবে যার ঘা হয়েছে, ইমাম তাকে
সাত দিন রুদ্ধ করে রাখবে। [৫] পরে সপ্তম দিনে
ইমাম তাকে দেখবে; আর দেখ, যদি তার দৃষ্টিতে
ঘা সেরকম থাকে, চামড়ায় ঘা ছড়ানো না থাকে
তবে ইমাম তাকে আরও সাত দিন রুদ্ধ করে
রাখবে। [৬] আর সপ্তম দিনে ইমাম তাকে পুনর্বার
দেখবে; আর দেখ, যদি সেই ঘা মলিন হয়ে
থাকে ও চামড়ায় ছড়ানো না থাকে তবে ইমাম
তাকে পাক-সাফ বলে ঘোষণা করবে; সেটি
স্ফোটক; পরে সে তার কাপড় ধুয়ে নিয়ে পাক-
সাফ হবে। [৭] কিন্তু তাকে পাক-সাফ হবার জন্য
ইমামকে দেখান হলে পর যদি তার স্ফোটক
চামড়ায় ছড়ানো থাকে তবে আবার ইমামকে
দেখাতে হবে। [৮] তাতে ইমাম দেখবে, আর দেখ,
যদি তার স্ফোটক চামড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে থাকে
তবে ইমাম তাকে নাপাক বলবে, কারণ তা
কুষ্ঠরোগ।

[১৩:৬] শুমারী ৮:৭।

[১৩:৭] লূক ৫:১৪।

[১৩:১১] হিজ ৪:৬; শুমারী ১২:১০; মথি ৮:২।

[৯] কোন মানুষের কুষ্ঠরোগের ঘা হলে তাকে
ইমামের কাছে আনা হবে। [১০] পরে ইমাম
দেখবে; যদি তার চামড়ায় সাদা রংয়ের শোথ
থাকে এবং তার লোম সাদা রংয়ের হয়ে থাকে
ও শোথে কাঁচা মাংস থাকে, [১১] তবে তা তার
শরীরের চামড়ায় পুরানো কুষ্ঠ, আর ইমাম তাকে
নাপাক বলবে; রুদ্ধ করবে না; কেননা সে
নাপাক। [১২] আর চামড়ার সর্বত্র কুষ্ঠরোগ ছড়ানো
থাকলে যদি ইমামের দৃষ্টিগোচরে ঘা বিশিষ্ট
ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত চামড়া
কুষ্ঠরোগে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, [১৩] তবে ইমাম তা
দেখবে; আর দেখ, যদি তার সর্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে
আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তবে সে, যার ঘা হয়েছে,
তাকে পাক-সাফ বলে ঘোষণা করবে; তার
সর্বাঙ্গই সাদা হল, সে পাক-সাফ। [১৪] কিন্তু যখন
তার শরীরে কাঁচা মাংস প্রকাশ পায়, তখন সে
নাপাক হবে। [১৫] ইমাম তার কাঁচা মাংস দেখে
তাকে নাপাক বলবে; সেই কাঁচা মাংস নাপাক;
তা কুষ্ঠ। [১৬] আর সে কাঁচা মাংস যদি পুনর্বার
সাদা রংয়ের হয় তবে সে ইমামের কাছে যাবে,
[১৭] আর ইমাম তাকে দেখবে; আর দেখ যদি
তার ঘা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে তবে ইমাম,
যার ঘা হয়েছে, তাকে পাক-সাফ বলে ঘোষণা
করবে; সে পাক-সাফ।
[১৮] আর শরীরের চামড়ায় স্ফোটক হয়ে ভাল
হলে পর, [১৯] যদি সেই স্ফোটকের স্থানে সাদা
রংয়ের শোথ কিংবা সাদা ও কিছু অংশ লাল্‌চে-
সাদা চক্‌চকে দেখা যায় তবে ইমামের কাছে তা
দেখাতে হবে। [২০] আর ইমাম তা দেখবে, আর
দেখ, যদি তার দৃষ্টিতে তা চামড়া ছাড়িয়ে আরও
গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয় ও তার লোম
সাদা রংয়ের হয়ে থাকে তবে, ইমাম তাকে
নাপাক বলবে; তা স্ফোটকে উৎপন্ন কুষ্ঠ রোগের
ঘা। [২১] কিন্তু যদি ইমাম তাতে সাদা রংয়ের
লোম না দেখে এবং তা চামড়া ছাড়িয়ে আরও
গভীরে চলে গেছে বলে মনে না হয় ও মলিন হয়
তবে ইমাম তাকে সাতদিন রুদ্ধ করে রাখবে।
[২২] পরে তা যদি চামড়ায় ছড়িয়ে পরে তবে
ইমাম তাকে নাপাক বলবে; সেটি ঘা। [২৩] কিন্তু
যদি সেই চক্‌চকে চিহ্ন স্বস্থানে থাকে ও না বাড়ে
তবে তা স্ফোটকের দাগ; ইমাম তাকে পাক-সাফ
বলে ঘোষণা করবে।

স্ত্রীলোককে অবশ্যই একটা কোরবানী নিয়ে (১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং একটা গুনাহ্‌-কোরবানী দিয়ে আসতে হতো (৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)। ঐ গুনাহ্‌-কোরবানী ছিল তার পাক-পবিত্র করণের কোরবানী যার ফলে ঐ স্ত্রীলোক আবার এবাদত করার স্থানে যাবার উপযুক্ত হতো (লূক ২:২৪ ও দেখুন)।

১৩:৩ তবে তা কুষ্ঠরোগের ঘা। ইবরানী যে শব্দকে "কুষ্ঠরোগ" অনুবাদ করা হয়েছে তার দ্বারা সকল রকমের চর্মরোগই বুঝানো হতো। পাক-নাপাকীতার কড়া নিয়ম-কানুনের দ্বারা নানা প্রকার ছোঁয়াচে চর্মরোগ ছড়িয়ে পড়াকে বাঁধা দেয়া হতো। অনেক রকমের চর্মরোগ খুব ছোঁয়াচে ছিল। অনেক রকমের কুষ্ঠরোগ (বা চর্মরোগ) খুব মারাত্মক ও ছোঁয়াচে ছিল। কিন্তু কিছু কিছু চর্মরোগ ও ঘা ছোঁয়াচে ছিল না। তবুও যে কোন চর্মরোগীকে নাপাক মনে করা হতো। আরো দেখুন শুমারী ৫:২-৪, দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:৮-৯।

১৩:৫ সপ্তম দিনে। ৪:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৮ স্ফোটক চামড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে থাকে। ছড়িয়ে না পড়া ফুসকুড়িকে নাপাক বলা হতো না।

১৩:১৮-১৯ স্ফোটক। স্ফোটক বা ফোঁড়ার মধ্যে হয়তো সাধারণ ফোঁড়া ছাড়াও চামড়ায় কোন সংক্রমনের ফলে ফুলাকেও বুঝাত।

২৪ আর যদি শরীরের চামড়ায় আগুনে পুড়ে
যায় ও সেই পুড়ে যাওয়া কাঁচা স্থানে কিছুটা রক্ত
মিশানো সাদা রংয়ের কিংবা কেবল সাদা রংয়ের
চক্চকে কোন কিছু দেখা যায়, ২৫ তবে ইমাম তা
দেখবে; আর দেখ, চিক্কন চিহ্নে স্থিত লোম যদি
সাদা রংয়ের হয় ও দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে আরও
গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয় তবে তা আগুনে
পুড়ে যাওয়া স্থানে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ; অতএব
ইমাম তাকে নাপাক বলবে, তা কুষ্ঠরোগের ঘা।
২৬ কিন্তু যদি ইমাম দেখে, চক্চকে দাগে স্থিত
লোম সাদা রংয়ের নয় ও চিহ্নটি চামড়া ছাড়িয়ে
আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে না হয়, কিন্তু
মলিন তবে ইমাম তাকে সাতদিন রুদ্ধ করে
রাখবে। ২৭ পরে সপ্তম দিনে ইমাম তাকে
দেখবে; যদি চামড়ায় ঐ রোগ ছড়ানো থাকে
তবে ইমাম তাকে নাপাক বলবে; তা কুষ্ঠ রোগের
ঘা। ২৮ আর যদি চিক্কন চিহ্ন স্বস্থানে থাকে,
চামড়ায় বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু মলিন হয় তবে তা
পুড়ে যাওয়া স্থানের শোথ; ইমাম তাকে পাক-
সাফ বলে ঘোষণা করবে, কেননা তা আগুনে
পোড়া ক্ষতের চিহ্ন।
২৯ আর পুরুষের কিংবা স্ত্রীর মাথায় বা
দাড়িতে ঘা হলে ইমাম সেই ঘা দেখবে; ৩০ আর
দেখ, যদি তা দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে আরও
গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয় ও হলুদ রংয়ের
সূক্ষ্ম লোম থাকে তবে ইমাম তাকে নাপাক
বলবে; সেটি ছুলি, সেটি মাথার বা দাড়ির কুষ্ঠ।
৩১ আর ইমাম যদি ছুলির ঘা দেখে, আর দেখ,
তার দৃষ্টিতে সেটি চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে
চলে গেছে বলে মনে না হয় ও তাতে কালো
রংয়ের লোম না থাকে তবে ইমাম সেই ছুলির ঘা
বিশিষ্টা ব্যক্তিকে সাতদিন রুদ্ধ করে রাখবে।
৩২ পরে সপ্তম দিনে ইমাম ঘা দেখবে; আর দেখ,
যদি সেই ছুলি বৃদ্ধি না পায় ও তাতে হলুদ
রংয়ের লোম না হয়ে থাকে এবং দেখতে চামড়া
ছাড়িয়ে ছুলি আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে
না হয়, ৩৩ তবে ছুলির জায়গা বাদ দিয়ে অন্যান্য
চুল কামিয়ে ফেলতে হবে; পরে ইমাম ঐ ছুলি
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আর সাত দিন রুদ্ধ করে
রাখবে। ৩৪ আর সপ্তম দিনে ইমাম সেই ছুলি
দেখবে; আর দেখ, যদি সেই ছুলি চামড়ায় বৃদ্ধি
না পায় ও দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে
চলে গিয়ে না থাকে তবে ইমাম তাকে পাক-সাফ
বলে ঘোষণা করবে; পরে সে তার কাপড় ধুয়ে
নিয়ে পাক-সাফ হবে।

[১৩:৪০] ২বাদশা ২:২৩; ইশা ৩:২৪; ১৫:২; ২:১২; ইহি ২৭:৩১; ২৯:১৮; আমোস ৮:১০; মীখা ১:১৬।

[১৩:৪৫] ইহি ২৪:১৭, ২২; মীখা ৩:৭; মাতম ৪:১৫; লূক ১৭:১২।

[১৩:৪৬] শুমারী ৫:১-৪; ১২:১৪; ২বাদশা ৭:৩; ১৫:৫।

৩৫ আর পাক-সাফ হলে পর যদি তার
চামড়ায় সেই ছুলি ছড়িয়ে যায়, ৩৬ তবে ইমাম
তাকে দেখবে; আর দেখ, যদি তার চামড়ায় ছুলি
বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে ইমাম হলুদ রংয়ের
লোমের খোঁজ করবে না; সে নাপাক। ৩৭ কিন্তু
তার দৃষ্টিতে যদি ছুলি না বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ও
তাতে কালো রংয়ের লোম উঠে থাকে তবে সেই
ছুলির উপশম হয়েছে, সে পাক-পবিত্র; ইমাম
তাকে পাক-সাফ বলে ঘোষণা করবে।
৩৮ আর যদি কোন পুরুষের কিংবা স্ত্রীর
শরীরের চামড়ায় স্থানে স্থানে চক্চকে দাগ দেখা
দেয় অর্থাৎ সাদা রংয়ের চক্চকে দাগ হয় তবে
ইমাম তা দেখবে; ৩৯ আর দেখ, যদি তার
চামড়ানির্গত চক্চকে দাগ মলিন সাদা রংয়ের
হয় তবে তা চামড়ায় উৎপন্ন নিখুঁত স্ফোটক; সে
পাক-সাফ।
৪০ আর যে মানুষের চুল মাথা থেকে খসে
পড়ে, সে নেড়া, সে পাক-সাফ। ৪১ আর যার
চুল মাথার প্রান্ত থেকে খসে পড়ে, সে কপালে
নেড়া, সে পাক-সাফ। ৪২ কিন্তু যদি নেড়া মাথায়
বা নেড়া কপালে কিছুটা রক্ত মিশানো সাদা
রংয়ের ঘা হয় তবে তা তার নেড়া মাথায় কিংবা
নেড়া কপালে উৎপন্ন কুষ্ঠ। ৪৩ ইমাম তাকে
দেখবে; আর দেখ, যদি শরীরের চামড়াস্থিত
কুষ্ঠের মত নেড়া মাথায় কিংবা নেড়া কপালে
কিছুটা রক্ত মিশানো সাদা রংয়ের ঘা হয়ে থাকে
তবে সে কুষ্ঠী, সে নাপাক; ৪৪ ইমাম তাকে
অবশ্য নাপাক বলবে; তার ঘা তার মাথার
উপর।
৪৫ আর যে কুষ্ঠীর ঘা হয়েছে, তার কাপড়
ছেঁড়া যাবে ও তার মাথার চুল এলোমেলো
থাকবে ও সে তার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে
‘নাপাক, নাপাক’ এই আওয়াজ করবে। ৪৬ যত
দিন তার শরীরে ঘা থাকবে, তত দিন সে নাপাক
থাকবে; সে নাপাক; সে একাকী বাস করবে,
শিবিরের বাইরে তার বাসস্থান হবে।
৪৭ আর লোমের কাপড়ে কিংবা মসীনার
কাপড়ে যদি কুষ্ঠ রোগের ছত্রাক দেখা দেয়,
৪৮ লোমের কিংবা মসীনার তানাতে বা
পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিংবা চামড়ায় বা চামড়া
দিয়ে তৈরি কোন দ্রব্যে যদি হয়, ৪৯ এবং
কাপড়ে কিংবা চামড়ায় কিংবা তানাতে বা
পড়িয়ানেতে কিংবা চামড়া দিয়ে তৈরি কোন
দ্রব্যে যদি কিছুটা সবুজ রংয়ের কিংবা কিছুটা
লাল রংয়ের ছত্রাক হয় তবে তা কুষ্ঠরোগের

১৩:২৫ আগুনে পুড়ে যাওয়া স্থানে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ। পোড়া কুষ্ঠরোগে পরিণত হয় না। কিন্তু তা যদি সংক্রামিত হয়ে যায় তাহলে তাকে কুষ্ঠরোগ বা নাপাক বলে ধরা হতো। ১৩:৩ এর নোটও দেখুন।

১৩:২৯ মাথায় বা দাড়িতে ঘা হলে। মাথায় বা চামড়ার উপরের ঘা যা ছড়িয়ে যেত না তাকে সাত দিন পড়ে তাদের কাপড়-চোপড় ধোয়ার পড়ে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করা হতো (১৩:৩)। মাথার সাধারণ টাকের জন্য কাউকে নাপাক বলা হতো না, কিন্তু টাকের উপরে যদি কোন ঘা ইত্যাদি দেখা যেত তাহলে তাকে নাপাক বলা হতো।

১৩:৪৫ তার কাপড় ছেঁড়া ... চুল এলোমেলো থাকবে। ছেড়া কাপড় পড়া ছিল শোকের চিহ্ন। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৪৭-৫২ কুষ্ঠ রোগের ছত্রাক ... ছত্রাক। ছাৎলার জন্য কাপড়-চোপড় ও চামড়া নাপাক হয়ে যেত। যারা ছত্রাক পড়া কাপড়-চোপড় পড়তো তাদের ধর্মীয়ভাবে নাপাক মনে করা হতো। যদি ছত্রাক চামড়ার তৈরি কোন কিছুর উপরে অথবা কোন পোশাকে দেখা যেত তাহলে তাকে নষ্ট করে ফেলতে হতো।

BACIB
International Bible
CHURCH

ছত্রাক; তা ইমামকে দেখাতে হবে; ৫০ পরে ইমাম
ঐ ছত্রাক দেখে ছত্রাক-যুক্ত বস্তু সাত দিন রুদ্ধ
করে রাখবে। ৫১ পরে সপ্তম দিনে ইমাম ঐ
ছত্রাক দেখবে, যদি কাপড়ে কিংবা তানাতে
কিংবা পড়িয়ানেতে কিংবা চামড়ায় কিংবা চামড়া
দিয়ে তৈরি দ্রব্যে সেই ছত্রাক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে
তবে তা সংহারক কুষ্ঠ; তা নাপাক। ৫২ অতএব
কাপড় কিংবা লোম দ্বারা তৈরি বা মসীনা দ্বারা
তৈরি তানা বা পড়িয়ান কিংবা চামড়া দ্বারা তৈরি
দ্রব্য, যা কিছুতে সেই ছত্রাক দেখা যায়, তা সে
পুড়িয়ে ফেলবে; কারণ তা সংহারক কুষ্ঠ, তা
আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।
৫৩ কিন্তু ইমাম দেখবে; আর দেখ, যদি সেই
ছত্রাক কাপড়ে কিংবা তানাতে বা পড়িয়ানেতে
কিংবা চামড়ার কোন দ্রব্যে বৃদ্ধি না পায়, ৫৪ তবে
ইমাম সেই ছত্রাক-বিশিষ্ট দ্রব্য ধুয়ে ফেলবার
হুকুম দেবে এবং আর সাত দিন তা বন্ধ করে
রাখবে। ৫৫ ধোয়া হলে পর ইমাম সেই ছত্রাক
দেখবে; আর দেখ, সেই ছত্রাক যদি অন্য রংয়ের
না হয়ে থাকে ও সেই ছত্রাক যদি বৃদ্ধি না পেয়ে
থাকে তবে তা নাপাক, তুমি তা আগুনে পুড়িয়ে
দেবে; সেটা ভিতরে কিংবা বাইরে উৎপন্ন ক্ষত।
৫৬ কিন্তু যদি ইমাম দেখে, আর দেখ, ধোয়ার
পরে ইমামের দৃষ্টিতে যদি সেই ছত্রাক মলিন হয়
তবে সে ঐ কাপড় থেকে কিংবা চামড়া থেকে
কিংবা তানা বা পড়িয়ান থেকে তা ছিঁড়ে
ফেলবে। ৫৭ তবুও যদি সেই কাপড়ে কিংবা
তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিংবা চামড়া দিয়ে তৈরি
কোন দ্রব্যে তা পুনরায় দেখা যায় তবে তা
ব্যাপক কুষ্ঠ; যাতে সেই ছত্রাক থাকে, তা তুমি
আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৫৮ আর যে কাপড় কিংবা
কাপড়ের তানা বা পড়িয়ান কিংবা চামড়ার যে
কোন দ্রব্য ধুয়ে ফেলবে, তা থেকে যদি সেই
ছত্রাক দূর হয় তবে দ্বিতীয়বার তা ধুয়ে ফেলবে;
তাতে তা পাক-সাফ হবে।
৫৯ লোমের কিংবা মসীনার তৈরি কাপড়ের
কিংবা তানার বা পড়িয়ানের কিংবা চামড়া দিয়ে
তৈরি কোন পাত্রের কুষ্ঠ হলে পাক-নাপাক
নির্ধারণের বিষয়ে এই ব্যবস্থা।

[১৩:৫০] ইহি ৪৪:২৩।
[১৪:২] দ্বি:বি ২৪:৮; মথি ৮:২-৪; মার্ক ১:৪০-৪৪; লূক ৫:১২-১৪; ১৭:১৪।
[১৪:৪] হিজ ১২:২২; শুমারী ১৯:৬; জবুর ৫১:৭।
[১৪:৭] ২বাদশা ৫:১০, ১৪; ইশা ৫২:১৫; ইহি ৩৬:২৫।
[১৪:৮] হিজ ২৯:৪; শুমারী ১৯:৭, ৮; ২খান্দান ২৬:২১।
[১৪:৯] দ্বি:বি ২১:১২।
[১৪:১০] শুমারী ৬:১০; মথি ৮:৪; মার্ক ১:৪৪; লূক ৫:১৪।

কুষ্ঠরোগী ও তার বাড়ি-ঘরের পাক-সাফ হবার ব্যবস্থা

১৪ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ কুষ্ঠরোগীর
পাক-সাফ হবার দিনে তার পক্ষে এই
ব্যবস্থা হবে; তাকে ইমামের কাছে আনা হবে।
৩ ইমাম শিবিরের বাইরে গিয়ে দেখবে; যদি
কুষ্ঠীর কুষ্ঠরোগের ঘায়ের উপশম হয়ে থাকে,
৪ তবে যাকে পাক-সাফ করা হবে সেই ব্যক্তির
জন্য ইমাম দু'টি জীবিত হালাল পাখি, এরস
কাঠ, লাল রংয়ের লোম ও এসোব, ৫ এসব
নিতে হুকুম করবে। আর ইমাম মাটির পাত্রে
স্রোতের পানির উপরে একটি পাখি জবেহ্
করতে হুকুম করবে। ৬ পরে সে ঐ জীবিত
পাখি, এরস কাঠ, লাল রংয়ের লোম ও এসোব
নিয়ে ঐ স্রোতের পানির উপরে হত পাখির রক্তে
জীবিত পাখির সঙ্গে সেসব ডুবাবে, ৭ এবং কুষ্ঠ
থেকে যাকে পাক-সাফ করা হবে সেই ব্যক্তির
উপরে সাতবার ছিটিয়ে তাকে পাক-সাফ বলে
ঘোষণা করবে এবং ঐ জীবিত পাখিকে মাঠের
দিকে ছেড়ে দেবে। ৮ তখন যাকে পাক-সাফ
করা হবে সেই ব্যক্তি নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে
ও সমস্ত চুল কামিয়ে নিয়ে পানিতে গোসল
করবে, তাতে সে পাক-সাফ হবে; তারপর সে
শিবিরে প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু সাত দিন
তার তাঁবুর বাইরে থাকবে। ৯ পরে সপ্তম দিনে
সে তার মাথার চুল, দাড়ি, ভ্রূ ও সর্বাঙ্গের লোম
কামাবে এবং তার কাপড় ধুয়ে ফেলে সে
পানিতে গোসল করে পাক-সাফ হবে।
১০ পরে অষ্টম দিনে সে নিখুঁত দু'টি ভেড়ার
বাচ্চা, এক বছর বয়সের নিখুঁত একটি ভেড়ীর
বাচ্চা ও শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো
(এক ঐফা) সুজির দশ অংশের তিন অংশ ও
এক লোগ তেল নেবে। ১১ পরে পাক-সাফকারী
ইমাম যাকে পাক-সাফ করা হবে ঐ লোকটিকে
এবং ঐ সমস্ত বস্তু নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার
কাছে মাবুদের সম্মুখে স্থাপন করবে। ১২ পরে
ইমাম একটি ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে দোষ-কোরবানী

১৪:২-৩ কুষ্ঠরোগী। ১৩:৩ এর দেখুন: কোন ব্যক্তি যদি কুষ্ঠরোগ থেকে ভাল হতো তাহলে তাকে ইমামের কাছে গিয়ে দেখা করতে হতো। ইমাম তাকে পরীক্ষা করে দেখতেন যে, আসলেই তার ঐ রোগ সেড়েছে কি-না। ইমাম তাকে সুস্থ্য বলে ঘোষণা দিলে পর সে একটা নির্দিষ্ট কোরবানী-অনুষ্ঠান করার পরেই সে তার সমাজে আগের মত স্থান পেত। এই ব্যবস্থাটা ঈসা জানতেন বলেই যেসব কুষ্ঠরোগীকে তিনি সুস্থ্য করেছিলেন তাদেরকে ইমামদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। দেখুন মথি ৮:৪, মার্ক ১:৪৪, লূক ৫:১৪, ১৭:১৪ ।

১৪:৪ দু'টি জীবিত হালাল পাখি। ১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৫-৭ একটি পাখি জবেহ্ করতে হুকুম করবে ... ঐ জীবিত পাখিকে মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে। মেসোপটেমিয়ায় কাঠ দিয়ে পানি পবিত্র করার অনুষ্ঠান করা হতো। এখানে এরস কাঠের কথা বলা হয়েছে, মনে হয় তার লাল্‌চে রংয়ের কারণে। লালচে রং ও লাল্‌চে সুতা ছিল জীবন ও রক্তের প্রতীক। এসোব গাছের লোমযুক্ত ডাল ও পাতায় অনেক জলীয় পদার্থ ধরে রাখে বলে তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোন কিছু ছিটিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হতো (হিজ ১২:২২, শুমারী ১৯:৬,১৭, ইব ৯:১৯)। ৪: ৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন। ঐ ডাল ও জীবিত পাখীটি ইমাম পানির উপরে জবেহ্ করা পাখীটার রক্তে ডুবাবে। বিশ্বাস করা হতো যে, নাপাক ব্যক্তির নাপাকীতা ঐ রক্তের মধ্যে চলে যাওয়া রক্তের পাক-পবিত্র করার শক্তি আছে। পরে ঐ জীবিত পাখীটাকে ছেড়ে দেয়া হতো ও সে ঐ নাপাকীতা নিয়ে উড়ে যেত।

১৪:৮ কাপড় ধুয়ে ফেলবে ... গোসল করবে। দু'বার ধোয়া ও কামাবার পরে, তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ও সাত দিন তার তাঁবুর বাইরে থাকার পরে আবার তাকে পাক-পবিত্র মনে করা হতো এবং তখন পরিবার ও ইসরাইল সমাজের এক লোক হিসাবে তাকে আবার গ্রহণ করা হতো।

১৪:১২ দোষ-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। ৭:১ আয়াতের নোট দেখুন। ঐ কোরবানীর একটা অংশ উপরে

হিসেবে কোরবানী করবে এবং সেটিকে ও সেই
এক লোগ তেল দোলনীয় উপহার হিসেবে
মাবুদের সম্মুখে দোলাবে। ১৩ যে স্থানে গুনাহ্-
কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানীর পশু জবেহ্
করা হয়, সেই পবিত্র স্থানে ঐ ভেড়ার বাচ্চাটি
জবেহ্ করবে, কেননা দোষ-কোরবানী গুনাহ্-
কোরবানীর মতই ইমামের অংশ; তা অতি
পবিত্র। ১৪ পরে ইমাম ঐ দোষ-কোরবানীর
কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে যাকে পাক-সাফ করা হবে ঐ
ব্যক্তির ডান কানের লতিতে, ডান হাতের
বৃদ্ধাঙ্গুলে ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে দেবে। ১৫ আর
ইমাম এই এক লোগ তেলের কিছু পরিমাণ নিয়ে
নিজের বাম হাতের তালুতে ঢালবে। ১৬ পরে
ইমাম সেই বাম হাতে থাকা তেলে তার ডান
হাতের আঙ্গুল ডুবিয়ে আঙ্গুল দ্বারা সেই তেল
থেকে কিঞ্চিৎ তেল সাতবার মাবুদের সম্মুখে
ছিটিয়ে দেবে। ১৭ আর তার হাতের অবশিষ্ট
তেলের কিছু পরিমাণ নিয়ে ইমাম যাকে পাক-
সাফ করা হবে সেই ব্যক্তির ডান কানের লতিতে,
ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে ঐ
দোষ-কোরবানীর রক্তের উপরে দেবে। ১৮ পরে
ইমাম নিজের হাতে থাকা অবশিষ্ট তেল নিয়ে
যাকে পাক-সাফ করা হবে, ঐ ব্যক্তির মাথায়
দেবে এবং ইমাম মাবুদের সম্মুখে তার জন্য
কাফ্ফারা দেবে। ১৯ আর ইমাম গুনাহ্-কোরবানী
করবে এবং যাকে পাক-সাফ করা হবে সেই
ব্যক্তির নাপাকীতার জন্য কাফ্ফারা দেবে,
তারপর পোড়ানো-কোরবানীর পশু কোরবানী
দিবে। ২০ আর ইমাম পোড়ানো-কোরবানী ও
শস্য-উৎসর্গ কোরবানগাহে কোরবানী করবে এবং
ইমাম তার জন্য কাফ্ফারা দেবে; তাতে সে
পাক-সাফ হবে।

২১ আর সেই ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, এত
জিনিস আনতে তার সঙ্গতি না থাকে তবে সে
তার জন্য কাফ্ফারা করার জন্য দোলনীয় দোষ-
কোরবানীর জন্য একটি ভেড়ার বাচ্চা ও শস্য-
উৎসর্গ, তেল মিশানো (এক ঐফা) সুজির দশ
অংশের এক অংশ ও এক লোগ তেল; ২২ এবং
তার সঙ্গতি অনুসারে দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি
কবুতরের বাচ্চা আনবে; তার একটি গুনাহ্-
কোরবানীর জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানীর
জন্য। ২৩ পরে অষ্টম দিনে সে নিজে পাক-সাফ
হবার জন্য জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
মাবুদের সম্মুখে ইমামের কাছে সেগুলো নিয়ে
আসবে। ২৪ পরে ইমাম দোষ-কোরবানীর
ভেড়ার বাচ্চা ও উক্ত এক লোগ তেল নিয়ে
মাবুদের সম্মুখে দোলনীয় উপহার হিসেবে তা
দোলাবে। ২৫ পরে সে দোষ-কোরবানীর ভেড়ার
বাচ্চা জবেহ্ করবে এবং ইমাম দোষ-
কোরবানীর কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে যাকে পাক-সাফ
করা হবে সেই ব্যক্তির ডান কানের লতিতে ও
তার ডান হাত ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে দেবে।
২৬ পরে ইমাম সেই তেল থেকে কিঞ্চিৎ নিয়ে
নিজের বাম হাতের তালুতে ঢালবে। ২৭ আর
ইমাম ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতে থাকা
তেল থেকে কিছু অংশ নিয়ে তা সাতবার
মাবুদের সম্মুখে ছিটিয়ে দেবে। ২৮ আর ইমাম
তার হাতের তেল থেকে কিঞ্চিৎ নিয়ে যাকে
পাক-সাফ করা হবে সেই ব্যক্তির ডান কানের
লতিতে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে ও ডান পায়ের
বৃদ্ধাঙ্গুলে দোষ-কোরবানীর রক্তের স্থানের উপরে
দেবে। ২৯ আর ইমাম যাকে পাক-সাফ করা হবে
সেই ব্যক্তির জন্য মাবুদের সম্মুখে কাফ্ফারা
করার জন্য তার হাতের অবশিষ্ট তেল তার
মাথায় দেবে। ৩০ পরে সে সঙ্গতি অনুসারে
দেওয়া দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চার
মধ্যে একটি কোরবানী করবে; ৩১ অর্থাৎ তার
সঙ্গতি অনুসারে শস্য-উৎসর্গের সঙ্গে একটি
গুনাহ্-কোরবানীর জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-
কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে এবং ইমাম
সেই ব্যক্তির জন্য মাবুদের সম্মুখে কাফ্ফারা
দেবে। ৩২ কুষ্ঠরোগের ঘা বিশিষ্ট যে ব্যক্তি তার
পাক-সাফ ব্যাপারে অসমর্থ, তার নিজের জন্য
এই ব্যবস্থা।

৩৩ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
৩৪ আমি যে দেশ অধিকার হিসেবে
তোমাদেরকে দেব, সেই কেনান দেশে
তোমাদের প্রবেশের পর যদি আমি তোমাদের
অধিকৃত দেশের কোন বাড়িতে কুষ্ঠরোগের
ছত্রাক উৎপন্ন করি, ৩৫ তবে সে বাড়ির মালিক
এসে ইমামকে এই সংবাদ দেবে, আমার মনে
হয় বাড়িতে কলঙ্কের মত দেখা দিচ্ছে।
৩৬ তারপর বাড়ির সকল বস্তু যেন নাপাক না
হয়, এজন্য ঐ ছত্রাক দেখবার জন্য ইমামের

[১৪:১২] হিজ ২৯:২৪।
[১৪:১৩] হিজ ২৯:১১।
[১৪:১৪] হিজ ২৯:২০।
[১৪:২৪] শুমারী ৬:১৪।
[১৪:২৫] হিজ ২৯:২০।
[১৪:৩৪] পয়দা ১৭:৮; ৪৮:৪; শুমারী ২৭:১২; ৩২:২২; দ্বি:বি ৩:২৭; ৭:১; ৩২:৪৯।

তুলে দোলাবে কারণ তা মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করা (৭:২৯-৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। এই কোরবানী করা হতো যদি ঐ ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় কোন পবিত্র বস্তু স্পর্শ করে থাকত ও পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে থাকত। অন্য ধরনের কোরবানীর মত এটাও জমায়েত-তাঁবুর দরজার পাশে করতে হতো (১:১-৩, ৪:৪ দেখুন)।

১৪:১৪-১৬ কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে ... বৃদ্ধাঙ্গুলে দেবে ... সম্মুখে ছিটিয়ে দেবে। ১:৫ (রক্ত), ৮:৩ ও ৪:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১৭ তেলের। ২:১ জলপাই তেল ও ৬:২০ অভিষিক্ত আয়াতের নোট দেখুন। রক্তের সঙ্গে মেশানো তেলে পবিত্র করার শক্তি ছিল বলে বিশ্বাস করতো (৮:৩০ দেখুন)।

১৪:১৮-২০ তার জন্য কাফ্ফারা দেবে ... পোড়ানো-কোরবানী ও শস্য-উৎসর্গ। ৪:২ ও ১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২১ সে ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়। ইসরাইলরা তাদের মধ্যে গরীব লোকদের প্রতি কিরূপে ব্যবহার করবে সে বিষয়ে শরীয়তে অনেক হুকুম দেওয়া আছে। ২৫:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২১ ইমাম ... দোলাবে। ৭:২৯-৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৩৪ সেই কেনান দেশে। কেনান দেশ ছিল সেই দেশ যা আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর বংশধরদের জন্য দেবেন (পয়দা ১৭:৭-৮, হিজ ৩:৮)।

১৪:৩৪ কুষ্ঠরোগের ছত্রাক। ১৩:৪৭-৫২ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রবেশের আগে ঘরটি শূন্য করতে ইমাম হুকুম
করবে; পরে ইমাম ঘর দেখতে সেখানে প্রবেশ
করবে। ৩৭ আর সে সেই ছত্রাক দেখবে; আর
দেখ, যদি ঘরের দেয়ালে ছত্রাক নিম্ন ও কিছুটা
সবুজ কিংবা লাল রংয়ের হয় এবং তার দৃষ্টিতে
দেয়ালের ভিতরের দিকে ছড়িয়ে গেছে মনে হয়,
৩৮ তবে ইমাম ঘরের দরজা থেকে বের হয়ে
গিয়ে সাত দিন ঐ ঘরটি বন্ধ করে রাখবে।
৩৯ সপ্তম দিনে ইমাম পুনর্বার এসে দেখবে; যদি
ঘরের দেয়ালে সেই ছত্রাক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে,
৪০ তবে ইমাম হুকুম করবে, যেন কলঙ্কবিশিষ্ট
সমস্ত পাথর উৎপাটন করে লোকেরা নগরের
বাইরে নাপাক স্থানে নিক্ষেপ করে। ৪১ পরে সে
ঘরের ভিতরের চারদিক ঘষা-মাজা করাবে ও
তারা সেই ঘষা-মাজার ধূলা নগরের বাইরে
নাপাক স্থানে ফেলে দেবে। ৪২ আর তারা অন্য
পাথর নিয়ে সেই পাথরের স্থানে বসাবে ও অন্য
প্রলেপ নিয়ে ঘর লেপন করবে।
৪৩ এভাবে পাথর উৎপাটন এবং বাড়ি ঘষা-
মাজা ও লেপন করলে পর যদি পুনর্বার ছত্রাক
জন্মে ঘরটিতে বিস্তৃত হয় তবে ইমাম এসে
দেখবে; ৪৪ আর দেখ, যদি ঐ ঘরে ছত্রাক বৃদ্ধি
পেয়ে থাকে তবে সেই ঘরে সংহারক কুষ্ঠ আছে,
সেই ঘর নাপাক। ৪৫ লোকেরা ঐ ঘর ভেঙে
ফেলবে এবং বাড়ির পাথর, কাঠ ও সমস্ত প্রলেপ
নগরের বাইরে নাপাক স্থানে নিয়ে যাবে। ৪৬ আর
ঐ ঘর যতদিন রুদ্ধ থাকে, ততদিন যদি কেউ
তার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক
থাকবে। ৪৭ আর যে কেউ সেই ঘরে শয়ন করে,
সে তার কাপড় ধুয়ে ফেলবে এবং যে কেউ সেই
ঘরে আহার করে, সেও নিজের কাপড় ধুয়ে
ফেলবে।
৪৮ আর যদি ইমাম প্রবেশ করে দেখে, সেই
ঘর লেপনের পর ছত্রাক আর বাড়ে নি তবে
ইমাম সেই বাড়িকে পাক-সাফ বলে ঘোষণা
করবে, কেননা কলঙ্কের উপশম হয়েছে। ৪৯ পরে
সে ঐ ঘর পাক-পবিত্র করার জন্য দু'টি পাখি,
এরস কাঠ, লাল রংয়ের লোম ও এসোব গাছের
ডাল নেবে, ৫০ এবং মাটির পাত্রে স্রোতের পানির
উপরে একটি পাখি জবেহ্ করবে। ৫১ পরে সে ঐ
এরস কাঠ, এসোব, লাল রংয়ের লোম ও জীবিত
পাখি, এসব নিয়ে হত পাখির রক্তে ও স্রোতের
পানিতে ডুবিয়ে সাতবার বাড়িতে ছিটিয়ে দেবে।

[১৪:৪৯] ১বাদশা ৪:৩৩।
[১৪:৫১] জবুর ৫১:৭।
[১৫:২] শুমারী ৫:২; ২শামু ৩:২৯; মথি ৯:২০।
[১৫:৮] শুমারী ১২:১৪।
[১৫:১০] শুমারী ১৯:১০।

৫২ এভাবে পাখির রক্ত, স্রোতের পানি, জীবিত
পাখি, এরস কাঠ, এসোব ও লাল রংয়ের লোম,
এই সমস্ত বিষয়গুলো দিয়ে সেই ঘর পাক-পবিত্র
করবে। ৫৩ পরে ঐ জীবিত পাখিকে নগরের
বাইরে মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে এবং বাড়ির
জন্য কাফ্‌ফারা দেবে; তাতে তা পাক-সাফ
হবে।
৫৪ এই ব্যবস্থা সমস্ত রকম কুষ্ঠরোগের,
শ্বেতিরোগের, ৫৫ কাপড়ের মধ্যস্থিত কুষ্ঠের ও
ঘরের, ৫৬ এবং শোথ, স্ফোটক ও চিক্কন চিহ্নের;
৫৭ এই সব দিক থেকে মানুষ কখন নাপাক ও
কখন পাক-সাফ হয়, তা জানতে পারা যায়;
কুষ্ঠরোগের এই ব্যবস্থা।

পাক-নাপাক বিষয়ক নানা নিয়ম

১৫ ১ আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে
বললেন, ২ তোমরা বনি-
ইসরাইলদেরকে এই কথা বল, পুরুষের শরীরে
প্রমেহ হলে সেই প্রমেহে সে নাপাক হবে।
৩ তার প্রমেহের জন্য নাপাকীতার নিয়ম এই
রকম: তার শরীর থেকে প্রমেহ ক্ষরুক, কিংবা
আট্‌কে থাকুক, এ তার নাপাকীতা। ৪ প্রমেহী
লোক যে কোন বিছানায় শয়ন করে তা নাপাক
ও যা কিছুর উপরে বসে তা নাপাক হবে। ৫ আর
যে কেউ তার বিছানা স্পর্শ করে, সে নিজের
কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল করবে
এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ৬ আর যে
কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বসে, তার উপরে যদি
কেউ বসে তবে সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে,
পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক
থাকবে। ৭ আর যে কেউ প্রমেহীর শরীর স্পর্শ
করে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে
গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে।
৮ আর প্রমেহী যদি পাক-সাফ ব্যক্তির শরীরে থুথু
ফেলে তবে সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে,
পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক
থাকবে। ৯ আর প্রমেহী যে কোন যানের উপরে
আরোহণ করে, তা নাপাক হবে। ১০ আর যে
কেউ তার নিচস্থ কোন বস্তু স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা
পর্যন্ত নাপাক থাকবে এবং যে কেউ তা তুলে,
সে তার কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল
করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ১১ আর
প্রমেহী নিজের হাত পানিতে না ধুয়ে যাকে স্পর্শ
করে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে

১৪:৩৬ ঘরটি শূন্য করতে ইমাম হুকুম করবে। পরীক্ষা করে দেখার আগে ঘর থেকে বের করা জিনিষ পত্রকে পবিত্র বলে ধরা হতো।

১৪:৪০-৪১ নগরের বাইরে নাপাক স্থানে। এর দ্বারা সম্ভবত শহরের বাইরে আবর্জনা বা নাপাক জিনিষ ফেলানোর কোন জায়গাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪:৪৫-৪৭ ঐ ঘর ভেঙে ফেলবে ... নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে। যদি কুষ্ঠরোগের ছত্রাক আবারো দেখা যেত তাহলে সমস্ত ঘরটি ভেঙ্গে শিবির বা শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো। কেউ যদি ঐ রকম ঘরে ঢুকত তাহলে তাকে নাপাক মনে করা হতো এবং তাকে নাপাক হবার জন্য গোসল করতে হতো।

১৪:৪৯-৫৩ দু'টি পাখি, এরস কাঠ ... বাইরে মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে। ১৪:২-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২-৩ পুরুষের শরীরে প্রমেহ হলে ... নাপাকীতার নিয়ম এই রকম। যে কোন সংক্রমনের ফলে স্রাব বা যৌন রোগের কারণে হওয়া যে কোন প্রমেহ বা স্রাব নাপাক। এই অবস্থার কোন লোক যদি কোন কিছুর উপরে বসে তাহলে তাও নাপাক হবে ঠিক যেমন সে লোককে অন্য কোন লোক স্পর্শ করলে কিংবা তার কাপড় স্পর্শ করলেই সে নাপাক হয়ে যাবে।

গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ১২ আর প্রমেহী যে কোন মাটির পাত্র স্পর্শ করে, তা ভেঙে ফেলতে হবে ও সকল কাঠের পাত্র পানিতে ধুয়ে ফেলতে হবে।

১৩ আর প্রমেহী যখন প্রমেহ থেকে পাক-সাফ হয়, তখন সে তার পাক-সাফের জন্য সাত দিন গণনা করবে এবং নিজের কাপড় ধুয়ে নেবে ও স্রোতের পানিতে গোসল করবে; পরে পাক-সাফ হবে। ১৪ আর অষ্টম দিনে সে নিজের জন্য দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে মাবুদের সম্মুখে এসে সেগুলোকে ইমামের হাতে দেবে। ১৫ ইমাম তার একটি গুনাহ্-কোরবানীর জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে, এভাবে ইমাম তার প্রমেহের কারণে তার জন্য মাবুদের সম্মুখে কাফ্‌ফারা দেবে।

১৬ আর যদি কোন পুরুষের বীর্যপাত হয় তবে সে নিজের সমস্ত শরীর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ১৭ আর যে কোন কাপড়ে কি চামড়ায় বীর্যপাত হয়, তা পানিতে ধুয়ে নিতে হবে এবং তা সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ১৮ আর স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষ বীর্যসুদ্ধ শয়ন করলে তারা উভয়ে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে।

১৯ আর যে স্ত্রীর মাসিক হয়, তার শরীরস্থ রক্ত ক্ষরণের সাত দিন তার নাপাকীতা থাকবে এবং যে কেউ তাকে স্পর্শ করে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২০ আর নাপাকীতার সময়ে সে যে বিছানায় শয়ন করবে, তা নাপাক হবে; ও যার উপরে বসবে, তা নাপাক হবে। ২১ আর যে কেউ তার বিছানা স্পর্শ করবে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে, গোসল করবে ও সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২২ আর যে কেউ তার বসবার কোন আসন স্পর্শ করে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৩ আর তার বিছানার কিংবা আসনের উপরে কোন কিছু থাকলে যে কেউ তা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৪ আর নাপাকীতার সময়ে যে পুরুষ তার সঙ্গে শয়ন করে ও তার রক্তস্রাব সেই পুরুষের শরীরে লাগে তবে সে সাত দিন নাপাক থাকবে। সে যে বিছানায় শয়ন করবে, তাও নাপাক হবে।

২৫ আর নাপাকীতার সময় ছাড়া যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়, কিংবা নাপাকীতার সময়ের পর যদি রক্ত ক্ষরণ হয় তবে সেই নাপাক রক্তস্রাবের সকল দিন সে নাপাকীতার সময়ের মত থাকবে, সে নাপাক। ২৬ সেই রক্তস্রাবের সমস্ত কাল যে বিছানায় সে শয়ন করবে, তা তার পক্ষে নাপাকীতার সময়ের বিছানার মত হবে এবং যে আসনের উপরে সে বসবে, তা নাপাকীতার সময়ের মত নাপাক হবে। ২৭ আর যে কেউ সেসব স্পর্শ করবে, সে নাপাক হবে, কাপড় ধুয়ে ফেলে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৮ আর সেই স্ত্রীর রক্তস্রাব বন্ধ হলে সে তার নিজের জন্য সাত দিন গণনা করবে, তারপর সে পাক-সাফ হবে। ২৯ পরে অষ্টম দিনে নিজের জন্য দু'টি ঘুঘু কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে ইমামের কাছে আসবে। ৩০ ইমাম তার একটি গুনাহ্‌র জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে, তার রক্তস্রাবের নাপাকীতার জন্য ইমাম মাবুদের সম্মুখে তার জন্য কাফ্‌ফারা দেবে।

৩১ এভাবে তোমরা বনি-ইসরাইলকে তাদের নাপাকীতা থেকে পৃথক করবে, পাছে তাদের মধ্যবর্তী আমার শরীয়ত-তাঁবু নাপাক করলে তারা নিজ নিজ নাপাকীতার জন্য মারা পড়ে। ৩২ প্রমেহী ও বীর্যপাতে নাপাক ব্যক্তি, ৩৩ এবং নাপাক স্ত্রী, প্রমেহবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং নাপাক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসকারী পুরুষ, এই সমস্ত বিষয়ের জন্য এই হল ব্যবস্থা।

মহা-কাফ্‌ফারা দিনের ব্যবস্থা

১৬ ১ হারুনের দুই পুত্র মাবুদের কাছে উপস্থিত হয়ে মারা পড়লে পর, মাবুদ মূসার সঙ্গে আলাপ করলেন। ২ মাবুদ মূসাকে

[১৫:১৬] দ্বি:বি ২৩:১০।
[১৫:১৮] ১শামু ২১:৪।
[১৫:২৪] ইহি ১৮:৬।
[১৫:২৫] মথি ৯:২০; মার্ক ৫:২৫; লূক ৮:৪৩।
[১৫:৩০] ২শামু ১১:৪; মার্ক ৫:২৫; লূক ৮:৪৩।
[১৫:৩১] শুমারী ৫:৩;১৯:১৩, ২০; ২শামু ১৫:২৫; ২বাদশা ২১:৭; জবুর ৩৩:১৪; ৭৪:৭; ৭৬:২; ইহি ৫:১১; ২৩:৩৮।
[১৬:২] হিজ ৩০:১০; ২শামু ২২:১০; ইব ৯:৭; ৯:২৫; ১০:১৯।

১৫:১২ মাটির পাত্র। ৬:২৭-২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৩-১৫ সাত দিন গণনা করবে ... কাপড় ধুয়ে নেবে ... পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। ৪:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন। এইরূপে নাপাক লোককে স্রোতের পরিস্কার পানিতে তার কাপড় ধুয়ে ও গোসল করে তার নাপাকীতা ঢাকার জন্য কোরবানী করতে হতো। এসব করেই তাকে পাক-পবিত্র হতে হতো। ৪:২ ও ১:১-৩ কোরবানী বিষয়ে নোট দেখুন।

১৫:১৬ বীর্যপাত। স্বাভাবিক বীর্যপাত হলে সেই লোক সারা দিন নাপাক থাকত। সহবাসের কারণে স্বামী ও স্ত্রী সারা দিন নাপাক থাকত। রক্তের মত বীর্যকে পবিত্র বলে মনে করা হতো, কারণ বীর্যে আছে জীবনের বীজ।

১৫:১৯ সাত দিন তার নাপাকীতা থাকবে। ১২:২ আয়াতের নোট দেখুন। মাসিক হলে স্ত্রীলোক বাড়িতে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করতে পারত; তবে পরিবারের অন্য লোক তার বসা কোন জিনিষে বসলে তারাও নাপাক হতো।

১৫:২৮-৩০ সাত দিন ... পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। মাসিক বন্ধ হবার সাত দিন পর স্ত্রীলোককে পাপ-ক্ষমার জন্য উৎসর্গ করতে হতো (৪:২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং পোড়ানো-কোরবানী করতে হতো (১:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। তার পরে তাকে পাক-পবিত্র বলে ধরা হতো।

১৫:৩১ নাপাকীতা থেকে পৃথক করবে। কোন লোক নাপাক হলে তাকে সমাজের অন্যদের থেকে ও জমায়েত-তাঁবু থেকে পৃথক থাকতে হতো যেন তার দ্বারা অন্য কোন লোক কিংবা এবাদতের জায়গা নাপাক না হয়। এই কারণে কোন একজন স্ত্রীলোককে মাসের বেশ কিছু দিন ঘরের ভেতরেই থাকতে হতো এবং ঐ সময়ে সে এবাদত স্থানের কাছেও যেতে পারত না।

১৬:১-২ সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্ আবরণের সম্মুখে ... মেঘে দর্শন দেব। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রায়ই আগুন ও মেঘ দ্বারা মাবুদের উপস্থিতি বুঝায় (৯:২৩-২৪ আয়াতের নোট দেখুন)। পবিত্র সাক্ষ্য-সিন্দুকের ঢাকনার উপরে ছিল "অনুগ্রহের আসন"

BACIB International Bible CHURCH

এই কথা বললেন, তুমি তোমার ভাই হারুনকে
বল, যেন সে মহা-পবিত্র স্থানে পর্দার ভিতরে,
সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্‌ আবরণের সম্মুখে
যেকোন সময়ে প্রবেশ না করে, পাছে তার মৃত্যু
হয়; কেননা আমি ঐ গুনাহ্‌ আবরণের উপরে
মেঘে দর্শন দেব।
৩ হারুন গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড় ও
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ভেড়া সঙ্গে
নিয়ে, এভাবে মহা-পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে।
৪ সে মসীনার ইমামের পবিত্র পোশাক পরবে,
মসীনার জাঙ্গিয়া পরবে, মসীনার কোমরবন্ধনী
পরবে এবং মসীনার পাগড়ীতে বিভূষিত হবে;
এসব পবিত্র পোশাক; সে পানিতে তার শরীর
ধুয়ে ফেলে এসব পোশাক পরবে। ৫ পরে সে
বনি-ইসরাইলদের মণ্ডলীর কাছে গুনাহ্‌-কোরবানী
হিসেবে দু'টি ছাগল ও পোড়ানো-কোরবানীর
জন্য একটি ভেড়া নেবে।
৬ আর হারুন নিজের জন্য গুনাহ্‌-কোরবানীর
ষাঁড় এনে নিজের ও নিজের কুলের জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে। ৭ পরে সেই দু'টি ছাগল নিয়ে
জমায়েত-তাঁবুর দরজা সমীপে মাবুদের সম্মুখে
উপস্থিত করবে। ৮ পরে হারুন ঐ দু'টি ছাগলের
বিষয়ে গুলিবাঁট করবে; এর এক অংশ মাবুদের
জন্য ও অন্যগুলো আজাজিলের জন্য হবে।
৯ গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগল মাবুদের জন্য হয়,
হারুন তাকে নিয়ে গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে
কোরবানী করবে। ১০ কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে
ছাগলটি আজাজিলের জন্য নির্ধারিত হয়, সেটিকে
মাবুদের সম্মুখে তাকে জীবিত উপস্থিত করতে
হবে যেন সেটি কাফ্‌ফারা করার জন্য মরুভূমিতে
প্রেরিত হতে পারে।
১১ পরে হারুন নিজের গুনাহ্‌-কোরবানীর ষাঁড়
এনে নিজের ও নিজের কুলের জন্য কাফ্‌ফারা
দেবে, ফলত সে তার গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য
আনা সেই বাছুরটিকে জবেহ্‌ করবে; ১২ আর
মাবুদের সম্মুখ থেকে, কোরবানগাহ্‌র উপর

[১৬:৩] ইব ৯:২৪, ২৫।
[১৬:৪] হিজ ২৮:৪২; ২৯:২৯, ৩০; শুমারী ২০:২৬, ২৮; ইব ১০:২২।
[১৬:৫] ২খান্দান ২৯:২৩; জবুর ৫০:৯; ইব ৭:২৭; ৯:৭, ১২।
[১৬:৮] শুমারী ২৬:৫৫, ৫৬; ৩৩:৫৪; ৩৪:১৩; ইউসা ১৪:২; ১৮:৬; কাজী ২০:৯; নহি ১০:৩৪; ইষ্টের ৩:৭; ৯:২৪; জবুর ২২:১৮; মেসাল ১৬:৩৩।
[১৬:১০] ইশা ৫৩:৪-১০; রোমীয় ৩:২৫।
[১৬:১২] প্রকা ৮:৫।
[১৬:১৩] হিজ ২৫:১৭।
[১৬:১৪] ইব ৯:৭, ১৩, ২৫।
[১৬:১৫] ইব ৭:২৭; ৯:৭, ১২; ১৩:১১।
[১৬:১৬] হিজ ২৯:৩৬; রোমীয় ৩:২৫।
[১৬:১৯] ইহি ৪৩:২০।

থেকে, জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ ধূপদানী ও এক মুষ্টি
মিহি করা সুগন্ধি ধূপ নিয়ে পর্দার ভিতরে যাবে।
১৩ আর ঐ ধূপ মাবুদের সম্মুখে আগুনে দেবে;
তাতে শরীয়ত-সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্‌ আবরণ
ধূপের ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন হলে সে মরবে না।
১৪ পরে সে ঐ বাছুরটির কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে গুনাহ্‌
আবরণের পূর্ব পাশে আঙ্গুল দ্বারা ছিটিয়ে দেবে
এবং আঙ্গুল দ্বারা গুনাহ্‌ আবরণের সম্মুখে ঐ
রক্ত সাতবার ছিটিয়ে দেবে।
১৫ পরে সে লোকদের গুনাহ্‌-কোরবানীর
ছাগলটি জবেহ্‌ করে তার রক্ত পর্দার ভিতরে
এনে যেমন বাছুরটির রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল,
সেভাবে তারও রক্ত নিয়ে ছিটিয়ে দেবে, গুনাহ্‌
আবরণের উপরে ও গুনাহ্‌ আবরণের সম্মুখে তা
ছিটিয়ে দেবে। ১৬ আর বনি-ইসরাইলদের নানা
রকম নাপাকীতা ও অধর্ম, অর্থাৎ সব রকম
গুনাহের দরুন সে পবিত্র স্থানের জন্য কাফ্‌ফারা
দেবে এবং যে জমায়েত-তাঁবু তাদের সঙ্গে
তাদের নানা রকম নাপাকীতার মধ্যে বসতি
করে, তার জন্য সে সেরকম করবে। ১৭ আর
কাফ্‌ফারা করার জন্য পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার
পর থেকে যে পর্যন্ত সে বের না হয় এবং তার ও
তার নিজের কুলের এবং সমস্ত ইসরাইল-
সমাজের জন্য কাফ্‌ফারা সমাপ্ত না করে, সেই
পর্যন্ত জমায়েত-তাঁবুতে কোন মানুষ থাকবে না।
১৮ সে বের হয়ে মাবুদের সম্মুখবর্তী
কোরবানগাহ্‌র কাছে গিয়ে তার জন্য কাফ্‌ফারা
দেবে এবং সেই বাছুরটির কিঞ্চিৎ রক্ত ও
ছাগলের কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র
চারদিকে শিংগুলোর উপরে দেবে। ১৯ আর সে
রক্তের কিছু পরিমাণ নিয়ে তার আঙ্গুল দ্বারা তার
উপরে সাতবার ছিটিয়ে দিয়ে তা পাক-সাফ
করবে ও বনি-ইসরাইলদের নাপাকীতা থেকে তা
পবিত্র করবে।
২০ এভাবে সে পবিত্র স্থানের, জমায়েত-তাঁবু
ও কোরবানগাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা কাজ সমাপ্ত

বা গুনাহ্‌ আবরণ যেখানে আল্লাহ্‌ বসতেন ও তাঁর অসীম দয়ায় লোকদের বিচার করতেন এবং তারা কিভাবে চলবে তার হুকুম দিতেন (হিজ ২৫:২২)। পবিত্র সাক্ষ্য-সিন্দুকের রাজকীয় এক সিংহাসনের মত কল্পনা করা হতো যেখান থেকে আল্লাহ্‌ রাজত্ব করতেন (১ শামু ৪:৪, ২ শামু ৬:২, জবুর ৯৯:১)। সাক্ষ্য-সিন্দুক রাখা হতো জমায়েত-তাঁবুর ভেতরে মহাপবিত্র স্থানে (হিজ ২৬:৩১-৩৫)।

১৬:৩ গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য ... প্রবেশ করবে। পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ১৬:১-২ আয়াত এবং ইবরানী ৯:৭ ও দেখুন।

১৬:৪ মসীনার পবিত্র পোশাক। ৬:১০-১১ ও ৮:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৭-৮ দু'টি ছাগল নিয়ে ... আজাজিলের জন্য হবে। গুনাহ্‌ ঢাকার মহা দিনে লোকদের গুনাহের জন্য দু'টা ছাগল কোরবানী করা হবে (এ অংশের সাথে ৪:১৩-১৫ এর তুলনা করুন যেখানে গুনাহের জন্য দু'টা ষাঁড় কোরবানীর কথা বলা হয়েছে। একটা ছাগল হত্যা করে কোরবানী করা হতো এবং অন্যটাকে আজাজিলের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। লোকেরা বিশ্বাস করতো আজাজিল ছিল এক অশুভ দেবতা যে মরু-এলাকায় বাস করতো।

১৬:১২ কোরবানগাহ্‌র ... ধূপদানী ... সুগন্ধি ধূপ। আগুনের পাত্র ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি ও তা ব্রোঞ্জের তৈরি কোরবানগাহে ব্যবহার করা হতো (হিজ ২৭:৩)। ২:১ আয়াতে জলপাইয়ের তেলের নোট দেখুন।

১৬:১৩ শরীয়ত-সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্‌ আবরণ। ১৬:১-২ আয়াতের নোট দেখুন। পোড়ানো ধূপ থেকে যে ধূয়া উঠতো তা ছিল আল্লাহ্‌র সিংহাসনের সামনে যখন মহা-ইমাম আসতেন তখন ঐ ধূয়া আল্লাহ্‌র উপস্থিতিকে আড়াল করে দিত এবং তিনি নিরাপদ থাকতেন।

১৬:১৪ কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে গুনাহ্‌ আবরণের ... সাতবার ছিটিয়ে দেবে। যে রক্ত সাতবার পবিত্র সাক্ষ্য-সিন্দুকের সামনে ছিটিয়ে দিতে হতো তা ছিল ষাঁড়ের রক্ত (১৬:১১)। পরে জাতির গুনাহের জন্য হারুন মহাপবিত্র স্থানে গিয়ে ছাগলের রক্ত ছিটিয়ে দিতেন। দেখুন, ইবরানী ৯:১২ দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

করার পর সেই জীবিত ছাগলটি আনবে; ২১ পরে
হারুন সেই জীবিত ছাগলটির মাথায় তার দুই
হাত রাখবে এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
অপরাধ ও তাদের সমস্ত অধর্ম অর্থাৎ তাদের সব
রকম গুনাহ্‌ তার উপরে স্বীকার করে সেসব ঐ
ছাগলের মাথায় অর্পণ করবে। পরে এই কাজের
জন্য যে লোক প্রস্তুত হয়েছে তার হাত দিয়ে
সেটি মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেবে। ২২ আর ঐ
ছাগল নিজের উপরে তাদের সমস্ত অপরাধ
বিচ্ছিন্ন ভূমিতে বয়ে নিয়ে যাবে; আর সেই ব্যক্তি
ছাগলটিকে মরুভূমিতে ছেড়ে দেবে।
২৩ আর হারুন জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ করবে
এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সময়ে যেসব
মসীনার পোশাক পরেছিল তা ত্যাগ করে সেই
স্থানে রাখবে। ২৪ পরে সে কোন পবিত্র স্থানে
তার শরীর ধুয়ে ফেলে নিজের পোশাক পরে
বাইরে আসবে এবং নিজের পোড়ানো-কোরবানী
ও লোকদের পোড়ানো-কোরবানী করে নিজের
জন্য ও লোকদের জন্য কাফ্‌ফারা দেবে। ২৫ আর
সে গুনাহ্‌-কোরবানীর চর্বি কোরবানগাহের উপর
পুড়িয়ে ফেলবে। ২৬ আর যে ব্যক্তি আজাজিলের
জন্য নির্দিষ্ট ছাগলটি ছেড়ে দিয়েছিল, সে নিজের
কাপড় ধুয়ে ফেলবে ও শরীর ধুয়ে নিয়ে শিবিরে
ফিরে আসবে। ২৭ আর গুনাহ্‌-কোরবানীর ষাঁড় ও
গুনাহ্‌-কোরবানীর ছাগল, যে সমস্ত পশুর রক্ত
কাফ্‌ফারা করার জন্য পবিত্র স্থানে আনা
হয়েছিল, লোকেরা সেই পশুগুলোকে শিবিরের
বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের চামড়া, গোশ্‌ত ও
গোবর আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ২৮ আর যে লোক
তা পুড়িয়ে দেবে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে
ও নিজের শরীর পানিতে ধুয়ে নিয়ে তারপর
শিবিরে আসবে।
২৯ তোমাদের জন্য তা চিরস্থায়ী নিয়ম হবে;
সপ্তম মাসের দশম দিনে স্বদেশী কিংবা
তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী, তোমরা
নিজ নিজ প্রাণকে কষ্ট দেবে ও কোন কাজ করবে
না। ৩০ কেননা সেদিন তোমাদেরকে পাক-সাফ
করার জন্য তোমা-দের জন্য কাফ্‌ফারা করা
যাবে; মাবুদের সম্মুখে তোমাদের সমস্ত গুনাহ্‌
থেকে তোমরা পাক-পবিত্র হবে। ৩১ তা
তোমাদের বিশ্রাম নেবার জন্য বিশ্রামবার এবং
এই দিন তোমরা নিজ নিজ প্রাণকে কষ্ট দেবে;
এটি চিরস্থায়ী নিয়ম। ৩২ পিতার স্থানে ইমামের
কাজ করতে যাকে অভিষেক ও পবিত্রকরণ দ্বারা
নিযুক্ত করা যাবে, সেই ইমাম কাফ্‌ফারা দেবে
এবং মসীনার পোশাক অর্থাৎ পবিত্র সমস্ত
পোশাক পরবে। ৩৩ আর পবিত্র স্থানের জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে এবং জমায়েত-তাঁবুর ও
কোরবানগাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা দেবে এবং
ইমামদের ও সমাজের সমস্ত লোকের জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে। ৩৪ বনি-ইসরাইলদের জন্য
তাদের সমস্ত গুনাহের দরুন বছরের মধ্যে
একবার কাফ্‌ফারা করা তোমাদের পক্ষে
চিরস্থায়ী নিয়ম হবে।
তখন হারুন মূসার প্রতি মাবুদের হুকুম
অনুসারে কাজ করলেন।

কোরবানী ও রক্ত বিষয়ক নিয়ম

১৭ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
হারুন ও তার পুত্রদেরকে এবং সমস্ত
বনি-ইসরাইলকে বল, তাদেরকে বল মাবুদ এই
হুকুম করেন, ৩ ইসরাইল-কুলের যে কেউ
শিবিরের মধ্যে কিংবা শিবিরের বাইরে গরু
কিংবা ভেড়া কিংবা ছাগল জবেহ্‌ করে, ৪ কিন্তু
মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর সম্মুখে মাবুদের উদ্দেশে
উপহার কোরবানী করতে জমায়েত-তাঁবুর
দরজার কাছে তা না আনে, তার উপর
রক্তপাতের গুনাহ্‌ বর্তাবে; সে রক্তপাত করেছে,
সে ব্যক্তি নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন
হবে। ৫ কেননা বনি-ইসরাইল তাদের যে যে
কোরবানী করার পশু মাঠে নিয়ে গিয়ে কোরবানী
করে, সেসব মাবুদের উদ্দেশ্যে জমায়েত-তাঁবুর
দ্বারে ইমামের কাছে এনে মাবুদের উদ্দেশে মঙ্গল
-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করতে হবে।
৬ আর ইমাম জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
মাবুদের কোরবানগাহ্‌র উপরে তাদের রক্ত
ছিটিয়ে দেবে এবং চর্বি মাবুদের উদ্দেশে

[১৬:২১] হিজ ২৯:১০।
[১৬:২২] হিজ ২৮:৩৮; ইশা ৫৩:১২।
[১৬:২৩] হিজ ২৮:৪২; ইহি ৪২:১৪।
[১৬:২৭] হিজ ২৯:১৪।
[১৬:২৮] শুমারী ১৯:৮, ১০।
[১৬:২৯] শুমারী ২৯:৭; ইশা ৫৮:৩।
[১৬:৩০] জবুর ৫১:২; ইয়ার ৩৩:৮; ইহি ৩৬:৩৩; জাকা ১৩:১; ইফি ৫:২৬।
[১৬:৩১] উজা ৮:২১; ইশা ৫৮:৩, ৫; দানি ১০:১২; প্রেরিত ২৭:৯।
[১৬:৩২] হিজ ৩০:৩০।
[১৬:৩৩] ইহি ৪৫:১৮।
[১৬:৩৪] হিজ ২৭:২১; ইব ৯:৭, ২৫।
[১৭:৪] ১বাদশা ৮:৪; ২খান্দান ১:৩।
[১৭:৪] দ্বি:বি ১২:৫-২১।
[১৭:৫] ইহি ৪৩:২৭।

১৬:২১ ছাগলটির মাথায় তার দুই হাত রাখবে … স্বীকার করে। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ছাগলের মাথায় হাত দিয়ে জাতির গুনাহ্‌ স্বীকারের ফলে জাতির সমস্ত গুনাহ্‌ ছাগলের মধ্যে চলে যেত। তার পরে ঐ যে ছাগলটিকে মরু-এলাকায় ছেড়ে দেয়া হতো তাকে সাধারণত: “মুক্তি করা ছাগল” বলা হতো।

১৬:২৩-২৪ যেসব মসীনার পোশাক পরেছিল তা ত্যাগ করে সেই স্থানে রাখবে। ৮:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন। মহা-ইমাম মহাপবিত্র স্থানে যে কাপড় পড়তেন তা তিনি সেখানেই রেখে আসতেন, কারণ তা আল্লাহ্‌র সামনে ছিল।

১৬:২৬ যে ব্যক্তি আজাজিলের … শরীর ধুয়ে নিয়ে শিবিরে ফিরে আসবে। যে লোকটি জাতির গুনাহ্‌ বহনকারী ছাগলটিকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যেত এবং যারা শিবির থেকে ষাঁড় ও ছাগলের ময়লা পরিষ্কার করতো তাদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে গোসল করে ফেলতে হতো কারণ পরে তাদের আবার পবিত্র জিনিষ-পত্র ধরতে হতো। ইবরানী ১৩:১১ আয়াত দেখুন।

১৬:২৯ সপ্তম মাসের দশম দিনে। ইবরানী ক্যালেন্ডারে সপ্তম মাসের নাম তিসরি (‘ইথানীম’ ও বলা হয়), সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়।

১৬:২৯-৩১ নিজ নিজ প্রাণকে কষ্ট দেবে … বিশ্রামবার। লোকেরা শোকের সময় না খেয়ে থাকত (১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। গুনাহ্‌ ঢাকার মহা দিনে দুঃখ প্রকাশের অংশ হিসাবে লোকেরা রোজা রাখতো। শাব্বাত বা “বিশ্রামবার” ছিল সাপ্তাহিক বিশ্রামবার। তা শুরু হতো শুক্রবার সন্ধ্যায় ও শেষ হতো শনিবার সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র প্রশংসার মধ্য দিয়ে। বিশ্রামবার পালন, অর্থাৎ কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা ছিল সব ইহুদীদের জন্য একটা হুকুম (হিজ ২০:৮-১১, দ্বি:বি: ৫:১২-১৫)। ২৩:২৬-৩২ ও শুমারী ২৯:৭-১১ দেখুন।

১৭:৩-৪ শরীয়ত-তাঁবুর … রক্তপাতের গুনাহ্‌ বর্তাবে। জমায়েত-তাঁবুর নোট এবং ১:৫ ও ৪:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ৩:২, ৪:৪, ১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

খোশবুর জন্য পুড়িয়ে ফেলবে। ৭ তাতে তারা
ছাগল-দেবতাদের উদ্দেশে কোরবানী করে যে
জেনা করে আসছে তা তারা আর করবে না। এই
তাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম
হবে।
৮ আর তুমি তাদেরকে বল, ইসরাইল কুলজাত
কোন ব্যক্তি কিংবা তাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন
বিদেশী লোক যদি পোড়ানো-কোরবানী কিংবা
কোরবানী করে, ৯ কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করার জন্য তা জমায়েত-তাঁবুর
দরজার কাছে না আনে তবে সে নিজের
লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।

রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ

১০ আর ইসরাইল-কুলজাত কোন ব্যক্তি, কিংবা
তাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক যদি
কোন রকম রক্ত পান করে তবে আমি সেই রক্ত
পানকারীর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব ও
নিজের লোকদের মধ্য থেকে তাকে মুছে ফেলব।
১১ কেননা রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে
এবং তোমাদের প্রাণের জন্য কাফ্‌ফারা করার
জন্য আমি তা কোরবানগাহ্‌র উপরে
তোমাদেরকে দিয়েছি; কারণ প্রাণের গুণে রক্তই
কাফ্‌ফারা সাধন করে থাকে। ১২ এজন্য আমি
বনি-ইসরাইলকে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ
রক্ত পান করবে না ও তোমাদের মধ্যে
প্রবাসকারী কোন বিদেশীও রক্ত পান করবে না।
১৩ আর বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কোন ব্যক্তি
কিংবা তাদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী
লোক যদি শিকার করতে গিয়ে কোন খাওয়ার
যোগ্য পশু কিংবা পাখি হত্যা করে তবে সে তার
রক্ত ঢেলে দিয়ে ধুলাতে আচ্ছাদন করবে।
১৪ কেননা প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই প্রাণ, তা-ই
তার প্রাণস্বরূপ; এজন্য আমি বনি-ইসরাইলকে
বললাম, তোমরা কোন প্রাণীর রক্ত পান করবে
না, কেননা প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই তার প্রাণ; যে
কেউ তা পান করবে, সে উচ্ছিন্ন হবে। ১৫ আর
স্বদেশী বা বিদেশীর মধ্যে যে কেউ স্বয়ংমৃত
কিংবা বন্যজন্তু কর্তৃক বিদীর্ণ পশুর গোশত

[১৭:৭] হিজ ৩৪:১৫; ইয়ার ৩:৬, ৯; ইহি ২৩:৩; ১করি ১০:২০।
[১৭:১০] পয়দা ৯:৪।
[১৭:১১] ইব ৯:২২।
[১৭:১৩] ইহি ২৪:৭; ৩৩:২৫; প্রেরিত ১৫:২০।
[১৭:১৪] পয়দা ৯:৪।
[১৭:১৫] হিজ ২২:৩১।
[১৮:২] পয়দা ১৭:৭।
[১৮:৩] হিজ ২৩:২৪; দ্বি:বি ১৮:৯; ২বাদশা ১৬:৩; ১৭:৮; ১খান্দান ৫:২৫।
[১৮:৪] দ্বি:বি ৪:১; ১বাদশা ১১:১১; ইয়ার ৪৪:১০, ২৩; ইহি ১১:১২।
[১৮:৫] দ্বি:বি ৪:১; নহি ৯:২৯; ইশা ৫৫:৩; ইহি ১৮:৯; ২০:১১; আমোস ৫:৪-৬; মথি ১৯:১৭; রোমীয় ১০:৫; গালা ৩:১২।
[১৮:৭] আঃ ৮; দ্বি:বি ২৭:২০।
[১৮:৭] ইহি ২২:১০।
[১৮:৮] পয়দা ৩৫:২২; দ্বি:বি ২২:৩০; ২৭:২০; ১করি ৫:১।
[১৮:৯] দ্বি:বি ২৭:২২; ২শামু ১৩:১৩; ইহি ২২:১১।

ভোজন করে, সে তার কাপড় ধুয়ে ফেলবে,
পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক
থাকবে; পরে পাক-সাফ হবে। ১৬ কিন্তু যদি
কাপড় না ধোয় ও গোসল না করে তবে সে তার
অপরাধ বহন করবে।

নাপাক সহবাস সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ

১৮ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে বল, তাদের জানিয়ে
দাও, আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ৩ তোমরা
যেখানে বাস করতে, সেই মিসর দেশের আচার
অনুযায়ী আচরণ করো না এবং যে কেনান দেশে
আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার
আচার অনুযায়ী আচরণ করো না ও তাদের বিধি
অনুসারে চলো না। ৪ তোমরা আমারই সমস্ত
অনুশাসন মান্য করো, আমারই সমস্ত বিধি
পালন করো এবং সেই পথে চলো; আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌। ৫ অতএব তোমরা আমার
সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত অনুশাসন পালন
করবে; যে কেউ এসব পালন করে, সে তার
মধ্য দিয়েই বাঁচবে; আমি মাবুদ।
৬ তোমরা কেউ কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সহবাস
করার জন্য তার কাছে যেও না; আমি মাবুদ।
৭ তুমি তোমার পিতাকে অসম্মান করো না,
অর্থাৎ তোমার মাতার ইজ্জত নষ্ট করো না; সে
তোমার মা; তার সঙ্গে সহবাস করো না।
৮ তোমার বিমাতার ইজ্জত নষ্ট করো না। তাতে
তোমার পিতার অসম্মান হয়। ৯ তোমার বোন,
তোমার পিতৃকন্যা কিংবা তোমার মাতৃকন্যা,
বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা অন্যত্র জন্মগ্রহণ
করেছে, তাদের সঙ্গে সহবাস করো না।
১০ তোমার পৌত্রির কিংবা দৌহিত্রীর সঙ্গে
সহবাস করো না; কেননা তাতে তোমারই
অসম্মান হয়। ১১ তোমার সৎবোনের ইজ্জত নষ্ট
করো না, সে তোমার পিতা থেকে জন্মেছে, সে
তোমার বোন, তার সঙ্গে সহবাস করো না।
১২ তোমার ফুফুর সঙ্গে সহবাস করো না, সে
তোমার পিতার আত্মীয়। ১৩ তোমার খালার
সঙ্গে সহবাস করো না, সে তোমার মায়ের

১৭:৫ মাবুদের উদ্দেশে মঙ্গল-কোরবানী। ৩:১ ও ৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৭ ছাগল-দেবতাদের। এর অর্থ হয়তো অজাজিল (১৬:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন) বা অন্য কোন দেবতা। আরো দেখুন হিজ ৩৪:১৫০১৬, লেবীয় ২০:২-৫, দ্বি:বি: ৩১:১৬।

১৭:১১ রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে। ১:৫ 'রক্ত' আয়াতের নোট দেখুন। ইবরানী ৯:২২ দেখুন। পশু শিকারের সময় কোন পশুর রক্তপাত হলে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়ার নিয়ম ছিল যেন তা কোন রকমের মূর্তি পূজার মত কোন ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহার করা না যেত (যেহেতু ঐ রক্তপাত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে হয় নি)।

১৮:৩ মিসর ... কেনান। ১১:৪৪-৪৫ ও ১৪:৩৪ 'কেনান' আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলদের আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন তারা তাদের চারদিকে লোকদের কোন কু-প্রথা বা রীতি পালন না করে (পয়দা ১৯:১-৭, ৩৪:২, ৩৯:১-৯, হিজ ২৩:১৩-২৪, ইহি ১৬:২৩-২৬, হোশেয় ৪:৯-১৯)।

১৮:৫ আমি মাবুদ। ১:১-৩ আয়াতে 'মাবুদ' আয়াতের নোট দেখুন। অন্যান্য সমস্ত জাতি থেকে ইসরাইল পৃথক ছিল এই কারণে যে আল্লাহ্‌ তাদের বেছে নিয়েছিলেন ও তাদের তিনি শরীয়ত দিয়েছেন যা তাদের তাঁর প্রতি বাধ্যতায় ও প্রেমে মান্য করার কথা ছিল। আরো দেখুন, নহি ৯:২৯, ইহি ১৮:৯, ২০:১১-১৩, লূক ১০:২৮, রোমীয় ১০:৫, গালা ৩:১২।

১৮:৬ কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সহবাস করার জন্য তার কাছে যেও না। ঠিক যেমন মাবুদের উপর তাদের ঈমানের জন্য ইসরাইল জাতি তাদের আশেপাশের সমস্ত জাতি থেকে পৃথক ছিল ঠিক তাদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়েও তারা পৃথক থাকবে। যৌনতার বিষয়ে কড়া নিয়ম-কানুন ছিল। তাদের জীবনে একটা বড় বিষয় হল যে, অন্যান্য জাতি থেকে তারা ছিল আলাদা।

BACIB
International Bible CHURCH

আত্মীয়। ১৪ তোমার চাচার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস
করো না, তাতে তোমার চাচার অসম্মান হয়।
১৫ তোমার পুত্রবধূর সঙ্গে সহবাস করো না, সে
তোমার পুত্রের স্ত্রী, তাতে তার অসম্মান হয়।
১৬ তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করো না,
তাতে তোমার ভাইয়ের অসম্মান হয়। ১৭ কোন
স্ত্রী ও তার কন্যার সঙ্গে সহবাস করো না এবং
সহবাস করার জন্য তার পৌত্রীকে বা দৌহিত্রীকে
নিও না; তারা পরস্পর আত্মীয়; এটি কুকর্ম।
১৮ আর স্ত্রীর সপত্নী হবার জন্য তার জীবনকালে
সহবাস করার জন্য তার বোনকে বিয়ে করো না।
১৯ কোন স্ত্রীর মাসিকের নাপাকীতার সময়ে
তার সঙ্গে সহবাস করতে তার কাছে যেও না।
২০ আর তুমি তোমার স্বজাতির লোকদের স্ত্রীদের
সঙ্গে সহবাস করে নিজেকে নাপাক করো না।
২১ আর তোমার বংশজাত কাউকেও মোলক
দেবতার উদ্দেশে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন
করাবে না এবং তোমার আল্লাহ্‌র নাম নাপাক
করো না; আমি মাবুদ। ২২ স্ত্রীর মত পুরুষের
সঙ্গে সহবাস করো না, তা ঘৃণার কর্ম। ২৩ আর
তুমি কোন পশুর সঙ্গে শয়ন করে নিজেকে
নাপাক করো না এবং কোন স্ত্রী কোন পশুর সঙ্গে
শয়ন করতে তার সম্মুখে দাঁড়াবে না; এই সব
সহবাস নিয়ম বিরুদ্ধ।
২৪ তোমরা এ সব দ্বারা নিজেদের নাপাক করো
না; কেননা যে যে জাতিকে আমি তোমাদের
সম্মুখ থেকে দূর করবো, তারা এ সব দ্বারা
নাপাক হয়েছে এবং দেশও নাপাক হয়েছে;
২৫ অতএব আমি ওর অপরাধ ওকে ভোগ করাব
এবং দেশ তার অধিবাসীদেরকে বমি করে ফেলে
দেবে। ২৬ অতএব তোমরা আমার বিধি ও
আমার সমস্ত অনুশাসন পালন করো; স্বদেশীয়
কিংবা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী
হোক, তোমরা ঐ সমস্ত ঘৃণার কাজের কোন কর্ম
করো না। ২৭ কেননা তোমাদের আগে যারা
ছিল, ঐ দেশের সেই লোকেরা এরকম ঘৃণার
কাজ করাতে দেশ নাপাক হয়েছে– ২৮ সেই দেশ
যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী ঐ জাতিকে বমি করে
ফেলে দিলো, তেমনি যেন তোমাদের দ্বারা
নাপাক হয়ে তোমাদেরকেও বমি করে ফেলে না
দেয়। ২৯ কেননা যে কেউ এই ধরনের কোন
ঘৃণার কাজ করে, সেই প্রাণী নিজের লোকদের
মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে। ৩০ অতএব তোমরা
আমার হুকুম পালন করো; তোমাদের আগে
যেসব ঘৃণার কাজ প্রচলিত ছিল, তোমরা তার
কিছুই করো না এবং তা দিয়ে নিজেদের নাপাক
করো না; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।

পবিত্র আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়ম

১৯ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দলকে বল,
তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌ পবিত্র।

[১৮:১৫] পয়দা ১১:৩১; ৩৮:১৬; ইহি ২২:১১।
[১৮:১৬] মথি ১৪:৪; মার্ক ৬:১৮।
[১৮:১৭] দ্বি:বি ২৭:২৩।
[১৮:১৮] পয়দা ৩০:১।
[১৮:২০] মথি ৫:২৭, ২৮।
[১৮:২১] দ্বি:বি ১২:৩১; মীখা ৬:৭।
[১৮:২২] রোমীয় ১:২৭; ১করি ৬:৯।
[১৮:২৩] হিজ ২২:১৯; দ্বি:বি ২৭:২১।
[১৮:২৪] দ্বি:বি ৯:৪; ১৮:১২।
[১৮:২৫] আইউ ২০:১৫; ইয়ার ৫১:৩৪।
[১৮:২৬] পয়দা ২৬:৫।
[১৮:২৮] উজা ৯:১১; মাতম ১:১৭;
[১৯:২] শুমারী ১৪:৫; জবুর ৬৮:২৬।

১৮:১৭ এটি কুকর্ম। দেখুন ২০:১৪, দ্বি:বি: ২৭:১৪-২৬।

১৮:১৯ মাসিকের নাপাকীতার সময়ে। ১৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। ২০:১৮ ও দেখুন।

১৮:২১ মোলক দেবতার উদ্দেশে। হিব্রু ভাষায় যে নামের অর্থ বাদশাহ্‌ (মেলেক) তার সঙ্গে এ নামের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এখানে ঐ নাম সামান্য একটু পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে এবং তার ফলে এটি "লজ্জা" শব্দের মত শোনায়: জেরুশালেমের কাছে অবস্থিত হিন্নোম উপত্যাক্যায় লোকেরা ঐ অম্মোনীয় দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পুড়িয়ে উৎসর্গ করতো (২০:১-৫, দ্বি:বি: ১২:৩১, ২ বাদশাহ্‌ ১৬:৩, ১৭:১৭, ২৩:১০, ইয়ার ৭:৩০-৩১, ১৯:৪-৫, ইহি ১৬:২০-২১, ২০:৩১)।

আল্লাহ্‌র নাম। কিতাবুল মোকাদ্দসে ব্যবহৃত আল্লাহ্‌র অনেকগুলো নামের মধ্যে নিচে উল্লেখ করা নামগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত নামটি হচ্ছে 'এলোহিম' যাকে সচারাচর অনুবাদ করা হয়ে থাকে "আল্লাহ্‌" নাম দ্বারা। এর দ্বারা ইসরাইল জাতির আল্লাহ্‌কে বুঝায়, অথবা অন্যান্য জাতির বিভিন্ন দেবতাদের বুঝাতেও ব্যবহার করা হতো যখন তাদের আল্লাহ্‌ রূপে ভাবা হতো। এই নামটি 'এল্‌' কথার সঙ্গে যুক্ত। মধ্য প্রাচ্য এলাকায় 'এল্‌' কথার দ্বারা প্রাচীন বিভিন্ন ভাষায় 'দেবতা' বুঝানো হতো। আর 'এল' কথাটি অন্যান্য শব্দের সংগে যুক্ত করে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম তৈরি করা হয়েছে, যেমন:- "এল্‌ শাদ্দাই" (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌), "এল্‌ এলাইওন"(সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌), "এল্‌ ওলাম" (অনন্তকালীন আল্লাহ্‌), এল্‌ বেরিথ (নিয়ম স্থাপনকারী আল্লাহ্‌)। পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছে "ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌"। কিতাবুল মোকাদ্দসের ইংরেজী অনুবাদে সাধারণত একে "লর্ড" এবং প্রচলিত বাংলায় "সদাপ্রভু" বা "মাবুদ" অনুবাদ করা হয়েছে। তবে আসলে এটা অনুবাদ নয়। "ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌" হচ্ছে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম যা আল্লাহ্‌ জলন্ত ঝোঁপের দর্শনের সময়ে হযরত মূসার কাছে প্রকাশ করেছিলেন (হিজ ৩:১৩-১৫)। "সর্বশক্তিমান মাবুদ" আল্লাহ্‌র অন্যান্য নামের চেয়ে আলাদা, এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষণমূলক উপাধি। ১ শামুয়েল ১:৩ আয়াতে এটি শীলোতে আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য তাঁর নামরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সাধারণত নবীদের কিতাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে হিব্রু ভাষায় এর অর্থ "বাহিনীগনের মাবুদ", যদিও এটি স্পষ্ট নয় যে, "বাহিনী" বুঝাতে ইসরাইল সৈন্যবাহিনী বুঝানো হয়েছে, না সূর্য, চন্দ্র, তারা কিংবা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও বেহেশতী বিভিন্ন শক্তিকে বুঝানো হয়েছে যারা সব সময়ই আল্লাহ্‌র সেবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

১৮:২৪ এ সব দ্বারা নিজেদের নাপাক করো না। ১৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন। যদিও ইসরাইল তখনও কেনান দেশে প্রবেশ করে নি তারা যখন সেখানে যাবে তখন ঐ সমস্ত জাতিকে দূর করে দেবে। "এসব দ্বারা" দ্বারা সম্ভবত মূর্তিপূজাকে বুঝানো হয়েছে।

১৮:২৫ দেশ তার অধিবাসীদেরকে বমি করে ফেলে দেবে। অপবিত্র জীবন যাপনের দ্বারা গোটা দেশটাই নাপাক হয়ে যায়। এখানে আমরা "পবিত্র দেশ" এর বিষয়ে আংশিক ধারনা পাই। "পবিত্র দেশ" অর্থাৎ যে দেশ "পাক-পবিত্র" থাকবে বা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যদি সেখানে বসবাসকারী সকল লোকই আল্লাহ্‌র আইন-কানুন মান্য করে চলে (১৭:৮,১০)।

১৯:২ পবিত্র হও। দেখুন ১১:৪৪-৪৫ ও ১ পিতর ১:১৬ আয়াতের নোট।

BACIB International Bible CHURCH

৩ তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের মাতা-পিতাকে
ভয় করো এবং আমার সমস্ত বিশ্রামবার পালন
করো; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ৪ তোমরা
অবস্তু মূর্তিগুলোর অভিমুখী হয়ো না ও নিজেদের
জন্য ছাঁচে ঢালা দেবতা তৈরি করো না; আমি
মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।
৫ আর যখন তোমরা মাবুদের উদ্দেশে মঙ্গল-
কোরবানী দাও, তখন গ্রাহ্য হবার জন্য কোরবানী
দিও। ৬ তোমাদের কোরবানীর দিনে ও তারপর
দিনে তা ভোজন করতে হবে; তৃতীয় দিন পর্যন্ত
যা অবশিষ্ট থাকে, তা আগুনে পুড়িয়ে দিতে
হবে। ৭ তৃতীয় দিনে যদি কেউ তার কিঞ্চিৎ
ভোজন করে তবে তা ঘৃণার বস্তু; তা কবুল করা
হবে না। ৮ যে তা খায়, তাকে তার অপরাধ বহন
করতে হবে, কেননা সে মাবুদের পবিত্র বস্তু
নাপাক করেছে; সেই ব্যক্তি নিজের লোকদের
মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।
৯ আর তোমরা যখন নিজ নিজ ভূমির শস্য
কাটো, তখন তুমি ক্ষেতের কিনারার শস্য কেটো
না এবং তোমার ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্য কুড়াবে
না। ১০ আর তুমি তোমার আঙ্গুর-ক্ষেতের
পরিত্যক্ত আঙ্গুর ফল সংগ্রহ করো না এবং
আঙ্গুর-ক্ষেতে পড়ে থাকা আঙ্গুর ফল কুড়াবে না;
তুমি দুঃখী ও বিদেশীদের জন্য তা ফেলে রেখো;
আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।
১১ তোমরা চুরি করো না এবং নিজ নিজ
স্বজাতির লোককে বঞ্চনা করো না ও মিথ্যা কথা
বলো না। ১২ আর আমার নাম নিয়ে মিথ্যা কসম
খেয়ো না, করলে তোমার আল্লাহ্‌র নাম নাপাক
করা হয়; আমি মাবুদ।
১৩ তুমি তোমার প্রতিবেশীর উপর জুলুম করো
না এবং তার কোন জিনিস জোর করে নিয়ে যেও
না। বেতনজীবীর বেতন সকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত
রেখো না। ১৪ তুমি বধিরকে বদদোয়া দিও না
ও অন্ধের সম্মুখে বাধাজনক বস্তু রেখো না, কিন্তু
তোমার আল্লাহ্‌কে ভয় করো; আমি মাবুদ।
১৫ তোমরা বিচারে অন্যায় করো না; তুমি
দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করো না ও ধনবানের সমাদর
করো না; তুমি ধার্মিকতায় স্বজাতির লোকদের
বিচার নিষ্পন্ন করো।

[১৯:২] হিজ ১৫:১১; ১পিতর ১:১৬।
[১৯:৩] হিজ ২০:১২।
[১৯:৪] হিজ ২০:৪; কাজী ১৭:৩।
[১৯:৮] শুমারী ১৮:৩২।
[১৯:৯] দ্বি:বি ২৪:১৯-২২।
[১৯:১০] দ্বি:বি ২৪:২০।
[১৯:১১] লূক ৩:১৪।
[১৯:১২] মেসাল ১৮:১০; ইশা ৪২:৮; ইয়ার ৪৪:১৬, ২৬; মথি ৫:৩৩।
[১৯:১৩] মথি ২০:৮; ১তীম ৫:১৮; ইয়াকুব ৫:৪।
[১৯:১৪] হিজ ৪:১১; দ্বি:বি ২৭:১৮।
[১৯:১৫] মেসাল ২৮:২১; ইয়াকুব ২:১-৪।
[১৯:১৬] জবুর ১৫:৩; ইহি ২২:৯।
[১৯:১৭] ১ইউ ২:৯; মথি ১৮:১৫।
[১৯:১৮] মথি ৫:৪৩; রোমীয় ১৩:৯; গালা ৫:১৪; ইয়াকুব ২:৮।
[১৯:১৯] পয়দা ২৬:৫।
[১৯:২০] দ্বি:বি ২২:২৩-২৭।
[১৯:২৪] হিজ ২২:২৯।
[১৯:২৬] পয়দা ৩০:২৭।
[১৯:২৭] ইয়ার ৪১:৫; ৪৮:৩৭;

১৬ তুমি অপবাদকারী হয়ে তোমার লোকদের
মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করো না এবং তোমার
প্রতিবেশীর রক্তপাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে না;
আমি মাবুদ।
১৭ তুমি হৃদয়মধ্যে তোমার ভাইকে ঘৃণা করো
না; তুমি অবশ্য তোমার স্বজাতিকে অনুযোগ
করবে, তাতে তার জন্য গুনাহ্‌ বহন করবে না।
১৮ তুমি তোমার জাতির সন্তানদের উপরে
প্রতিশোধ নিও না কিংবা হিংসা করো না, বরং
তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত
করবে; আমি মাবুদ।
১৯ তোমরা আমার সমস্ত বিধি পালন করো।
তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পশুর সঙ্গে তোমার
পশুদেরকে সংসর্গ করতে দিও না; তোমার এক
ক্ষেতে দু'রকম বীজ বপন করো না এবং দুই
জাতের মিশানো সুতা দিয়ে বোনা কাপড় পরো
না।
২০ আর মূল্য দ্বারা কিংবা অন্যভাবে মুক্ত হয়
নি, এমন যে বাগদত্তা বাঁদী, তার সঙ্গে যদি কেউ
সহবাস করে তবে সে দণ্ডনীয় হবে; তার প্রাণদণ্ড
হবে না, কেননা সে মুক্তা নয়। ২১ আর সেই
পুরুষ জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে মাবুদের উদ্দেশে
নিজের দোষ-কোরবানী অর্থাৎ দোষ-কোরবানীর
জন্য ভেড়া আনবে; ২২ আর ইমাম মাবুদের
সম্মুখে সেই দোষ-কোরবানীর ভেড়া দ্বারা তার
কৃত গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা দেবে; তাতে তার কৃত
গুনাহ্‌ মাফ করা হবে। ২৩ আর তোমরা দেশে
প্রবেশ করলে যখন ফল ভোজন করার জন্য
সকল রকম গাছ রোপণ করবে, তখন তার ফল
নিষিদ্ধ বলে গণ্য করবে; তিন বছর কাল তা
তোমাদের জ্ঞানে নিষিদ্ধ থাকবে, তা ভোজন
করো না।
২৪ পরে চতুর্থ বছরে তার সমস্ত ফল মাবুদের
প্রশংসার জন্য উপহার হিসেবে পবিত্র হবে।
২৫ আর পঞ্চম বছরে তোমরা তার ফল ভোজন
করবে; তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল উৎপন্ন
হবে; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।
২৬ তোমরা রক্ত সহকারে কোন বস্তু ভোজন
করো না; যাদুকর কিংবা গণকের বিদ্যা ব্যবহার
করো না। ২৭ তোমরা মাথার চারপাশের চুল

১৯:৩-৪ বিশ্রামবার। ১৬:২৯-৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৫ মঙ্গল-কোরবানী। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৯ ক্ষেতের কিনারার শস্য কেটো না। পবিত্র জাতি হওয়ার অর্থ কেবল এই নয় যে, তারা এমন কিছুই করবে না যার দ্বারা তারা নাপাক হয়ে যাবে। এ কথার অর্থ এও বুঝায় যে তারা, বিশেষ করে সমাজে যারা গরীব তাদের জন্য ফসল কাটার সময় জমির কিনারার ফসল রেখে দেবে (২৩:২২)। আরো দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৯-২২, রূৎ ২:১-৩।

১৯:১৩ বেতনজীবীর বেতন সকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত রেখো না। দিন মজুরদের দিন শেষে মজুরী দিতে হতো কারণ তা নিয়ে তারা বিকালের খাবারের জন্য বাজার করতো। বিকালের খাবারই ছিল তাদের প্রধান খাবার।

১৯:১৯ তোমার এক ক্ষেতে দু'রকম বীজ বপন করো না। এ নিয়মের পেছনে হয়তো এ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌ সব কিছুই স্ব স্ব জাতি অনুসারে পৃথক করেছিলেন (পয়দা ১)। বিভিন্ন বিষয় পৃথক করে রাখার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রকৃতি জগতের রীতিকে তার পালন করবে। দেখুন দ্বি:বি: ২২:৯-১১।

১৯:২৪ সমস্ত ফল মাবুদের প্রশংসার জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে পবিত্র রূপে উৎসর্গ বা উপস্থিত করতে হবে।

১৯:২৬ রক্ত সহকারে ... গণকের বিদ্যা ব্যবহার করো না। ১:৫ আয়াতে 'রক্ত' আয়াতের নোট দেখুন। জাদু বিদ্যার মন্ত্র দিয়ে মোহাচ্ছন্ন করা, ভাগ্য গুনা করা ও মৃত লোকের আত্মার সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি (১৯:৩১, দ্বি:বি। ১৮:১০-১১)। মূসার শরীয়তে জাদুবিদ্যা নিষেধ করা হয়েছিল। আরো দেখুন ২০:৬, ২৭।

মণ্ডলাকার করো না ও নিজ নিজ দাড়ির কোণ
কামাবে না। ২৮ মৃত লোকের জন্য নিজ নিজ
দেহে অস্ত্রাঘাত করো না ও শরীরে উল্‌কি অঙ্কন
করো না; আমি মাবুদ।
২৯ তুমি তোমার কন্যাকে পতিতা হতে দিয়ে
নাপাক করো না, পাছে দেশ জেনাকারী হয়ে
পড়ে ও দেশ কুকার্যে পূর্ণ হয়। ৩০ তোমরা
আমার সমস্ত বিশ্রামবার পালন করো এবং আমার
পবিত্র স্থানের সমাদর করো; আমি মাবুদ।
৩১ তোমরা ওঝা ও গুনিনদের অভিমুখী হয়ো
না, তাদের কাছে কোন কিছুর খোঁজ করো না,
করলে তোমাদের নিজেদেরকে নাপাক করে
ফেলবে; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।
৩২ তুমি পক্ককেশ বয়ঃজ্যেষ্ঠের সম্মুখে উঠে
দাঁড়াবে, বৃদ্ধ লোককে সম্মান করবে ও তোমার
আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় রাখবে; আমি মাবুদ।
৩৩ আর কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের
দেশে তোমাদের সঙ্গে বাস করে, তোমরা তার
প্রতি জুলুম করো না। ৩৪ তোমাদের কাছে
তোমাদের স্বদেশীয় লোক যেমন, তোমাদের
সহপ্রবাসী বিদেশী লোকও তেমনি হবে; তুমি
তাকে নিজের মত মহব্বত করো; কেননা মিসর
দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে; আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌।
৩৫ তোমরা বিচার কিংবা পরিমাণ কিংবা
বাটখারা কিংবা কাঠার বিষয়ে অন্যায় করো না।
৩৬ তোমরা ন্যায্য দাঁড়িপাল্লা, ন্যায্য বাটখারা,
ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য হিন রাখবে; আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌, যিনি মিসর দেশ থেকে
তোমাদেরকে বের করে এনেছেন। ৩৭ আর
তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত
অনুশাসন মান্য করো, পালন করো; আমি মাবুদ।

পবিত্রতা ভঙ্গের শাস্তি

২০ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে আরও বল, বনি-
ইসরাইলদের কোন ব্যক্তি কিংবা ইসরাইলের
মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী লোক যদি তার
বংশের কাউকেও মোলক দেবতার উদ্দেশে
কোরবানী করে তবে অবশ্যই তার প্রাণদণ্ড হবে,
দেশের লোকেরা তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা
করবে।
৩ আর আমিও সেই ব্যক্তির প্রতি বিমুখ হয়ে
নিজের লোকদের মধ্য থেকে তাকে মুছে ফেলব;
কেননা মোলক দেবতার উদ্দেশে নিজের
বংশজাতকে কোরবানী করাতে সে আমার পবিত্র
স্থান ও আমার পবিত্র নাম নাপাক করে। ৪ আর
যে সময়ে সেই ব্যক্তি তার বংশের কাউকেও
মোলক দেবতার উদ্দেশে কোরবানী করে, সেই
সময় যদি দেশীয় লোকেরা দেখেও না দেখে,
তাকে হত্যা না করে, ৫ তবে আমি সেই ব্যক্তির
প্রতি ও তার গোষ্ঠীর প্রতি বিমুখ হয়ে তাকে ও
মোলক দেবতার সঙ্গে জেনা করার জন্য তার
অনুগামী জেনাকারী সকলকে তাদের লোকদের
মধ্য থেকে মুছে ফেলব।
৬ আর যে কোন ব্যক্তি ওঝা কিংবা গুনিনদের
পিছনে চলে জেনা করার জন্য তাদের অভিমুখ
হয়, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি বিমুখ হয়ে নিজের
লোকদের মধ্য থেকে তাকে মুছে ফেলব।
৭ তোমরা নিজেদের পবিত্র কর, পবিত্র হও;
কেননা আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ৮ আর
তোমরা আমার বিধি মান্য করো, পালন করো;
আমি মাবুদ তোমাদের পবিত্রকারী।
৯ যে কেউ তার পিতাকে কিংবা মাতাকে
বদদোয়া দেয়, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে;
পিতামাতাকে বদদোয়া দেওয়াতে তার রক্ত
তারই উপরে বর্তাবে।
১০ আর যে ব্যক্তি পরের স্ত্রীর সঙ্গে জেনা
করে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা
করে, সেই জেনাকারী ও সেই জেনাকারীণী,
উভয়ের অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে। ১১ আর যে ব্যক্তি
তার পিতার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে সে তার
পিতার অবমাননা করে; তাদের দু'জনের
অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে, তাদের রক্ত তাদের উপরে
বর্তাবে। ১২ এবং যদি কেউ নিজের পুত্রবধূর
সঙ্গে শয়ন করে তবে তাদের দু'জনের অবশ্যই
প্রাণদণ্ড হবে; তারা বিপরীত কাজ করেছে;
তাদের রক্ত তাদের উপরে বর্তাবে। ১৩ আর
যেমন স্ত্রীর সঙ্গে তেমনি পুরুষ যদি পুরুষের
সঙ্গে শয়ন করে তবে তারা দু'জনে ঘৃণার কাজ
করে; তাদের অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে; তাদের রক্ত
তাদের উপরে বর্তাবে।
১৪ আর যদি কেউ কোন স্ত্রীকে ও তার
মাতাকে রাখে তবে তা কুকর্ম; তাদেরকে আগুনে
পুড়িয়ে দিতে হবে, তাকে ও তাদের দু'জনকেই
পুড়িয়ে দিতে হবে; যেন তোমাদের মধ্যে কুকাজ
না হয়। ১৫ আর যে কেউ কোন পশুর সঙ্গে শয়ন
করে, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে; এবং তোমরা
সেই পশুকেও হত্যা করবে। ১৬ আর কোন স্ত্রী
যদি পশুর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে শয়ন করে তবে
তুমি সেই স্ত্রী ও সেই পশুকে হত্যা করবে;

ইহি ৫:১-৫।
[১৯:২৮] দ্বি:বি ১৪:১; ১বাদশা ১৮:২৮।
[১৯:২৯] দ্বি:বি ২৩:১৮।
[১৯:৩০] হিজ ২০:৮।
[১৯:৩১] হিজ ২২:১৮; ১শামু ২৮:৭-২০।
[১৯:৩২] মেসাল ২৩:২২; মাতম ৫:১২; ১তীম ৫:১।
[১৯:৩৪] হিজ ১২:৪৮; জবুর ১৪৬:৯।
[১৯:৩৫] দ্বি:বি ২৫:১৩-১৬।
[১৯:৩৬] আইউ ৩১:৬; মেসাল ১১:১।
[১৯:৩৭] ২বাদশা ১৭:৩৭; জবুর ১১৯:৫; ইহি ১৮:৯।
[১৯:৩৭] পয়দা ২৬:৫।
[২০:২] শুমারী ১৫:৩৫, ৩৬; দ্বি:বি ২১:২১।
[২০:৩] জবুর ৭৪:৭; ৭৯:১।
[২০:৪] দ্বি:বি ১৭:২-৫।
[২০:৭] হিজ ২৯:১; ৩১:১৩; ইফি ১:৪; ১পিতর ১:১৬।
[২০:৮] পয়দা ২৬:৫; হিজ ৩১:১৩; ইহি ২০:১২।
[২০:৯] দ্বি:বি ২২:৩০; মথি ১৫:৪; মার্ক ৭:১০;
[২০:১০] হিজ ২০:১৪; ইউ ৮:৫।
[২০:১২] পয়দা ১১:৩১; ৩৮:১৬।
[২০:১৪] শুমারী ১৬:৩৯; কাজী ১৪:১৫; ১৫:৬।
[২০:১৫] হিজ ২২:১৯।

১৯:২৯ কন্যাকে পতিতা হতে দিয়ে। এর দ্বারা হয়তো কেনানীয়দের বাল দেবতার মন্দিরের দেব-দাসী প্রথার কথা বলা হয়েছে (হোশেয় ৪:১১-১৪)। ঐ সব খারাপ কাজের ফলে দেশ নষ্ট হয়েছে (১৮:২৫ দেখুন)।

১৯:৩০ সমস্ত বিশ্রামবার। ১৬:২৯-৩১ আয়াতের নোট দেখুন। ২৬:২ ও দেখুন।

১৯:৩১ ওঝা ও গুনিনদের অভিমুখী হয়ো না। ১৯:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। ২০:৬, ১ শামু ২৮:১-৩, ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৪, ইশা ৮:১৯ দেখুন।

১৯:৩৪ কেননা মিসর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে। ১১:৪৪-৪৫ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ২২:২১, লেবীয় ১৮:৩; দ্বি:বি: ২৪:১৭-১৮, ২৭:২৪-২৬।

২০:২ মোলক দেবতার। ১৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

লোকেরা তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে। ইসরাইল জাতির মধ্যে পাথর ছুঁড়ে বা উপর থেকে পাথর ফেলে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার রীতি ছিল।

তাদের অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে, তাদের রক্ত তাদের
উপরে বর্তাবে।
১৭ আর যদি কেউ আপন বোনকে, পিতৃকন্যা
কিংবা মাতৃকন্যাকে গ্রহণ করে ও উভয়ে উভয়ের
আবরণীয় দেখে তবে তা লজ্জাস্কর বিষয়; তারা
নিজের জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে উচ্ছিন্ন হবে;
আপন বোনের ইজ্জত নষ্ট করাতে সে তার
অপরাধ বহন করবে। ১৮ আর যদি কেউ মাসিক
হয়েছে এমন স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে ও তার
আবরণীয় অনাবৃত করে তবে সেই পুরুষ তার
রক্তের উৎস প্রকাশ করাতে ও সেই স্ত্রী নিজের
রক্তের উৎস অনাবৃত করাতে তারা উভয়ে নিজের
লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে। ১৯ আর তুমি
আপন খালার কিংবা ফুফুর ইজ্জত নষ্ট করো না;
তা করলে তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়ার অসম্মান
করা হয়, তারা উভয়েই নিজ নিজ অপরাধ বহন
করবে। ২০ আর যদি কেউ তার চাচীর সঙ্গে শয়ন
করে, তাতে তার চাচার অসম্মান করা হয়; তারা
নিজ নিজ গুনাহ্ বহন করবে, নিঃসন্তান হয়ে
মরবে। ২১ আর যদি কেউ আপন ভাইয়ের স্ত্রীকে
গ্রহণ করে, তা নাপাক কাজ; আপন ভাইয়ের
স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করাতে তারা নিঃসন্তান থাকবে।
২২ তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত
অনুশাসন মান্য করো, পালন করো; যেন আমি
তোমাদের বসবাসের জন্য তোমাদেরকে যে
দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশ তোমাদেরকে
বিতাড়িত না করে। ২৩ আর আমি তোমাদের
সম্মুখ থেকে যে জাতিকে দূর করতে উদ্যত, তার
আচার অনুযায়ী আচরণ করো না; কেননা তারা
ঐ সমস্ত কাজ করতো, এজন্য আমি তাদেরকে
ঘৃণা করলাম। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদেরকে
বলেছি, তোমরাই তাদের দেশ অধিকার করবে,
আমি তোমাদের অধিকার হিসেবে সেই দুগ্ধমধু
প্রবাহী দেশ দেব; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্;
আমি অন্য সমস্ত জাতি থেকে তোমাদেরকে
পৃথক করেছি। ২৫ অতএব তোমরা পাক নাপাক
পশুর ও পাক নাপাক পাখির প্রভেদ করবে; আমি
যে যে পশু, পাখি ও ভূচর কীটাদি জন্তুকে নাপাক
বলে তোমাদের থেকে পৃথক করলাম, সেই
সবের দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রাণকে ঘৃণার বস্তু
করো না। ২৬ আর তোমরা আমার উদ্দেশে
পবিত্র হও, কেননা আমি মাবুদ পবিত্র এবং
আমি তোমাদেরকে অন্য সব জাতি থেকে পৃথক
করেছি, যেন তোমরা আমারই হও।
২৭ আর পুরুষের কিংবা স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ
ওঝা কিংবা গুনিন হয়, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড
হবে; লোকে তাদেরকে পাথরের আঘাতে হত্যা
করবে; তাদের রক্ত তাদের প্রতি বর্তাবে।

ইমামদের পবিত্রতা

২১ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি
হারুনের পুত্র ইমামদেরকে বল, আত্মীয়-
স্বজনের মৃতের জন্য তারা কেউ নাপাক হবে
না। ২ কেবল নিজেদের নিকটবর্তী গোত্র, অর্থাৎ
তার মা, বা পিতা, বা পুত্র, বা কন্যা, বা ভাই
মারা গেলে নিজেকে নাপাক করতে পারবে।
৩ আর নিকটস্থ যে বোনের বিয়ে হয় নি, এমন
বোন মারা গেলে সে নিজেকে নাপাক করতে
পারবে। ৪ নিজের লোকদের মধ্যে প্রধান বলে
সে নিজেকে নাপাক করার জন্য নাপাক হবে না।
৫ তারা নিজ নিজ মাথা মুণ্ডন করবে না, নিজ
নিজ দাড়ির কোণও কামাবে না ও নিজ নিজ
শরীরে অস্ত্রাঘাত করবে না। ৬ তারা তাদের
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পবিত্র হবে ও তার আল্লাহ্‌র
নাম নাপাক করবে না; কেননা তারা মাবুদের
অগ্নিকৃত উপহার, তাদের আল্লাহ্‌র খাদ্য,
কোরবানী করে; অতএব তারা পবিত্র হবে।
৭ তারা পতিতা কিংবা ভ্রষ্টা স্ত্রীকে বিয়ে করবে না
এবং স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রীকেও বিয়ে করবে না,
কেননা ইমাম তার আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পবিত্র।
৮ অতএব তুমি তাকে পবিত্র রাখবে; কারণ সে
তোমার আল্লাহ্‌র খাদ্য কোরবানী করে; সে
তোমার কাছে পবিত্র হবে; কেননা তোমাদের
পবিত্রকারী মাবুদ আমি পবিত্র। ৯ আর কোন
ইমামের কন্যা যদি জেনা করে নিজেকে নাপাক
করে তবে সে তার পিতাকে নাপাক করে; তাকে
আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।

[২০:১৭] পয়দা ১৭:১৪।
[২০:১৮] ইহি ১৮:৬।
[২০:২০] পয়দা ১৫:২।
[২০:২১] মথি ১৪:৪; মার্ক ৬:১৮।
[২০:২২] পয়দা ২৬:৫।
[২০:২৪] হিজ ৩:৮; শুমারী ১৪:৮; ১৬:১৪।
[২০:২৫] দ্বি:বি ১৪:৩-২১; প্রেরিত ১০:১৪।
[২০:২৬] ইউসা ২৪:১৯; ২বাদশা ১৯:২২; জবুর ৯৯:৩।
[২০:২৭] হিজ ২২:১৮।
[২১:১] হিজ ২৮:১; শুমারী ৫:২; ৬:৬; ১৯:১১; ৩১:১৯।
[২১:৩] শুমারী ৬:৬।
[২১:৫] ইয়ার ৭:২৯; ১৬:৬।
[২১:৬] উজা ৮:২৮।
[২১:৭] ইহি ৪৪:২২।
[২১:৮] হিজ ৩১:১৩।
[২১:৯] পয়দা ৩৮:২৪।

২০:১৮ মাসিক হয়েছে এমন স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে। ১৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। ১৮:১৯ ও দেখুন।

২০:২১ আপন ভাইয়ের স্ত্রীকে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৫-৬ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন যেখানে ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করতে বলা হয়েছে যদি ভাই কোন সন্তানাদি জন্মের আগেই মারা যায়। ঐ অবস্থা না হলে ঐ বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল (আরো দেখুন ১৮:১৬, মথি ২২:২৩-৩৩, মার্ক ১২:১৮-২৭, লূক ২০:২৭-৪০)।

২০:২৩ যে জাতিকে দূর করতে উদ্যত। ১৪:৩৪ আয়াতে ‘কেনান’ আয়াতের নোট ও ১৮:২৪ দেখুন।

২০:২৫ পাক ... নাপাক। ১১:৪-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২৭ যে কেউ ওঝা কিংবা গুনিন হয়। এর দ্বারা তাদের বুঝানো হয়েছে যারা ভূতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা আছে বলে দাবী করতো। ২০:৬ ও ১৯:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১ হারুনের পুত্র ইমামদেরকে। ২১ অধ্যায়ের নিয়ম-কানুনগুলো দেয়া হয়েছিল যেন ইমামেরা ধর্মীয়ভাবে নাপাক হলে লোকদের পক্ষে তাদের কাজ-কর্ম করার অযোগ্য হয়ে যায়।

২১:১-২ আত্মীয়-স্বজনের মৃতের জন্য ... নিজেকে নাপাক করতে পারবে। মৃত লাশ স্পর্শ করলে মানুষ নাপাক হতো (লেবীয় ১১, শুমারী ১৯:১১-২১)। মানুষের মৃত লাশ স্পর্শ করলে সাত দিনের জন্য নাপাক হিসাবে থাকতে হতো। ঐ লোককে আবার পাক-পবিত্র হবার জন্য ধর্মীয়ভাবে গোসল করতে হতো। ঐ নাপাক অবস্থায় ইমামদের রক্তের সম্পর্কের লোক মারা গেলে তাদের কবর দিতে দেয়া যেত, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের লোকদের, যথা: ইমামের স্ত্রী ও তার শ্বশুর বাড়ির লোকদের মৃতদেহ কবর দিতে পারত না। আর মহা-ইমামের বেলায় নিয়ম ছিল আরো কড়া (২১:১০-১১)।

২১:৬ তারা নিজ নিজ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পবিত্র হবে। ১১:৪৪-৪৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৭ পতিতা। ১৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০ আর নিজের ভাইদের মধ্যে প্রধান ইমাম,
যার মাথায় অভিষেক তেল ঢালা হয়েছে, যে
ব্যক্তি অভিষেক দ্বারা পবিত্র পোশাক পরার
অধিকারী হয়েছে, সে নিজের মাথা মুণ্ডন করবে
না ও তার পোশাক চিরবে না। ১১ আর সে কোন
লাশের কাছে যাবে না, তার পিতার বা তার
মাতার জন্যও সে নিজেকে নাপাক করবে না,
১২ এবং পবিত্র স্থান থেকে বাইরে যাবে না এবং
তার আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান নাপাক করবে না,
কেননা তার আল্লাহ্‌র অভিষেক তেলের সংস্কার
তার উপরে আছে; আমি মাবুদ। ১৩ আর সে
কেবল কুমারী মেয়েকে বিয়ে করবে। ১৪ বিধবা,
বা স্বামী পরিত্যক্তা, বা ভ্রষ্টা স্ত্রী, বা পতিতা,
এদের কাউকেও বিয়ে করবে না; সে তার নিজের
লোকদের মধ্যে এক জন কুমারীকে বিয়ে করবে।
১৫ সে নিজের লোকদের মধ্যে নিজের বংশ
নাপাক করবে না, কেননা আমি মাবুদ তার
পবিত্রকারী।
১৬ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৭ তুমি
হারুনকে বল, পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের
মধ্যে যার শরীরে খুঁত থাকে, সে তার আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে খাবার উৎসর্গ করতে কোরবানগাহ্‌র
নিকটবর্তী না হোক। ১৮ যে ব্যক্তির খুঁত আছে,
সে কোরবানগাহ্‌র নিকটবর্তী হবে না; অন্ধ, বা
খঞ্জ, বা খাঁদা, বা অস্বাভাবিক ভাবে লম্বা অঙ্গ,
১৯ বা ভাঙ্গা পা, বা ভাঙ্গা হাত, ২০ বা কুঁজো, বা
বামন, বা ছানিপড়া, বা শ্বেতিরোগী, বা স্ফোটক-
বিশিষ্ট, বা অণ্ডকোষ নষ্ট; ২১ কোন খুঁতবিশিষ্ট
পুরুষ ইমাম হারুনের বংশের মধ্যে আছে, সে
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী
করতে কোরবানগাহ্‌র নিকটবর্তী হবে না; তার
খুঁত আছে, সে তার আল্লাহ্‌র উদ্দেশে খাবার
উৎসর্গ করতে কোরবানগাহ্‌র নিকটবর্তী হবে না।
২২ সে তার আল্লাহ্‌র খাদ্য, অতি পবিত্র বস্তু ও
পবিত্র বস্তু ভোজন করতে পারবে; ২৩ কিন্তু পর্দার
কাছে প্রবেশ করবে না ও কোরবানগাহ্‌র
নিকটবর্তী হবে না, কেননা তার খুঁত আছে; সে
আমার পবিত্র সমস্ত স্থান নাপাক করবে না,
কেননা আমি মাবুদ সেই সবের পবিত্রকারী।
২৪ মূসা হারুনকে, তাঁর পুত্রদেরকে ও সমস্ত বনি
-ইসরাইলকে এই কথা বললেন।

পবিত্রকৃত বস্তুর ব্যবহার

২২ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
হারুন ও তার পুত্রদেরকে বল, বনি-
ইসরাইল আমার উদ্দেশে যা পবিত্র করে, তাদের
সেই পবিত্র সমস্ত বস্তু থেকে যেন ওরা স্বতন্ত্র
থাকে এবং যেন আমার পবিত্র নাম অপবিত্র না
করে; আমি মাবুদ। ৩ তুমি তাদেরকে বল,
পুরুষানুক্রমে তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেউ
নাপাক হয়ে পবিত্র বস্তুর কাছে, অর্থাৎ বনি-
ইসরাইল কর্তৃক মাবুদের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত
বস্তুর কাছে যাবে, সেই ব্যক্তি আমার সম্মুখ
থেকে উচ্ছিন্ন হবে; আমি মাবুদ। ৪ হারুন
বংশের যদি কেউ কুষ্ঠী কিংবা প্রমেহী হয়, সে
পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র বস্তু ভোজন
করবে না। ৫ আর যে কেউ মৃত দেহ ঘটিত
নাপাক বস্তু, কিংবা যার বীর্যপাত হয় তাকে স্পর্শ
করে, কিংবা যে ব্যক্তি নাপাক কীটাদি জন্তুকে
কিংবা কোন রকম নাপাকবিশিষ্ট মানুষকে স্পর্শ
করে, ৬ সেই স্পর্শকারী ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে এবং পানিতে তার শরীর ধুয়ে না
নিলে পবিত্র বস্তু ভোজন করবে না। ৭ সূর্য
অস্তগত হলে সে পাক-সাফ হবে; পরে পবিত্র
বস্তু ভোজন করবে, কেননা ওগুলোই তার
খাবার। ৮ ইমাম স্বয়ংমৃত কিংবা বিদীর্ণ পশুর
গোশ্‌ত ভোজন করবে না; আমি মাবুদ।
৯ অতএব তারা আমার হুকুম পালন করুক;
পাছে তা নাপাক করলে তারা তার দরুন গুনাহ্‌
বহন করে ও মারা পড়ে; আমি মাবুদ তাদের
পবিত্রকারী।

[২১:১০] হিজ ২৯:৭।
[২১:১১] শুমারী ৫:২; ৬:৬; ৯:৬; ১৯:১১, ১৩, ১৪; ৩১:১৯।
[২১:১২] হিজ ২৫:৮।
[২১:১৩] ইহি ৪৪:২২।
[২১:১৮] ২শামু ৪:৪; ৯:৩; ১৯:২৬।
[২১:২০] দ্বি:বি ২৩:১; ইশা ৫৬:৩।
[২১:২২] ১করি ৯:১৩।
[২১:২৩] হিজ ২৫:৮।
[২২:২] হিজ ২০:৭; মথি ৫:৩৩।
[২২:৩] উজা ৮:২৮।
[২২:৬] হগয় ২:১৩।
[২২:৭] শুমারী ১৮:১১।
[২২:৮] হিজ ২২:৩১।
[২২:৯] হিজ ২৮:৩৮।

২১:১০ মহা-ইমাম। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১৩ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করবে। যেহেতু মহা-ইমামের পদটি পারিবারিক সূত্রে লাভ করা হতো। একজন মহা-ইমামের যুবক ছেলে আগে থেকে জানত যে, তার পিতার মৃত্যুর পরে সে ঐ পদ লাভ করবে (৬:২২-২৩)। ঐ যুবককে লেবীয় গোষ্ঠী, তবে অন্য কোন বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে হতো।

২১:১৭-২০ যার শরীরে খুঁত থাকে। ঠিক যেমন কোন খুঁত থাকা কোন পশুকে কোরবানী করা যেত না ঠিক তেমনি কোন খুঁত আছে এমন লোক কোন কোরবানীর অনুষ্ঠান করতে, বা কোন পবিত্র স্থানে বা জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে পারত না। আজকের দিনে এ হয়তো কঠিন নিয়ম। কিন্তু ইসরাইল জাতির জন্য দেয়া এ মিলনের পেছনে ছিল পবিত্রতা সম্পর্কে তাদের ধারনা। তাদের ধারনা বা চিন্তা ছিল এই যে, আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী করা বা তাঁর জন্য মনোনীত যে কোন জিনিষ বা মানুষকে তাঁর সৃষ্টির নিখুঁত অবস্থাকে দেখাতে হবে। যদিও সেই রূপ খুঁত থাকা লোকদের কোরবানগাহ্‌ বা কোরবানী অনুষ্ঠানের কোন কাজে ব্যবহার করা হতো না, সমাজ থেকেও তাদের বের করে দেয়া হতো না। ইমামেরা যে খাবার খেত তারা তা খেতে পারত, এবং তারা হয়তো ইমামদের কোন কোন কাজে সাহায্য করতে দেয়া হতো, যেমন প্রত্যেক দিন কোরবানীর ছাই পরিষ্কার করা, ইত্যাদি।

২১:২৩ পর্দার কাছে ... কোরবানগাহ্‌র নিকটবর্তী। ঐ পবিত্র স্থানের মানে হয়তো জমায়েত-তাঁবুর ভেতরের পবিত্র স্থান ও মহাপবিত্র স্থান। যেহেতু খুঁত আছে এমন লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছে কোরবানী করা খাবার খেতে পারত, তারা তাঁবুর বাইরের পবিত্র উঠানে থাকতেও পারত (৬:১৬-১৭)।

২২:৩ নাপাক। ১১:৪-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৮ স্বয়ংমৃত কিংবা বিদীর্ণ পশুর গোশ্‌ত। সাধারণ লোকদের জন্য নিয়ম-কানুন ততটা কড়া ছিল না (১৭:১৫)। ইমামদের নির্ভর করতে হতো কোরবানী করা খাদ্যের যে অংশ তাদের জন্য দেয়া হতো তার উপরে। অন্যভাবে খাদ্য সংগ্রহ করা ছিল অবিশ্বাসের কাজ। তাই এই নিয়মটা কেবল খাদ্যের বিষয়েই যে ছিল তা নয়, এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সব কিছু যুগিয়ে দেবার ক্ষমতার উপরে নির্ভর করতেও বুঝাতো।

২২:৯ আমি মাবুদ তাদের পবিত্রকারী। ১:১-৩ আয়াতে ‘মাবুদ’ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

১০ অন্য বংশীয় কোন লোক পবিত্র বস্তু ভোজন
করবে না; ইমামের বাড়িতে বাসকারী অন্য কেউ
কিংবা বেতনজীবী কেউ পবিত্র বস্তু ভোজন করবে
না। ১১ কিন্তু ইমাম নিজের টাকা দিয়ে যে কোন
ব্যক্তিকে ক্রয় করে, সে তা ভোজন করবে এবং
তার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন লোকেরাও
তার অন্ন ভোজন করবে। ১২ আর ইমামের কন্যা
যদি অন্য বংশীয় লোকের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে
আবদ্ধ হয় তবে সে পবিত্র বস্তুর উত্তোলনীয়
উপহার ভোজন করবে না। ১৩ কিন্তু ইমামের
কন্যা যদি বিধবা কিংবা পরিত্যক্তা হয়, আর তার
সন্তান না থাকে এবং সে পুনর্বার এসে
বাল্যকালের মত পিতার বাড়িতে বাস করে তবে
সে পিতার অন্ন ভোজন করবে, কিন্তু অন্য বংশীয়
কোন লোক তা ভোজন করবে না। ১৪ আর যদি
কেউ ভুলবশত পবিত্র বস্তু ভোজন করে তবে সে
সেরকম পবিত্র বস্তু ও তার সঙ্গে আরও পাঁচ
ভাগের এক ভাগ ইমামকে দেবে। ১৫ আর বনি-
ইসরাইল তাদের যে যে পবিত্র বস্তু মাবুদের
উদ্দেশে নিবেদন করে, ইমামেরা তা নাপাক
করবে না; ১৬ এবং তাদেরকে ওদের পবিত্র বস্তু
ভোজন দ্বারা দোষ-কোরবানীর দায়ে ভারগ্রস্ত
করবে না; কেননা আমি মাবুদ তাদের
পবিত্রকারী।

যে সব কোরবানী ও উপহার গ্রহণযোগ্য নয়

১৭ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৮ তুমি
হারুন, তার পুত্রদের ও সমস্ত বনি-ইসরাইল-
দেরকে বল, ইসরাইল জাতি কিংবা ইসরাইলের
মধ্যে প্রবাসকারী যে কেউ তার উপহার কোরবানী
করে, তাদের কোন মানতের কোরবানী হোক, বা
নিজের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানী হোক, যা
মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে
কোরবানী করে; ১৯ যেন তোমরা গ্রাহ্য হতে পার,
তাই গরুর কিংবা ভেড়ার কিংবা ছাগলের মধ্য
থেকে নিখুঁত পুরুষ পশু কোরবানী করবে।
২০ তোমরা খুঁতযুক্ত কিছু কোরবানী করো না,
কেননা তা তোমাদের পক্ষে কবুল করা হবে না।
২১ আর কোন লোক যদি মানত পূর্ণ করার
জন্য কিংবা নিজের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানীর
জন্য গোমেষাদি পাল থেকে মঙ্গল-কোরবানী
করে তবে গ্রাহ্য হবার জন্য তা নিখুঁত হবে;
তাতে কোন খুঁত থাকবে না। ২২ অন্ধ, বা আঘাত
পাওয়া, বা ক্ষতবিক্ষত, বা আবযুক্ত, বা
শ্বেতিযুক্ত, বা স্ফোটকযুক্ত হলে তোমরা মাবুদের
উদ্দেশে তা কোরবানী করো না এবং তার কিছুই
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে
কোরবানগাহ্‌র উপরে স্থাপন করো না। ২৩ আর
তুমি যে সব গরু কিংবা ভেড়ার শরীরের কোন
অংশ অস্বাভাবিক ভাবে বড় কিংবা ছোট হলে তা
স্বেচ্ছাদত্ত উপহার হিসেবে কোরবানী করতে
পার, কিন্তু মানতের জন্য তা কবুল করা হবে
না। ২৪ যদি কোন পশুর অণ্ডকোষ থেঁৎলে কিংবা
পিষে কিংবা ছিঁড়ে কিংবা কেটে গিয়ে থাকে তবে
সেগুলোকে মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করো না;
তোমাদের দেশে এরকম করো না। ২৫ আর
বিদেশীর হাত থেকেও এই রকম পশু নিয়ে
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে কোরবানী করো না,
কেননা তাদের শরীরে খুঁত আছে, সুতরাং তাদের
মধ্যে খুঁত আছে বলে সেসব তোমাদের পক্ষে
কবুল করা হবে না।
২৬ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৭ গরু, বা
ভেড়া, বা ছাগল জন্মগ্রহণ করলে পর সাত দিন
পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকবে; পরে অষ্টম দিন
থেকে তা মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের
জন্য কবুল করা হবে। ২৮ গাভী কিংবা ভেড়ী
হোক, তাকে ও তার বাচ্চাকে একই দিনে জবেহ্‌
করো না। ২৯ আর যে সময়ে তোমরা মাবুদের
উদ্দেশে শুকরিয়া-কোরবানী করবে, সেই সময়
গ্রাহ্য হবার জন্যই তা কোরবানী করো। ৩০ সেই
দিনেই তা ভোজন করতে হবে; তোমরা সকাল
পর্যন্ত তার কিছু অবশিষ্ট রেখো না; আমি মাবুদ।
৩১ অতএব তোমরা আমার সমস্ত হুকুম মান্য
করবে, পালন করবে; আমি মাবুদ। ৩২ আর
তোমরা আমার পবিত্র নাম নাপাক করো না;
কিন্তু আমি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে পবিত্ররূপে
মান্য হব; আমি মাবুদ তোমাদের পবিত্রকারী;
৩৩ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌ হবার জন্য মিসর
দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছি;
আমি মাবুদ।

[২২:১০] হিজ ১২:৪৫; ২৯:৩৩।
[২২:১১] পয়দা ১৭:১৩; হিজ ১২:৪৪।
[২২:১৫] শুমারী ১৮:৩২।
[২২:১৬] শুমারী ১৮:১১।
[২২:১৮] শুমারী ১৫:১৬; ১৯:১০; ইউসা ৮:৩৩; জবুর ২২:২৫; ৭৬:১১; ১১৬:১৮।
[২২:১৯] শুমারী ২৮:১১; দ্বি:বি ১৫:২১।
[২২:২০] দ্বি:বি ১৫:২১; ১৭:১; ইহি ৪৩:২৩; ৪৫:১৮; ৪৬:৬; মালা ১:৮; ইব ৯:১৪; ১পিতর ১:১৯।
[২২:২১] হিজ ৩২:৬; মালা ১:১৪।
[২২:২৫] শুমারী ১৯:২।
[২২:২৭] হিজ ২২:৩০।
[২২:২৮] দ্বি:বি ২২:৬, ৭।
[২২:৩১] দ্বি:বি ৪:২, ৪০; জবুর ১০৫:৪৫।
[২২:৩৩] হিজ ৬:৬।

২২:১০-১১ বেতনজীবী ... কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করে। বেতন পাওয়া কোন শ্রমিক কোন পবিত্র খাবার খেতে পারত না, যথা: কোরবানরী মাংস, রুটি কিংবা শস্যের অংশ। তবে ইমামের পরিবারে যে গোলাম-বাঁদীরা থাকত তারা তা খেতে পারত। যদিও ইসরাইল জাতির লোকেরা আগে মিসরে গোলাম ছিল, তাদের ঘরেও পরে গোলাম-বাঁদী ছিল। তারা ঐ সমস্ত গোলাম -বাঁদীদের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে এনেছিল বা মাদিয়ানীয়দের বা ইসমালীয়দের দাস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে আনতো (পয়দা ৩৭:২৮, ৩৬)। ইবরানীরা ছয় বছরের বেশি সময়ের জন্য গোলাম-বাঁদীদের রাখতে পারত না, যদি না কোন গোলাম-বাঁদী নিজের ইচ্ছায় তার মনিবের কাছে থাকতে চাইত। ঐ গোলাম-বাঁদীর কানের লতি ফুটো করে দেয়া হতো তার আজীবন গোলাম বা বাঁদী হয়ে থাকার ইচ্ছার চিহ্নরূপে (হিজ ২১:৬)। আরো দেখুন ২৫:৩৯-৪৬, ইয়ার ৩৪:৮-২০।

২২:২১ মঙ্গল-কোরবানী করে। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২৫ বিদেশীর হাত থেকেও এই রকম পশু নিয়ে। এর অর্থ এমন লোক যে ইসরাইলীয় কোন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে নাই। কেবলমাত্র ইসরাইল জাতির লোকদের নিজেদের দ্বারা লালিত-পালিত পশুই কোরবানী জন্য ব্যবহার করা যেত।

২২:২৭ সাত দিন পর্যন্ত। ৪:৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২৯ শুকরিয়া-কোরবানী করবে। এ অনুষ্ঠান ২ অধ্যায়ে বর্ণনা করা অনুষ্ঠান নয়। ২ অধ্যায়ের অনুষ্ঠানে রুটি ও শস্যের ব্যবহারের কথা আছে। এখানে যে শুকরিয়া কোরবানীর কথা আছে তাতে পশু কোরবানী ছিল (৭:১২-১৬)।

২২:৩২-৩৩ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌ হবার জন্য ... বের করে এনেছি। ১১:৪৪-৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

ভিন্ন ভিন্ন ঈদ সম্বন্ধীয় নিয়ম

২৩ [১] আর মাবুদ মূসাকে বললেন, [২] তুমি
বনি-ইসরাইলকে বল, তোমরা মাবুদের
যেসব ঈদ পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল বলে ঘোষণা
করবে, আমার সেসব ঈদ এই।

বিশ্রামবার, ঈদুল ফেসাখ ও খামিহীন রুটির উৎসব

[৩] ছয় দিন কাজ করতে হবে, কিন্তু সপ্তম দিনে
পূর্ণ বিশ্রামের বিশ্রামবার, পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল
হবে, তোমরা কোন কাজ করবে না; সেদিন
তোমাদের সমস্ত নিবাসে মাবুদের উদ্দেশে
বিশ্রামবার।
[৪] তোমরা নির্ধারিত সময়ে যেসব পবিত্র
মিলন-মাহ্‌ফিল ঘোষণা করবে, মাবুদের সেসব
ঈদ এই। [৫] প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাবেলা
মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল ফেসাখ হবে; [৬] এবং সেই
মাসের পঞ্চদশ দিনে মাবুদের উদ্দেশে খামিহীন
রুটির উৎসব হবে। তোমরা সাত দিন খামিহীন
রুটি ভোজন করবে; [৭] প্রথম দিনে তোমাদের
পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন
পরিশ্রমের কাজ করবে না। [৮] কিন্তু সাত দিন
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন
করবে; সপ্তম দিনে পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে;
তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না।

শস্যের অগ্রিমাংশ উৎসর্গ

[৯] আর মাবুদ মূসাকে বললেন, [১০] তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, আমি তোমাদেরকে যে দেশ
দেব, সেই দেশে প্রবেশ করে তোমরা যখন সেই
দেশে উৎপন্ন শস্য কাটবে, তখন তোমাদের
প্রথমে কাটা শস্যের একটি আঁটি ইমামের কাছে
আনবে। [১১] সে মাবুদের সম্মুখে ঐ আঁটি
দোলাবে, যেন তোমাদের জন্য তা গ্রাহ্য হয়;
বিশ্রামবারের পর দিন ইমাম তা দোলাবে।
[১২] আর যেদিন তোমরা ঐ আঁটি দোলাবে, সেই
দিন মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য
এক বছরের নিখুঁত একটি ভেড়ার বাচ্চা
কোরবানী করবে। [১৩] তার সাথে শস্য-উৎসর্গের
(এক ঐফার) বিশ ভাগের এক ভাগ তেল
মিশানো মিহি সুজি দেবে; তা মাবুদের উদ্দেশে
খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার হবে এবং তার পেয়
উপহার এক হিন আঙ্গুর-রসের চার ভাগের এক
ভাগ হবে। [১৪] আর তোমরা যে পর্যন্ত তোমাদের
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এই উপহার না আন, সেদিন
পর্যন্ত রুটি বা ভাজা শস্য বা তাজা শীষ ভোজন
করবে না; তোমাদের সমস্ত নিবাসে এটি
পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম।

সাত সপ্তাহের উৎসব

[১৫] আর সেই বিশ্রামবারের পরদিন থেকে,
দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ আঁটি আনবার দিন থেকে,
তোমরা পূর্ণ সাতটি বিশ্রামবার গণনা করবে।
[১৬] এভাবে সপ্তম বিশ্রামবারের পরদিন পর্যন্ত
তোমরা পঞ্চাশ দিন গণনা করে মাবুদের উদ্দেশে
নতুন খাদ্যের উপহার নিবেদন করবে।
[১৭] তোমরা নিজ নিজ নিবাস থেকে দোলনীয়
উপহার হিসেবে (এক ঐফার) দুই দশমাংশের
দু'খানি রুটি আনবে এবং মিহি সুজি দ্বারা তা
প্রস্তুত করবে ও খামি মিশিয়ে পাক করবে; তা
মাবুদের উদ্দেশে নিবেদিত প্রথম ফসল হবে।
[১৮] আর তোমরা সেই রুটির সঙ্গে এক বছরের
নিখুঁত সাতটি ভেড়ার বাচ্চা, একটি ষাঁড় ও দু'টি
ভেড়া কোরবানী করবে; তা মাবুদের উদ্দেশে
পোড়ানো-কোরবানী হবে এবং তৎসম্বন্ধীয় শস্য-
উৎসর্গের ও পেয় উৎসর্গের সঙ্গে মাবুদের
উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার হবে।

[২৩:২] শুমারী ২৯:৩৯; ইহি ৪৪:২৪; কল ২:১৬।
[২৩:৩] হিজ ২০:১০; ইব ৪:৯, ১০।
[২৩:৩] শুমারী ২৮:২৬; নহূম ১:১৫।
[২৩:৫] হিজ ১২:১১।
[২৩:৬] হিজ ১২:১৭।
[২৩:১০] শুমারী ১৫:২, ১৮।
[২৩:১০] হিজ ২২:২৯; ৩৪:২২; রোমীয় ১১:১৬।
[২৩:১১] হিজ ২৯:২৪।
[২৩:১২] হিজ ১২:৫।
[২৩:১৩] শুমারী ১৫:৬; ২৮:৯।
[২৩:১৪] ইউসা ৫:১১; রূত ২:১৪; ১শামু ১৭:১৭; ২৫:১৮; ২শামু ১৭:২৮।
[২৩:১৬] প্রেরিত ২:১; ২০:১৬।
[২৩:১৭] হিজ ৩৪:২২।
[২৩:১৮] হিজ ২৯:৪১; ৩০:৯; ৩৭:১৬; ইয়ার

২৩:৩ বিশ্রামবার। ১৬:২৯-৩১ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজ ২০:৮-১০, ২৩:১২, ৩১:১৪-১৫, ৩৪:২১, ৩৫:২; দ্বি:বি: ৫:১২–১৫।

২৩:৪-৫ প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে ... ঈদুল ফেসাখ হবে। "ঈদুল ফেসাখ কথাটি হিব্রু শব্দ হিজরত ১২:১-১৩, ২৩,২৭ আয়াতে "এড়িয়ে যাওয়া" বা "উপেক্ষা করা" –এই ক্রিয়াপদের হিব্রু শব্দের সংঙ্গে সম্পর্কীত। আল্লাহ্‌ যেভাবে ইসরাইল জাতিকে মিসরের গোলামী থেকে উদ্ধার করার জন্য কাজ করেছিলেন তা মনে করে আনন্দ করার জন্য এ উৎসব পালন করা হতো। দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১-২ ও দেখুন। ইবরানী ক্যালেণ্ডারের প্রথম মাস হল আবীব মাস ('নীসন' ও বলা হয়); মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় হচ্ছে ঐ মাস।

২৩:৬ খামিহীন রুটির উৎসব। এই উৎসব শুরু হতো ঈদুল ফেসাখের পর দিন এবং তা সাতদিন ধরে চলত (শুমারী ২৮:১৬-২৫)। যে খামিহীন রুটি ঈদুল ফেসাখ ও খামিহীন রুটির ঈদের সময় খাওয়া হতো তা ইসরাইল জাতিকে মনে করিয়ে দিত যে, কত তাড়াহুড়া করে তাদের মিসর ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাদের ময়দার তালকে তারা ফুলে ওঠার সময় দিতে পারে নি (২:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:১০ প্রথমে কাটা শস্যের একটি আঁটি। একে সাধারণত শস্য-উৎসর্গের ঈদও বলা হতো। ২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১১-১২ বিশ্রামবারের পর দিন ... পোড়ানো-কোরবানীর জন্য। ১৬:১৯-৩১ ও ১:১-৩ আয়াতে কোরবানী বিষয়ে নোট দেখুন।

২৩:১৪ নতুন শস্য। সবচেয়ে প্রথম কাটা শস্য ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হতো। এর মাধ্যমে লোকেরা মনে রাখত যে আল্লাহ্‌ তাদের সমস্ত কিছুরই যোগানদাতা।

২৩:১৬ পঞ্চাশ দিন গণনা করে। খামিহীন রুটির ঈদের সময় দোলন-কোরবানীর পঞ্চাশ দিন পরে নতুন গম উৎসর্গের অনুষ্ঠান পালিত হতো। ঐ অনুষ্ঠানকে "সপ্তাহের উৎসব" বলা হতো, পরবর্তীকালে তার নাম "পঞ্চাশত্তমী ঈদ"। প্রেরিত ২:১, ২০:১৬, ১ করি ১৬:৮ দেখুন। লোকেরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে যে শস্য উৎসর্গ করতো তা ছিল আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কৃতজ্ঞতার ও তিনি যে তাদের সব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন তাদের তা প্রকাশের চিহ্ন। আরো দেখুন হিজ ২৩:১৭, ৩৪:২২, দ্বি:বি: ১৬:৯-১২।

২৩:১৮ পোড়ানো-কোরবানী ... শস্য-উৎসর্গ ... পেয় উৎসর্গ। ১:১-৩ 'উৎসর্গ' বা 'কোরবানী' আয়াতের নোট দেখুন। শুমারী ১৫:১-১৬ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন যেখানে কোন কোন কোরবানীতে যে পরিমাণ আঙ্গুরের রস ব্যবহার করা হবে তা

১৯ পরে তোমরা গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগলের বাচ্চা ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য এক
বছরের দু'টি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে।
২০ আর ইমাম ঐ প্রথম ফসলের রুটির সঙ্গে ও
দু'টি ভেড়ার বাচ্চার সঙ্গে মাবুদের উদ্দেশে
দোলনীয় উপহার হিসেবে তাদেরকে দোলাবে;
সেসব ইমামের জন্য মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র
হবে। ২১ আর সেই দিনেই তোমরা একটা উৎসব
ঘোষণা করবে এবং তোমাদের পবিত্র মিলন-
মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ
করবে না; এটি তোমাদের সমস্ত নিবাসে
পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম।
২২ আর তোমাদের ভূমির শস্য কাটবার সময়ে
তোমরা কেউ ক্ষেতের কিনারার শস্য কাটবে না
ও শস্য কাটবার পরে পড়ে থাকা শস্য সংগ্রহ
করবে না; তা দুঃখী ও বিদেশীর জন্য ত্যাগ
করবে; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।

তূরীধ্বনির উৎসব

২৩ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৪ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, সপ্তম মাসে, সেই মাসের প্রথম
দিনে তোমাদের বিশ্রামবার এবং তূরীধ্বনিসহযুক্ত
স্মরণ করার পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে।
২৫ তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না, কিন্তু
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী
করবে।

কাফ্‌ফারার দিন

২৬ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৭ আবার ঐ
সপ্তম মাসের দশম দিন কাফ্‌ফারা করার দিন;
সেদিন তোমাদের পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে ও
তোমরা নিজ নিজ প্রাণকে দুঃখ দেবে এবং
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী
করবে। ২৮ আর সেদিন তোমরা কোন কাজ
করবে না; কেননা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
সম্মুখে তোমাদের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হবে বলে
তা কাফ্‌ফারা দিন হবে। ২৯ সেদিন যে কেউ তার
প্রাণকে দুঃখ না দেয়, সে নিজের লোকদের মধ্য
থেকে উচ্ছিন্ন হবে। ৩০ আর সেদিন যে কোন
ব্যক্তি কোন কাজ করে, তাকে আমি নিজের
লোকদের মধ্য থেকে মুছে ফেলব। ৩১ তোমরা

১৯:১৩; ৪৪:১৮। [২৩:২০] হিজ ২৯:২৪। [২৩:২১] হিজ ৩২:৫। [২৩:২২] দ্বি:বি ২৪:১৯-২১; রূত ২:১৫। [২৩:২৪] শুমারী ১০:৯, ১০; ২৯:১; ৩১:৬; ২বাদশা ১১:১৪; ২খান্দান ১৩:১২; জবুর ৯৮:৬। [২৩:২৭] হিজ ৩০:১০। [২৩:২৯] পয়দা ১৭:১৪; শুমারী ৫:২। [২৩:৩২] নহি ১৩:১৯। [২৩:৩৪] ১বাদশা ৮:২; হগয় ২:১; ইউ ৭:২। [২৩:৩৬] ১বাদশা ৮:২; ২খান্দান ৭:৯; নহি ৮:১৮; ইউ ৭:৩৭। [২৩:৩৮] হিজ ২০:১০; ২খান্দান ২:৪; ইহি ৪৫:১৭। [২৩:৩৯] ইশা ৬২:৯। [২৩:৩৯] হিজ ২৩:১৬। [২৩:৪০] জবুর ১১৮:২৭; নহি ৮:১৪-১৭; জবুর ১৩৭:২; ইশা ৪৪:৪; যোয়েল ২:২৬।

কোন কাজ করো না; এটি তোমাদের সমস্ত
নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম।
৩২ সেদিন তোমাদের পূর্ণ বিশ্রামের বিশ্রামবার
হবে, আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণকে দুঃখ
দেবে; মাসের নবম দিন সন্ধ্যাবেলা, এক সন্ধ্যা
থেকে অপর সন্ধ্যা পর্যন্ত, তোমাদের বিশ্রামবার
পালন করবে।

কুটির উৎসব

৩৩ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ৩৪ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, ঐ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিন
থেকে সাত দিন পর্যন্ত মাবুদের উদ্দেশে কুটির
উৎসব হবে। ৩৫ প্রথম দিনে পবিত্র মিলন-
মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ
করবে না। ৩৬ সাতদিন তোমরা মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী করবে; পরে অষ্টম
দিনে তোমাদের পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে;
আর তোমরা মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
কোরবানী করবে; এটি ঈদের মাহ্‌ফিল; তোমরা
কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না।
৩৭ এসব মাবুদের ঈদ। এসব ঈদ তোমরা
পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল বলে ঘোষণা করবে এবং
প্রতিদিন যেমন কর্তব্য, সেই অনুসারে মাবুদের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার, পোড়ানো-কোরবানী,
শস্য-উৎসর্গ এবং কোরবানী ও পেয় উপহার
কোরবানী করবে। ৩৮ মাবুদের বিশ্রামবার থেকে,
মাবুদের উদ্দেশে দাতব্য তোমাদের দান থেকে,
তোমাদের সমস্ত মানত থেকে ও তোমাদের
স্বেচ্ছাদত্ত সমস্ত উপহার থেকে এসব ভিন্ন।
৩৯ আবার সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে ভূমির
ফল সংগ্রহ করলে পর তোমরা সাত দিন
মাবুদের উৎসব পালন করবে; প্রথম দিন
বিশ্রামবার ও অষ্টম দিন বিশ্রামবার হবে।
৪০ আর প্রথম দিনে তোমরা শোভাদায়ক গাছের
ফল, খেজুর পাতা, পাতা ভরা গাছের ডাল এবং
নদীতীরস্থ বাইসী গাছ নিয়ে তোমাদের আল্লাহ্‌
মাবুদের সম্মুখে সাত দিন আনন্দ করবে।
৪১ আর তোমরা বছরের মধ্যে সাত দিন মাবুদের
উদ্দেশে সেই উৎসব পালন করবে; এটি
তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী

বলা আছে। দ্বি:বি: ৩২:৩৮, ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১৩,১৫, উজা ৭:১৭ আয়াতও দেখুন।

২৩:১৯ মঙ্গল-কোরবানী। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২২ ক্ষেতের কিনারার শস্য কাটবে না। ১৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৪-২৫ সপ্তম মাসে ... তূরীধ্বনিসহযুক্ত স্মরণ করার পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে। ১৬:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। তূরীধ্বনির ঈদে তূরী বাজিয়ে, বিশেষ বিশেষ কোরবানীর উৎসব ও কাজ-কর্ম থেকে বিরত থেকে পালন। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনও তূরী বাজানো হতো (অমাবস্যায় আর পূর্নিমায়, জবুর ৮১:৩)। তূরীগুলো সম্ভবত: রূপার পাত দিয়ে বানানো হতো (শুমারী ১০:২)। তা এক ফুটের মত লম্বা হতো। আজকাল সপ্তম মাসের দিনকে "রোশ হাশান্নাহ্‌" বলা হয়। তার অর্থ "বৎসরের আরম্ভ"।

২৩:২৭ সপ্তম মাসের ... কাফ্‌ফারা করার দিন। ১৬:১-২৮ ও ১৬:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। এই ঈদকে "ইয়োম কিপ্পুর" ও বলা হয়।

২৩:২৯-৩২ তার প্রাণকে দুঃখ না দেয় ... পূর্ণ বিশ্রামের বিশ্রামবার হবে। ১৬:২৯-৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩৪ কুটির উৎসব। এই উৎসব পালন করা হতো শরৎকালের ফসল সংগ্রহের পরে (হিজ ২৩:১৬, দ্বি:বি: ১৬:১৩-১৭) এবং সাত দিন পর্যন্ত চলতো। সমস্ত ফসলের জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়ার সঙ্গে লোকেরা গাছের ডালপালা দিয়ে বানানো কুঁড়ে ঘরে বাস করতো (২৩:৪০-৪২)। তাদের ঐ অস্থায়ী ঘরে বাস করে তারা স্মরণ করতো কিভাবে মিসর দেশ ছেড়ে আসার পর তারা মরু-এলাকায় অস্থায়ীভাবে বাস করতো। নহি ৮ ও ইহি ৪৫:২৫ আয়াত দেখুন। এই উৎসবকে সাধারণত: "সুক্কোথ" বা "কুটিরবাস ঈদ" বলা হতো।

২৩:৪০-৪২ শোভাদায়ক গাছের ফল ... তোমরা সাত দিন কুটিরে বাস করো। কি ফল তা স্পষ্ট নয়। কুড়ে ঘরগুলো তৈরি

BACIB International Bible CHURCH

নিয়ম; সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব পালন
করবে। ৪২ তোমরা সাত দিন কুটিরে বাস করো;
ইসরাইল-বংশজাত সকলে কুটিরে বাস করবে।
৪৩ এতে তোমাদের ভাবী বংশ জানতে পারবে
যে, আমি বনি-ইসরাইলকে মিসর দেশ থেকে
বের করে এনে কুটিরে বাস করিয়েছিলাম; আমি
মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।
৪৪ তখন মূসা বনি-ইসরাইলদের কাছে
মাবুদের দেওয়া ঈদগুলোর কথা বললেন।

প্রদীপ

২৪ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে এই হুকুম দাও; তারা
আলোর জন্য তোমার কাছে বিশুদ্ধ ছেঁচা
জলপাইয়ের-তেল আনবে, তা দ্বারা নিয়মিতভাবে
প্রদীপ জ্বালানো থাকবে। ৩ হারুন জমায়েত-
তাঁবুর মধ্যে শরীয়ত-সিন্দুকের পর্দার বাইরে
সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মাবুদের সম্মুখে
নিয়মিতভাবে তা সাজিয়ে রাখবে; এটি তোমাদের
পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম। ৪ সে
খাঁটি সোনার প্রদীপ-আসনের উপরে মাবুদের
সম্মুখে নিয়মিতভাবে ঐ প্রদীপগুলো সাজিয়ে
রাখবে।

পবিত্র টেবিলের রুটি

৫ আর তুমি মিহি সুজি নিয়ে বারোখানি পিঠা
প্রস্তুত করবে; তার প্রত্যেক পিঠা (এক ঐফার)
বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। ৬ পরে তুমি একেক
সারিতে ছয় ছয়খানি, এভাবে দুই সারি করে
মাবুদের সম্মুখে পবিত্র টেবিলের উপরে তা
রাখবে। ৭ প্রত্যেক সারির উপরে বিশুদ্ধ কুন্দুরু
দেবে; তা সেই রুটির স্মরণ চিহ্ন হিসেবে
মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হবে। ৮ ইমাম
নিয়মিতভাবে প্রতি বিশ্রামবারে মাবুদের সম্মুখে
তা সাজিয়ে রাখবে, তা বনি-ইসরাইলদের পক্ষে
চিরস্থায়ী নিয়ম। ৯ আর তা হারুন ও তার
পুত্রদের হবে; তারা কোন পবিত্র স্থানে তা
ভোজন করবে; কেননা মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃ
ত কোরবানীর মধ্যে তা তার জন্য অতি পবিত্র;
এটি চিরস্থায়ী নিয়ম।

কুফরী করার শাস্তি

১০ আর এক পুত্র বের হয়ে বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে গেল, যার মা ছিলেন ইসরাইলীয় এবং
বাবা মিসরীয়, তাদের সেই পুত্রটি শিবিরের
মধ্যে কোন এক ইসরাইলীয় পুরুষের সঙ্গে
ঝগড়া করলো। ১১ তখন সেই ইসরাইলীয় স্ত্রীর
পুত্র মাবুদের নাম নিয়ে কুফরী করলো, তাতে
লোকেরা তাকে মূসার কাছে নিয়ে গেল। তার
মায়ের নাম শালোমীৎ, সে দান-বংশীয় দিব্রির
কন্যা। ১২ লোকেরা মাবুদের মুখে স্পষ্ট হুকুম
পাবার অপেক্ষায় তাকে আটক করে রাখল।
১৩ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৪ যে লোকটি
কুফরী করেছে তুমি তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে
যাও; পরে যারা তার কথা শুনেছে, তারা সকলে
তার মাথায় হস্তার্পণ করুক এবং সমস্ত মণ্ডলী
পাথরের আঘাতে তাকে হত্যা করুক। ১৫ আর
তুমি বনি-ইসরাইলকে বল, যে কেউ তার
আল্লাহ্‌র কুফরী করে, সে তার গুনাহ্ বহন
করবে। ১৬ আর যে মাবুদের নামের কুফরী করে,
তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে; সমস্ত মণ্ডলী তাকে
পাথরের আঘাতে হত্যা করবে। বিদেশী লোক
হোক বা স্বদেশী লোক হোক, যে সেই নামের
কুফরী করবে তার প্রাণদণ্ড হবে। ১৭ আর যে
কেউ কোন মানুষকে হত্যা করে তার অবশ্যই

[২৩:৪২] হিজ ২৩:১৬। [২৩:৪৩] জবুর ৭৮:৫। [২৪:৩] হিজ ১২:১৪। [২৪:৪] হিজ ২৫:৩১। [২৪:৫] হিজ ২৫:৩০; ইব ৯:২। [২৪:৬] হিজ ২৫:২৩-৩০; শুমারী ৪:৭। [২৪:৮] হিজ ২৫:৩০; মথি ১২:৫। [২৪:৯] মথি ১২:৪; মার্ক ২:২৬; লূক ৬:৪। [২৪:১১] হিজ ২০:৭; ২বাদশা ৬:৩৩; আইউ ১:১১। [২৪:১২] হিজ ১৮:১৬। [২৪:১৪] দ্বিঃবি ১৩:৯; ১৭:৫, ৭; প্রেরিত ৭:৫৮। [২৪:১৫] হিজ ২২:২৮। [২৪:১৬] হিজ ২১:১২; ১বাদশা ২১:১০, ১৩; মথি ২৬:৬৬; প্রেরিত ৭:৫৮। [২৪:১৭] পয়দা ৯:৬; হিজ ২১:১২।

করা হতো জলপাই, সুন্দর গন্ধযুক্ত পাতা যুক্ত গাছ (মার্টল) বা তালগাছের পাতা দিয়ে। দেখুন নহি ৮:১৩-১৬।

২৩:৪৩ মিসর দেশ। ১১:৪৪-৪৫, ১৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২-৪ ছেঁচা জলপাইয়ের-তেল ... প্রদীপ জ্বালানো থাকবে। ২:১ ‘জলপাইয়ের তেল’ বিষয়ক নোট দেখুন। সোনার বাতিদানের (হিজ ২৫:৩১-৪০) সাতটি শাখা ছিল যার প্রতিটির মাথায় একটা করে গোলাকার বাতি ছিল। এটা জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে পবিত্র স্থানে রাখা থাকত। ‘সাত স্যংখ্যা’ ছিল পূর্ণতার স্যংখ্যা। বাতিগুলোর আলো আল্লাহ্‌র গৌরবের চিহ্ন ছিল বলে সেগুলো সব সময়ই জ্বালিয়ে রাখা হোত (হিজ ২৯:৪২-৪৩)।

২৪:৫-৬ মিহি সুজি নিয়ে বারোখানি পিঠা প্রস্তুত করবে ... পবিত্র টেবিলের উপরে তা রাখবে। মিহি সুজি ছিল গমের তৈরি। প্রত্যেক বিশ্রামবারে ইসরাইলের বারো বংশের নামে বারোটি টাটকা রুটিও পবিত্র টেবিলে রেখে দেয়া হতো (২৪:৮)। রুটিগুলো ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সব সময়ের জন্য দেয়া উপহার। তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের কথা মনে রাখা হতো। সোনার টেবিলটি জমায়েত-তাঁবুর ভেতরে পবিত্র স্থানে রাখা থাকত। খুব সম্ভবত ঐ টেবিলের চার প্রান্ত কিছুটা উচুঁ করে বানানো ছিল।

২৪:৭ বিশুদ্ধ কুন্দুরু। ২:১ ‘জলপাইয়ের তেল’ বিষয়ক নোট দেখুন। জমায়েত-তাঁবুর ভেতরে পবিত্র স্থানে ধূপ জ্বালানো হতো (হিজ ৩০:১-১০)।

২৪:৮ বিশ্রামবারে। ১৬:২৯-৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৯ পবিত্র স্থানে তা ভোজন করবে ... অতি পবিত্র। ২৪:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন। কেবল ইমামই ঐ রুটি খেতে পারত। (কিন্তু ১ শামু ২১:১-৬, মথি ১২:৪, মার্ক ২:২৬, লূক ৬:৪ দেখুন)।

২৪:১১ মাবুদের নাম নিয়ে কুফরী করলো। এই কথার দ্বারা বেশ কয়েকটি বিষয়ই বুঝানো হয়ে থাকে, যেমন: কোন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করা, সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করা সত্বেত্ত মিথ্যা বলা আল্লাহ্‌র নাম অভিশাপ দেবার জন্য ব্যবহার করা, বা একটা মন্ত্রের গদ্যের মত আল্লাহ্‌র নাম নেয়া, এবং আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করে আল্লাহ্‌কে দিয়ে যা ইচ্ছা তা করতে চাওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ঐ যুবকটি হয়তো আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম নিয়ে থাকবে যা জোরে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। আরো দেখুন হিজ ৩:১৪-১৫, লেবীয় ১৯:১২, দ্বিঃবিঃ ৫:১১।

১১ দান-বংশীয়। ঐ বংশের নাম রাখা হয়েছিল ‘দান’ এর নামানুসারে যিনি ছিলেন হযরত ইয়াকুবের এক ছেলে (পয়দা ৩০:৪-৬)। ইউসা ১৯:৪০-৪৮ ও দেখুন।

২৪:১৪ যে লোকটি কুফরী করেছে ... তাকে হত্যা করুক। আল্লাহ্‌র নাম জোরে উচ্চারণ করলে কেবল যে উচ্চারণ করে সে-ই নয় যারা শুনে তাদেরও ক্ষতি হয়। মাথার উপরে হাত রাখার ফলে যারা শুনেছে তাদের উপরে যে খারাপ প্রভাব পড়ে (অর্থাৎ তাদের অপরাধ বোধ) উচ্চারণকারীর উপর ফিরে আসে। ২০:২ আয়াতের নোট ‘পাথর ছুঁড়ে মারা’ দেখুন।

প্রাণদণ্ড হবে; ১৮ আর যে কেউ পশু খুন করে, সে
তার শোধ দেবে; প্রাণের বদলে প্রাণ। ১৯ যদি
কেউ স্বজাতির কারো দেহে আঘাত করে তবে সে
যেমন করেছে, তার প্রতি তেমনি করা যাবে।
২০ হাড় ভাঙ্গার বদলে হাড় ভাঙ্গা, চোখের বদলে
চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; মানুষের যে যেমন
ক্ষত করে, তার প্রতি তেমনি করা যাবে। ২১ যে
জন পশু খুন করে, সে তার শোধ দেবে; কিন্তু যে
জন মানুষ হত্যা করে, তার প্রাণদণ্ড হবে।
২২ তোমাদের স্বদেশী ও বিদেশী উভয়েরই জন্য
এক রকম শাসন হবে; কেননা আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌। ২৩ পরে মূসা বনি-
ইসরাইলকে এই কথা বললেন, তাতে তারা যে
লোকটি কুফরী করেছিল তাকে শিবিরের বাইরে
নিয়ে গিয়ে পাথরের আঘাতে হত্যা করলো;
মূসাকে মাবুদ যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, বনি-
ইসরাইল তা-ই করলো।

বিশ্রাম বছরের নিয়ম

২৫ ১ আর মাবুদ তুর পর্বতে মূসাকে
বললেন, ২ তুমি বনি-ইসরাইলকে বল,
আমি তোমাদেরকে যে দেশ দেব, তোমরা সেই
দেশে প্রবেশ করলে পর দেখো, মাবুদের উদ্দেশে
ভূমি যেন বিশ্রাম ভোগ করে। ৩ ছয় বছর কাল
তুমি তার ক্ষেতে বীজ বপন করবে, ছয় বছর
কাল তার আঙ্গুরলতা ছেঁটে দেবে ও তার ফল
সংগ্রহ করবে। ৪ কিন্তু সপ্তম বছর ভূমি বিশ্রাম
নেবে, তা মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামকাল হবে;
তুমি তোমার ক্ষেতে বীজ বপন করো না ও
তোমার আঙ্গুরলতা ছেঁটো না; ৫ তুমি তার
ক্ষেতের নিজে থেকে উৎপন্ন শস্য কাটবে না ও
আঝোড়া আঙ্গুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না; তা
ভূমির বিশ্রামের বছর হবে। ৬ আর ভূমির বিশ্রাম
তোমাদের খাদ্যের জন্য হবে; ভূমির সমস্ত দ্রব্যই
তোমার, তোমার গোলাম ও বাঁদীর, তোমার
বেতনজীবী ভৃত্য ও তোমার সহবাসী বিদেশীর,
৭ এবং তোমার পশু ও তোমার দেশের বন্য পশুর
খাদ্যের জন্য হবে।

জুবিলী বছরের নিয়ম

৮ আর তুমি তোমার জন্য সাত বিশ্রাম-বছর,
সাত গুণ সাত বছর, গণনা করবে; তাতে
তোমার গণনকৃত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রাম-
বছরে উনপঞ্চাশ বছর হবে। ৯ তখন সপ্তম
মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তূরীবাদ্য
করবে; কাফ্‌ফারা দিনে তোমাদের সমস্ত দেশে
তূরী বাজাবে। ১০ আর তোমরা পঞ্চাশতম
বছরকে পবিত্র করবে এবং সমস্ত দেশে
সেখানকার সমস্ত নিবাসীর কাছে মুক্তি ঘোষণা
করবে; সেটি তোমাদের জন্য জুবিলী
(তূরীধ্বনির মহোৎসব) হবে এবং তোমরা
প্রত্যেক জন নিজ নিজ অধিকারে ফিরে যাবে ও
প্রত্যেক জন তার নিজের গোষ্ঠীর কাছে ফিরে
যাবে। ১১ তোমাদের জন্য পঞ্চাশতম বছর
জুবিলী হবে; তোমরা বীজ বুনবে না, নিজে
থেকে উৎপন্ন শস্য কেটো না এবং আছাঁটা
আঙ্গুরলতার ফল সংগ্রহ করো না। ১২ কেননা
এটাই জুবিলী, সেটি তোমাদের পক্ষে পবিত্র
হবে; তোমরা ক্ষেতে উৎপন্ন শস্যাদি ভোজন
করতে পারবে।
১৩ ঐ জুবিলী বছরে তোমরা প্রত্যেক জন নিজ
নিজ অধিকারে ফিরে যাবে। ১৪ যদি তুমি
স্বজাতির কাছে কোন কিছু বিক্রি কর, কিংবা
তোমার স্বজাতির হাত থেকে ক্রয় কর তবে
তোমরা পরস্পর অন্যায় করো না। ১৫ তুমি
জুবিলীর পরে বছর-সংখ্যা অনুসারে স্বজাতির
কাছ থেকে ক্রয় করবে এবং ফল উৎপন্নের
বছর-সংখ্যা অনুসারে তোমার কাছে সে বিক্রি
করবে। ১৬ তুমি বছরের সংখ্যা বেশি হলে তার
মূল্য বাড়াবে ও বছরের সংখ্যা কম হলে তার
মূল্য কমাবে; কেননা সে তোমার কাছে ফল
উৎপন্নের কালের সংখ্যা অনুসারে বিক্রি করে।
১৭ তোমরা তোমাদের স্বজাতির প্রতি অন্যায়
করো না, কিন্তু তোমার আল্লাহ্‌কে ভয় করো,
কেননা আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।
১৮ আর তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ
করবে, আমার সমস্ত অনুশাসন মানবে ও তা
পালন করবে; তাতে দেশে নির্ভয়ে বাস করবে।
১৯ আর ভূমি নিজের ফল উৎপন্ন করবে, তাতে
তোমরা তৃপ্তি পর্যন্ত ভোজন করবে ও দেশে

[২৪:২০] হিজ ২১:২৪; মথি ৫:৩৮।
[২৪:২২] হিজ ১২:৪৯; ২২:২১; ইহি ৪৭:২২।
[২৫:১] হিজ ১৯:১১।
[২৫:৩] হিজ ২৩:১০।
[২৫:৪] ইশা ৩৬:১৬; ৩৭:৩০।
[২৫:৫] পয়দা ৪০:১০; দ্বি:বি ২৩:২৪; নহি ১৩:১৫; ইশা ৫:২।
[২৫:৭] হিজ ২৩:১১।
[২৫:৯] শুমারী ১০:৮; ইশা ২৭:১৩; জাকা ৯:১৪।
[২৫:১০] ইশা ৬১:১; লূক ৪:১৯।
[২৫:১৪] ১শামু ১২:৩, ৪; ১করি ৬:৮।
[২৫:১৭] মেসাল ২২:২২; ১থিষ ৪:৬।
[২৫:১৮] পয়দা ২৬:৫।
[২৫:১৮] দ্বি:বি ১২:১০; ইহি ২৮:২৬; ৩৪:২৫; ৩৮:১৪।
[২৫:১৯] দ্বি:বি ১১:১৪; ২৮:১২; ইশা ৫৫:১০।

২৫:৪ সপ্তম বছর ভূমি বিশ্রাম নেবে। এই বিশ্রাম বছরের উদ্দেশ্য যেন জমি আগের বছরে তার যে উর্বরা শক্তি হারিয়েছে তার কিছুটা পুনরায় ফিরে পেতে পারে। যে সমস্ত ঘাস, ইত্যাদি ঐ বিশ্রামের বছরে জন্মাত তা জমি চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হতো যাতে তা পঁচে গিয়ে মাটির উর্বরা শক্তিকে বাড়িয়ে দিত। হিজরত ২৩:১০-১১ আয়াত দেখুন যেখানে বলা হয়েছে যে ঐ সমস্ত বছরে আপনা আপনি যেটুকু ফসল ফলতো তা গরীব লোকেরা নিয়ে নিতে পারত। লেবীয় ২৫:৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে আপনা আপনি যে ফসল হতো তা জমির মালিকেরাও তাদের গোলাম-বাঁদীরা তা নিয়ে খেতে পারত।

২৫:৯-১০ সপ্তম মাসের ... কাফ্‌ফারা দিনে ... পঞ্চাশতম বছরকে পবিত্র করবে। ১৬:২৯ ও ২৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। পঞ্চাশতম বছরটা ছিল উৎসবের বছর। তাকে বলা হতো জুবলি বছর বা ফিরে পাওয়ার বছর। এ বছরে সম্পত্তির তার আসল মালিকের কাছে ফিরে যাবার কথা (২৫:১১-২৩)। এটা করা হতো যাতে প্রত্যেকটি বংশ তারা কেনান দেশে আসার পরে যে সমস্ত জায়গা পেয়েছিল তা নিজেদের জন্য ধরে রাখতে পারে (শুমারী ৩৪:১-২৯, ইউসা ১৫:১-১৪) দ্বি:বি: ১৫:১-১১ আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে ঐ বছরে ঋণী লোকদের সকল ঋন ক্ষমা করে দেয়া হতো এবং জমিতে আপনা থেকে যে শস্য হতো তা গরীব লোকেরা নিতে পারত।

২৫:১৪-১৫ জুবিলী। ২৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন। যে সব জমি ঐ বছরের আগে তার মালিক বন্ধক রেখেছে সে জমি ঐ বছরে তার কাছে ফেরৎ দিতে হবে। তবে ঐ জমির দাম কম হবে কারণ তা মাত্র এক বছরের জন্য ফসল উৎপন্ন করবে। আসলে জমির দামটা ছিল যেন ভাড়ার মত যা জমিতে ফসল জন্মানোর অধিকারের জন্য ও তা বিক্রি করার জন্য দেয়া হতো (দেখুন ২৫:২৩)।

নির্ভয়ে বাস করবে। ২০ আর যদি তোমরা বল,
দেখ, আমরা সপ্তম বছরে কি খাব? কেননা,
আমরা তো ক্ষেতে বপন করবো না ও উৎপন্ন
ফল সংগ্রহ করবো না; ২১ তবে আমি ষষ্ঠ বছরে
তোমাদেরকে দোয়া করবো; তাতে তিন বছরের
জন্য শস্য উৎপন্ন হবে। ২২ পরে অষ্টম বছরে
তোমরা বপন করবে ও নবম বছর পর্যন্ত পুরানো
শস্য ভোজন করবে; যতদিন ফল না হয় ততদিন
পুরানো শস্য ভোজন করবে। ২৩ আর ভূমি
চিরকালের জন্য বিক্রি করা চলবে না, কেননা
ভূমির স্বত্ব আমার; তোমরা আমার সম্মুখে এই
দেশে বিদেশী ও প্রবাসী। ২৪ তোমরা তোমাদের
অধিকৃত দেশের সর্বত্র বিক্রি করা ভূমি পুনরুদ্ধার
করতে সুযোগ দিও।
২৫ তোমার ভাই যদি দরিদ্র হয়ে তার
অধিকারের কিঞ্চিৎ বিক্রি করে তবে তার
মুক্তিকর্তা নিকটস্থ জ্ঞাতি এসে তার ভাইয়ের
বিক্রি করা ভূমি পুনরুদ্ধার করে নেবে। ২৬ যার
মুক্তিকর্তা নেই, সে যদি ধনবান হয়ে নিজেই তা
উদ্ধার করতে সমর্থ হয়, ২৭ তবে সে তার
বিক্রয়ের বছর গণনা করে সেই অনুসারে
অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে ফিরিয়ে দেবে; এভাবে
সে তার নিজের অধিকারে ফিরে যাবে। ২৮ কিন্তু
যদি সে তা ফিরিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তবে সেই
বিক্রি করা অধিকার জুবিলী বছর পর্যন্ত ক্রেতার
হাতে থাকবে; জুবিলী বছরে তা মুক্ত হবে এবং
সে তার নিজের অধিকারে ফিরে যাবে।
২৯ আর যদি কেউ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের
মধ্যস্থিত বাসগৃহ বিক্রি করে তবে সে বিক্রি-
বছরের শেষ পর্যন্ত তা মুক্ত করতে পারবে, পূর্ণ
এক বছরের মধ্যে তা মুক্ত করার অধিকারী
থাকবে। ৩০ কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বছর কালের
মধ্যে তা মুক্ত না হয় তবে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে
স্থিত সেই বাড়ি বংশ পরম্পরায় ক্রয়কর্তার

[২৫:২১] দ্বিঃবি ২৮:৮, ১২; জবুর ১৩৩:৩; ইহি ৪৪:৩০; হগয় ২:১৯; মালা ৩:১০।
[২৫:২১] হিজ ১৬:৫।
[২৫:২৩] শুমারী ৩৬:৭; ১বাদশা ২১:৩; ইহি ৪৬:১৮।
[২৫:২৪] রূত ৪:৭।
[২৫:২৫] রূত ২:২০; ইয়ার ৩২:৭।
[২৫:৩২] শুমারী ৩৫:১-৮; ইউসা ২১:২।
[২৫:৩৪] শুমারী ৩৫:২-৫; ইহি ৪৮:১৪।
[২৫:৩৫] দ্বিঃবি ১৫:৮; জবুর ৩৭:২১, ২৬; মেসাল ২১:২৬; লূক ৬:৩৫।
[২৫:৩৬] হিজ ২২:২৫; ইয়ার ১৫:১০।
[২৫:৩৭] হিজ ২২:২৫।
[২৫:৩৮] পয়দা ১০:১৯।
[২৫:৩৯] ১বাদশা ৫:১৩; ৯:২২; ইয়ার ৩৪:১৪।
[২৫:৪১] ইয়ার ৩৪:৮।

চিরস্থায়ী অধিকার হবে; তা জুবিলী বছরে মুক্ত
হবে না। ৩১ কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে অবস্থিত বাড়ি
দেশের ভূমির মধ্যে গণ্য হবে; তা মুক্ত করা
যেতে পারে এবং জুবিলী বছরে তা মুক্ত হবে।
৩২ কিন্তু লেবীয়দের সমস্ত নগর, তাদের অধিকৃত
নগরের সমস্ত বাড়ি মুক্ত করার অধিকার
লেবীয়দের সব সময়ই থাকবে। ৩৩ যদি
লেবীয়দের কেউ মুক্ত করে তবে সেই বিক্রি
হওয়া বাড়ি এবং তার অধিকারস্থ নগর জুবিলী
বছরে মুক্ত হবে; কেননা বনি-ইসরাইলদের মধ্যে
লেবীয়দের নগরস্থ গৃহগুলো তাদের অধিকার।
৩৪ আর তাদের নগরের চারণভূমি বিক্রি করা
চলবে না; কেননা তা-ই তাদের চিরস্থায়ী
অধিকার।
৩৫ আর তোমার ভাই যদি দরিদ্র হয় ও
তোমার কাছে শূন্য হাতে আসে তবে তুমি তার
উপকার করবে; সে বিদেশী ও প্রবাসীর মত
তোমার সঙ্গে জীবন ধারণ করবে। ৩৬ তুমি তার
কাছ থেকে সুদ কিংবা সুদের অগ্রিম নেবে না,
কিন্তু তোমার আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তোমার
ভাইকে তোমার সঙ্গে জীবন ধারণ করতে দেবে।
৩৭ তুমি সুদের জন্য তাকে টাকা ও লাভের জন্য
তাকে খাদ্য দেবে না। ৩৮ আমি মাবুদ তোমাদের
সেই আল্লাহ্‌, যিনি তোমাদেরকে কেনান দেশ
দেবার জন্য ও তোমাদের আল্লাহ্‌ হবার জন্য
তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে
এনেছেন।
৩৯ আর তোমার ভাই যদি দরিদ্র হয়ে তোমার
কাছে নিজেকে বিক্রি করে তবে তুমি তাকে
গোলামের মত গোলামীর কাজ করাবে না।
৪০ সে বেতনজীবী ভৃত্যের মত কিংবা প্রবাসীর
মত তোমার সঙ্গে থাকবে, জুবিলী বছর পর্যন্ত
তোমার গোলামীর কাজ করবে। ৪১ পরে সে
তার আপন সন্তানদের সঙ্গে তোমার কাছ থেকে

২৫:২৪ ভূমি পুনরুদ্ধার করতে সুযোগ দিও। সম্পত্তি যদি ফিরে পাওয়ার বছর ছাড়া অন্য কোন বছর বিক্রি হয়ে থাকে তাহলে আসল মালিককেই ফিরে কিনে নেবার জন্য প্রথম সুযোগ দিতে হবে। ফিরে পাওয়ার বছরে জমি আসল মালিকের কাছে বিনামূল্যেই ফিরে যেত।

২৫:২৫ নিকটস্থ জ্ঞাতি ... পুনরুদ্ধার করে নেবে। যদি আত্মীয় জমি কিনে নিতে অসমর্থ হয়, তাহলে তা বিক্রি করা যাবে। কিন্তু আসল মালিককে অবশ্যই তা কিনে নিতে হবে এবং তাকে যখন সম্ভব তখন ছাড়িয়ে নেয়ার মূল্য দিতে হবে।

২৫:২৯ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত বাসগৃহ বিক্রি করে। বাড়ি জমির মত ছিল না। জমির মালিক ছিল সব সময়ই আসল মালিক। যদি কোন বাড়ির মালিক তার বাড়ি বিক্রির বছরের মধ্যে ফিরে কিনে নিতে চাইত তাহলে যে কিনে নিয়েছে তাকে তা বিক্রি করতে হতো। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলে পর ঐ নতুন মালিক তা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকত না।

২৫:৩২ লেবীয়দের। লেবীয়রা ছিল ইয়াকুব ও লেয়ার ছেলে (পয়দা ২৯:৩৪) ইসরাইল জাতি কেনান দেশে আসার পরে অন্যান্য বংশের মত লেবীয় বংশের লোকেরা কোন জায়গা পায় নি (দ্বিঃ বিঃ ১০:৯), তবে তাদের কতগুলো শহর ও তার কাছের কিছু পশু চরাবার জমি দেয়া হয়েছিল (শুমারী ৩৫:১-৮, ইউসা ২১:১-৪২)।

২৫:৩৫ বিদেশী ও প্রবাসীর মত। গরীব হতো তারাই যারা তাদের জমি বা সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হতো ফলে তারা তাদের জমি থেকে আর কোন আয় করতে পারত না (২৫:২৫)। গরীব লোক তার আত্মীয়দের সাহায্যের উপরে নির্ভর করতে পারত (২৫:৩৯), অথবা ইসরাইলদের মধ্যে বাসকারী একজন বিদেশীর গোলাম হয়ে থাকতে পারত (২৫:৪৭-৫০)। আল্লাহ্‌র লোক হিসাবে ইসরাইলদের দায়িত্ব ছিল গরীবদের সাহায্য করার (দেখুন, হিজ ২২:২৫, ইশা ১:১৭, আমোস ৫:১০-১৩)।

২৫:৩৮ কেনান ... মিসর দেশ। দেখুন, ১১:৪৪-৪৫ ও ১৪:৩৪ আয়াতে ‘কেনান’ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ১৮:২-৩ দেখুন।

২৫:৩৯ তাকে গোলামের মত গোলামীর কাজ করাবে না। এর দ্বারা গরীব ইসরাইলদের বুঝানো হয়েছে যারা অন্য ইসরাইলদের বেতনের গোলাম-বাঁদী হতো (২৫:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)। তারা ফিরে পাওয়ার বছরে নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যেতে পারত, সেই পরিবারগুলো আবার তাদের নিজেদের

BACIB International Bible CHURCH

মুক্ত হয়ে নিজের গোষ্ঠীর কাছে ফিরে যাবে ও
তার পৈতৃক অধিকারে ফিরে যাবে। ৪২ কেননা
তারা আমারই গোলাম, যাদেরকে আমি মিসর
দেশ থেকে বের করে এনেছি; তাদের গোলামের
মত বিক্রি করা হবে না। ৪৩ তুমি তার উপরে
কঠিন কর্তৃত্ব করো না, কিন্তু তোমার আল্লাহ্‌কে
ভয় করো। ৪৪ তোমাদের চারদিকের জাতিগুলোর
মধ্য থেকে তোমরা গোলাম ও বাঁদী রাখতে
পারবে; তাদের হতেই তোমরা গোলাম ও বাঁদী
ক্রয় করো। ৪৫ আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসী
বিদেশীদের সন্তানদের থেকে এবং তোমাদের
দেশে তাদের থেকে উৎপন্ন তাদের যে যে গোষ্ঠী
তোমাদের সঙ্গে আছে, তাদের মধ্য থেকেও ক্রয়
করো; তারা তোমাদের অধিকার হবে। ৪৬ আর
তোমরা নিজ নিজ ভাবী সন্তানদের অধিকারের
জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে তাদেরকে দিতে পার
এবং নিত্য তোমাদের গোলামীর কাজ তাদেরকে
দিয়ে করাতে পার; কিন্তু তোমাদের ভাই বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে তোমরা কেউ কারো উপরে
কঠিন কর্তৃত্ব করবে না।
৪৭ আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদেশী
কিংবা প্রবাসী ধনবান হয় এবং তার নিকটবর্তী
তোমার ভাই দরিদ্র হয়ে যদি তোমার সহবর্তী
প্রবাসী, বিদেশী কিংবা বিদেশী গোত্রস্থ কোন
লোকের কাছে নিজেকে বিক্রি করে, ৪৮ তবে সে
বিক্রি হবার পরে মুক্ত হতে পারবে; তার জ্ঞাতির
মধ্যে কেউ তাকে মুক্ত করতে পারবে; ৪৯ তার
চাচা কিংবা চাচার পুত্র তাকে মুক্ত করবে, কিংবা
তার গোষ্ঠীভুক্ত নিকটবর্তী কোন জ্ঞাতি তাকে
মুক্ত করবে; কিংবা যদি সে ধনবান হয়ে উঠে
তবে সে নিজেকে মুক্ত করবে। ৫০ তাতে তার
বিক্রি-বছর থেকে জুবিলী বছর পর্যন্ত ক্রেতার
সঙ্গে হিসাব হলে বছরের সংখ্যা অনুসারে তার
মূল্য হবে; ওর কাছে তার থাকবার সময়
বেতনজীবীর দিনের মত হবে। ৫১ যদি অনেক
বছর অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অনুসারে সে ক্রয়-
মূল্য থেকে নিজের মুক্তির মূল্য ফিরিয়ে দেবে।
৫২ যদি জুবিলী বছরের অল্প বছর অবশিষ্ট থাকে
তবে সে তার সঙ্গে হিসাব করে সেই কয়েক বছর
অনুসারে তার নিজের মুক্তির মূল্য ফিরিয়ে দেবে।
৫৩ বার্ষিক বেতনভুক্ত ভৃত্যের মত সে তার সঙ্গে
থাকবে; তোমার সাক্ষাতে সে তার উপরে কঠিন
কর্তৃত্ব করবে না। ৫৪ আর যদি সে ঐ সমস্ত
বছরে মুক্ত না হয় তবে জুবিলী বছরে তার
সন্তানদের সঙ্গে মুক্ত হয়ে যাবে। ৫৫ কেননা বনি
-ইসরাইল আমারই গোলাম; তারা আমার
গোলাম, যাদেরকে আমি মিসর দেশ থেকে বের
করে এনেছি; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।

বাধ্যতার পুরস্কার

২৬ ১ তোমরা তোমাদের জন্য কোন দেব-
দেবীর মূর্তি তৈরি করো না এবং খোদাই-
করা মূর্তি কিংবা স্তম্ভ স্থাপন করো না ও তার
কাছে সেজ্‌দা করার জন্য তোমাদের দেশে কোন
খোদাই-করা পাথর রেখো না; কেননা আমি
মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ২ তোমরা আমার
সমস্ত বিশ্রামবার পালন করো ও আমার পবিত্র
স্থানের সমাদর করো; আমি মাবুদ।
৩ যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার
হুকুমগুলো মান্য কর ও সেসব পালন কর,
৪ তবে আমি সময়মত তোমাদেরকে বৃষ্টি দান
করবো; তাতে ভূমি শস্য উৎপন্ন করবে ও
ক্ষেতের গাছগুলো স্ব স্ব ফল দেবে। ৫ তোমাদের
শস্য মাড়াই করার সময় আঙ্গুর ফল সংগ্রহের
সময় পর্যন্ত থাকবে ও আঙ্গুর ফল সংগ্রহের সময়
বীজ বপনের সময় পর্যন্ত থাকবে; এবং তোমরা
তৃপ্তি পর্যন্ত অন্ন ভোজন করবে ও নিরাপদে
নিজের দেশে বাস করবে। ৬ আর আমি দেশে
শান্তি দেব; তোমরা শয়ন করলে কেউ
তোমাদেরকে ভয় দেখাবে না এবং আমি
তোমাদের দেশ থেকে হিংস্র জন্তুদেরকে দূর
করে দেব; ও তোমাদের দেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ
হবে না। ৭ আর তোমরা তোমাদের
দুশমনদেরকে তাড়িয়ে দেবে ও তারা তোমাদের
সম্মুখে তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে।
৮ আর তোমাদের পাঁচ জন তাদের একশত
জনকে তাড়িয়ে দেবে, তোমাদের একশত জন
দশ হাজার লোককে তাড়িয়ে দেবে এবং
তোমাদের দুশমনেরা তোমাদের সম্মুখে
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। ৯ আর আমি
তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো, তোমাদেরকে

[২৫:৪৩] হিজ ১:১৩; ইহি ৩৪:৪; কল ৪:১।
[২৫:৪৭] নহি ৫:৫; আইউ ২৪:৯।
[২৫:৫০] আইউ ৭:১; ১৪:৬; ইশা ১৬:১৪; ২১:১৬।
[২৫:৫৩] কল ৪:১।
[২৬:১] জবুর ৯৭:৭; ইশা ৪৮:৫; ইয়ার ৪৪:১৯; হবক ২:১৮।
[২৬:২] হিজ ২০:৮; দ্বি:বি ৬:১৭; ৭:১২; ১১:১৩, ২২; ২৮:১, ৯।
[২৬:৪] দ্বি:বি ১১:১৪; হোশেয় ৬:৩; যোয়েল ২:২৩; জাকা ১০:১।
[২৬:৫] দ্বি:বি ৬:১১; ১১:১৫; ইহি ৩৬:২৯-৩০; যোয়েল ২:১৯, ২৬।
[২৬:৬] জবুর ২৯:১১; ইশা ২৬:৩; ৫৪:১৩; ৬০:১৮; হগয় ২:৯।
[২৬:৭] জবুর ১৮:৩৭; ৪৪:৫।
[২৬:৮] ইশা ৩০:১৭।
[২৬:৮] দ্বি:বি ২৮:৭; কাজী ১৫:১৫; ১খান্দান ১২:১৪।
[২৬:৯] পয়দা ১:২২; ১৭:৬; নহি ৯:২৩।

জমি ফিরে পেত (২৫:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:৪৪ চতুর্দিকস্থ ... গোলাম ও বাঁদী রাখতে পারবে। এর দ্বারা বিনা বেতনে কাজ করা লোকদের বুঝানো হয়েছে। বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীদের কাছ থেকে কোন ক্রীতদাস বা ক্রীত দাসীর স্বাধীনতা তার জন্য কিনে ফেরৎ আনতে পারত।

২৫:৫৪ জুবিলী বছরে। ২৫:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। এদের এই স্বাধীনতার মূল কথা ছিল মিসরের গোলামী থেকে আল্লাহ্‌র দ্বারা ইসরাইল জাতির মুক্তি (২৫:৫৫)। ইসরাইল জাতি একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবা করবে, অন্য কারও নয়।

২৬:১ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ১:১-৩ আয়াতে 'মাবুদ' আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:২ সমস্ত বিশ্রামবার পালন ... পবিত্র স্থানের সমাদর করো। ১৬:২৯-৩১ আয়াতের নোট দেখুন। এবাদতের স্থান বলতে জমায়েত-তাঁবু ও তাঁর উঠানকে বোঝায়। ইসরাইলের এবাদতের পবিত্র স্থান হিসাবে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সময় জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস এবাদতের স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়।

২৬:৩-৬ যদি তোমরা ... আমি দেশে শান্তি দেব। লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র আইন-কানুন মেনে চলে তাহলে আল্লাহ্‌ দেশে ঠিকমত বৃষ্টি পাঠাবেন ও প্রচুর শস্য দেবেন (২৬:৪-৫,১০), দেশে শান্তি দেবেন, লোকেরা নিরাপদে বাস করতে পারবে, বন্য পশু বাইরের শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবে (২৬:৬-৮), আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে সব সময় থাকবেন (২৬:১২), এবং তাদের আর কোন দিন অন্যের পরাধীন গোলাম হতে হবে না (২৬:১৩)। আরো দেখুন দ্বি:বি: ৭:১২-২৫, ১১:১৩-১৫, ২৮:১-১৪, ২ করি ৬:১৬।

ফলবান ও বহুবংশ করবো ও তোমাদের সঙ্গে
আমার নিয়ম স্থির করবো। ১০ আর তোমরা
সঞ্চিত পুরানো শস্য ভোজন করবে ও নতুনের
সম্মুখ থেকে পুরানো শস্য বের করবে। ১১ আর
আমি তোমাদের মধ্যে আমার শরীয়ত-তাঁবু
রাখবো, আমার প্রাণ তোমাদেরকে ঘৃণা করবে
না। ১২ আর আমি তোমাদের মধ্যে গমনাগমন
করবো ও তোমাদের আল্লাহ্ হব এবং তোমরা
আমার লোক হবে। ১৩ আমি মাবুদ তোমাদের
আল্লাহ্; আমি মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে
বের করে এনেছি, তাদের গোলাম থাকতে দিই
নি; আমি তোমাদের কাঁধের জোয়াল ভেঙে
সোজা-ভাবে তোমাদেরকে গমন করিয়েছি।

অবাধ্যতার শাস্তি

১৪ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শোন,
আমার এসব হুকুম পালন না কর, ১৫ যদি আমার
বিধি অগ্রাহ্য কর ও তোমাদের প্রাণ আমার সমস্ত
অনুশাসন ঘৃণা করে, এভাবে তোমরা আমার
হুকুম পালন না করে আমার নিয়ম ভঙ্গ কর তবে
আমিও তোমাদের প্রতি এই ব্যবহার করবো;
১৬ তোমাদের জন্য বিহ্বলতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর
নিরূপণ করবো, যাতে তোমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে
পড়বে ও প্রাণ ব্যথা পাবে এবং তোমাদের বীজ
বপন বৃথা হবে, কেননা তোমাদের দুশমনেরা তা
ভোজন করবে। ১৭ আর আমি তোমাদের কাছ
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব; তাতে তোমরা
তোমাদের দুশমনদের সম্মুখে আহত হবে; যারা
তোমাদেরকে হিংসা করে, তারা তোমাদের উপরে
কর্তৃত্ব করবে এবং কেউ তোমাদেরকে না
তাড়ালেও তোমরা পালিয়ে যাবে। ১৮ আর যদি
তোমরা এতেও আমার কথায় মনোযোগ না কর
তবে আমি তোমাদের গুনাহ্‌র জন্য তোমাদেরকে
সাত গুণ বেশি শাস্তি দেব। ১৯ আমি তোমাদের
শক্তির গর্ব চূর্ণ করবো ও তোমাদের আসমান
লোহার মত ও তোমাদের ভূমি ব্রোঞ্জের মত
করবো। ২০ তাতে তোমাদের শক্তি নিরর্থক
নিঃশেষিত হবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য
উৎপন্ন করবে না ও দেশস্থ গাছগুলো স্ব স্ব ফল
দেবে না।
২১ আর যদি তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ কর

[২৬:১১] হিজ ২৫:৮; জবুর ৭৪:৭; ৭৬:২।
[২৬:১২] ২করি ৬:১৬।
[২৬:১৩] ইশা ১০:২৭।
[২৬:১৪] দ্বি:বি ২৮:১৫-৬৮।
[২৬:১৫] পয়দা ১৭:৭।
[২৬:১৬] ১শামু ২:৩৩।
[২৬:১৭] দ্বি:বি ২৮:৪৮।
[২৬:১৮] জবুর ৯৯:৮; ইয়ার ২১:১৪।
[২৬:১৯] ইশা ১৬:৬; ইয়ার ১৩:৯; ৪৮:২৯।
[২৬:২০] ইশা ১৭:১১; ৪৯:৪।
[২৬:২১] পয়দা ৪:১৫।
[২৬:২২] দ্বি:বি ২৮:৬২; ইয়ার ৪২:২।
[২৬:২৩] সফ ৩:২।
[২৬:২৪] ২শামু ২২:২৭।
[২৬:২৫] ইয়ার ৫:১৭; ১৫:৩।
[২৬:২৬] ইশা ৩:১; ৯:২০; মীখা ৬:১৪।
[২৬:২৮] কাজী ২:১৪।
[২৬:২৯] ইহি ৫:১০।
[২৬:৩০] জবুর ৭৮:৫৮।
[২৬:৩১] নহি ১:৩; ইহি ৩৬:৩৩।
[২৬:৩১] ইশা ৬৩:১৮।
[২৬:৩২] ইশা ৫:৬।
[২৬:৩৩] যোয়েল ৩:২।

ও আমার কথা শুনতে না চাও তবে আমি
তোমাদের গুনাহ্ অনুসারে তোমাদেরকে আরও
সাত গুণ আঘাত করবো। ২২ আর তোমাদের
মধ্যে বন্যপশু পাঠাব; তারা তোমাদের সন্তান
হরণ করবে, তোমাদের পশুপাল বিনষ্ট করবে,
তোমাদেরকে সংখ্যায় হ্রাস করবে; আর
তোমাদের সমস্ত রাজপথ ধ্বংস হবে।
২৩ এতেও যদি আমার বাধ্য না হও, কিন্তু
আমার বিরুদ্ধাচরণ কর, ২৪ তবে আমিও
তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবো ও তোমাদের
গুনাহ্‌র জন্য আমিই তোমাদেরকে সাতবার
আঘাত করবো। ২৫ আমি নিয়ম লঙ্ঘনের
প্রতিফল দেবার জন্য তোমাদের উপরে যুদ্ধ-
বিগ্রহ আনবো, তোমরা নিজ নিজ নগরের মধ্যে
একত্রীভূত হবে, আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী
পাঠাব এবং তোমাদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে
দেওয়া হবে। ২৬ আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্ঠি
ভাঙ্গলে দশ জন স্ত্রীলোক এক তন্দুরে তোমাদের
রুটি পাক করবে ও তোমাদের রুটি ওজন করে
তোমাদেরকে দেবে, কিন্তু তোমরা তা খেয়ে তৃপ্ত
হবে না।
২৭ আর এ সমস্তেও যদি তোমরা আমার কথা
না শোন, আমার বিরুদ্ধাচরণ কর, ২৮ তবে আমি
ক্রোধে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবো এবং
আমিই তোমাদের গুনাহ্‌র জন্য তোমাদেরকে
সাতগুণ শাস্তি দেব। ২৯ আর তোমরা নিজ নিজ
পুত্রদের মাংস ভোজন করবে ও নিজ নিজ
কন্যাদের মাংস ভোজন করবে। ৩০ আর আমি
তোমাদের সমস্ত উচ্চস্থলী ধ্বংস করে ফেলব,
তোমাদের সমস্ত সূর্যমূর্তি নষ্ট করবো ও
তোমাদের মূর্তিগুলোর উপরে তোমাদের লাশ
ফেলে রাখব এবং আমার প্রাণ তোমাদেরকে ঘৃণা
করবে। ৩১ আর আমি তোমাদের সমস্ত নগর
উৎসন্ন করবো, তোমাদের সকল এবাদখানা
ধ্বংস করবো ও তোমাদের সৌরভের খোশবু
আমি কবুল করবো না। ৩২ আর আমি দেশ
ধ্বংস করবো ও সেখানে বাসকারী তোমাদের
দুশমনেরা তা দেখে বিস্মিত হবে। ৩৩ আর আমি
তোমাদেরকে নানা জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করবো
ও তোমাদের পিছনে তলোয়ার উন্মুক্ত করবো,

২৬:১৮ সাত গুণ। “সাত” স্যংখ্যা দ্বারা পরিপূর্ণতা বা শুদ্ধতা বুঝায়। ইসরাইল জাতির শাস্তি হবে সম্পূর্ণ ও শেষ।

২৬:১৯ আসমান লোহার মত। প্রাচীন কালে ইবরানীরা ভাবত যে আকাশটা পৃথিবীর উপরে একটা শক্ত প্রকাণ্ড গামলার মত (পয়দা ১:৬-৮), এবং তা দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাহাড়ের উপর (আইউব ২৬:১১)। আকাশকে শক্ত হতে হয়েছে যার ফলে তা আকাশের উপরের পানি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। বৃষ্টি সেই দরজা খুলে দিত (জবুর ৭৮:২৩)। লোহার মত শক্ত কোন কিছুর মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি আসা এমনিতে কখনও সম্ভব হবার কথা নয়।

২৬:২০ ভূমি শস্য উৎপন্ন করবে না। বিশ্বস্তভাবে জীবন যাপনের ফলে যে প্রচুর শস্য হবে তার ঠিক বিপরীত অবস্থা (২৬:৪,৫,১০)।

২৬:৩০ সমস্ত উচ্চস্থলী ধ্বংস করে ফেলব ... সূর্যমূর্তি নষ্ট করবো। এর দ্বারা সম্ভবত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার স্থানগুলোকে বুঝায়। এখানে এমন এক অবস্থার কথা কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে অবস্থা মূসার সময় থেকে কয়েক'শ বছর পরে ইসরাইল জাতির মধ্যে হবে যখন তারা কেনানীদের দেবদবীর পূজা করার জন্য পুজার উঁচু স্থান তৈরি করবে (১ বাদশাহ্ ১৬:২৯-৩৩, ২২:৫২-৫৩, ২ বাদশাহ্ ১৪:৩-৪)।

২৬:৩৩-৩৪ নানা জাতির মধ্যে ... বাস করবে। খ্রী:পূ: ৭২২ এ আসিরিয় বাহিনী উত্তর রাজ্যকে (ইসরাইল রাজ্য) অধিকার করে নেয় ও তাদের অনেক লোককে বন্দি করে নিয়ে যায়। তার ১২৫ বছর পরে ব্যাবিলনীয়রা এসে দক্ষিণ রাজ্য (এহুদা) অধিকার করে ও অনেক ইহুদীদেরকে ব্যাবিলনে বন্দি করে নিয়ে যায়। এভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল।

BACIB
International Bible CHURCH

তাতে তোমাদের সমস্ত দেশ ধ্বংসস্থান ও
তোমাদের সমস্ত নগর উৎসন্ন হবে।
৩৪ তখন যত দিন দেশ ধ্বংসস্থান থাকবে ও
তোমরা দুশমনদের দেশে বাস করবে, ততদিন
ভূমি স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ করবে; সেই সময়ে
ভূমি বিশ্রাম পাবে ও স্বীয় বিশ্রামকাল ভোগ
করবে। ৩৫ যতকাল দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে থাকবে,
ততকাল বিশ্রাম করবে; কেননা যখন তোমরা
দেশে বাস করতে, তখন দেশ তোমাদের বি-
শ্রামকালে বিশ্রাম ভোগ করতো না। ৩৬ আর
তোমাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে, আমি
শত্রুদেশে তাদের অন্তরে বিষণ্নতা প্রেরণ করবো
এবং বাতাসে পাতা নড়বার আওয়াজ তাদেরকে
তাড়িয়ে নিয়ে যাবে; লোকে যেমন তলোয়ারের
মুখ থেকে পলায়, তারা তেমনি পালাবে এবং
কেউ না তাড়ালেও মারা পড়বে। ৩৭ কেউ না
তাড়ালেও তারা যেমন তলোয়ারের সম্মুখে,
তেমনি এক জন অন্য জনের উপরে পড়বে এবং
দুশমনদের সম্মুখে দাঁড়াতে তোমাদের ক্ষমতা
হবে না। ৩৮ আর তোমরা নানা জাতির মধ্যে
বিনষ্ট হবে ও তোমাদের দুশমনদের দেশ
তোমাদেরকে গ্রাস করবে। ৩৯ আর তোমাদের
মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা নিজ নিজ
অপরাধে শত্রুদেশে ক্ষয় পাবে এবং তাদের পূর্ব-
পুরুষদেরও অপরাধে তাদের সঙ্গে ক্ষয় পাবে।
৪০ আর তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে,
আমার বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন এবং আমার
বিরুদ্ধাচরণ করাতে তাদের অপরাধ ও তাদের
পূর্বপুরুষদের অপরাধ হয়েছে, ৪১ এবং আমিও
তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছি, আর তাদেরকে
শত্রুদেশে এনেছি। তখন যদি তাদের খৎনা-না-
করানো অন্তর নম্র হয় ও তারা নিজ নিজ
অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে, ৪২ তবে আমি
ইয়াকুবের সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম স্মরণ করবো
এবং ইস্‌হাকের সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম ও
ইব্রাহিমের সঙ্গে কৃত আমার নিয়মও স্মরণ
করবো, আর দেশকেও স্মরণ করবো। ৪৩ দেশও
তাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত থাকবে ও তাদের অবর্ত-
মানে ধ্বংসস্থান হয়ে তার বিশ্রাম ভোগ করবে
এবং তারা তাদের অপরাধের দণ্ড ভোগ করবে;
কারণ এই যে, তারা আমার অনুশাসন অগ্রাহ্য
করতো ও তাদের প্রাণ আমার বিধি ঘৃণা
করতো। ৪৪ তবুও যখন তারা দুশমনদের দেশে
থাকবে, তখন আমি নিঃশেষে বিনাশের জন্য
কিংবা তাদের সঙ্গে আমার নিয়ম ভঙ্গ করার
জন্য তাদেরকে অগ্রাহ্য করবো না এবং ঘৃণাও
করবো না; কেননা আমি মাবুদ তাদের আল্লাহ্।
৪৫ আর আমি তাদের আল্লাহ্ হবার জন্য
যাদেরকে জাতিদের সাক্ষাতে মিসর দেশ থেকে
বের করে এনেছি, তাদের সেই পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে কৃত আমার নিয়ম তাদের জন্য স্মরণ
করবো; আমি মাবুদ।
৪৬ তুর পর্বতে মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে তাঁর
নিজের ও বনি-ইসরাইলদের মধ্যে এসব বিধি,
অনুশাসন ও ব্যবস্থা স্থির করলেন।

মানত বিষয়ক ব্যবস্থা

২৭ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে বল, যদি কেউ
মাবুদের উদ্দেশ্যে বিশেষ মানত করে তবে
তোমার নির্ধারিত মূল্য অনুসারে তা মাবুদের
হবে। ৩ তোমার নির্ধারিত মূল্য এরকম; বিশ
বছর বয়স থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ
হলে তোমার নির্ধারিত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল
অনুসারে পঞ্চাশ শেকল রূপা। ৪ কিন্তু যদি
স্ত্রীলোক হয় তবে তোমার নির্ধারিত মূল্য ত্রিশ
শেকল হবে। ৫ যদি পাঁচ বছর বয়স থেকে বিশ
বছর বয়স পর্যন্ত হয় তবে তোমার নির্ধারিত মূল্য
পুরুষের পক্ষে বিশ শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে দশ
শেকল হবে। ৬ যদি এক মাস বয়স থেকে পাঁচ
বছর বয়স পর্যন্ত হয় তবে তোমার নির্ধারিত মূল্য
পুরুষের পক্ষে পাঁচ শেকল রূপা ও তোমার
নির্ধারিত মূল্য স্ত্রীর পক্ষে তিন শেকল রূপা
হবে। ৭ যদি ষাট বছর কিংবা তার বেশি বয়স
হয় তবে তোমার নির্ধারিত মূল্য পুরুষের পক্ষে
পনের শেকল ও স্ত্রীর পক্ষে দশ শেকল হবে।
৮ কিন্তু যদি দরিদ্র হবার কারণে তোমার
নির্ধারিত মূল্য দিতে সে অক্ষম হয় তবে তাকে
ইমামের কাছে আনা হবে এবং ইমাম তার মূল্য
নির্ধারণ করবে; মানতকারী ব্যক্তির সংস্থান
অনুসারে ইমাম তার মূল্য নির্ধারণ করবে।
৯ আর যদি কেউ মাবুদের কাছে কোরবানীর
জন্য পশু দান করে তবে মাবুদের উদ্দেশে

[২৬:৩৪] ইশা ১:৭।
[২৬:৩৬] মাতম ১:৩, ৬; ৪:১৯; ইহি ২১:৭।
[২৬:৩৭] ইয়ার ৬:২১; ইহি ৩:২০; নহূম ৩:৩।
[২৬:৩৮] আইউ ৪:৯; ৩৬:১২; জবুর ১:৬; ইশা ১:২৮; ইয়ার ১৬:৪; ৪৪:২৭।
[২৬:৩৮] দ্বি:বি ৪:২৬।
[২৬:৩৯] হিজ ২০:৫; ইশা ১৪:২১।
[২৬:৪০] নহি ৯:২; জবুর ১০৬:৬; হোশেয় ৫:১৫; লূক ১৫:১৮; ১ইউ ১:৯।
[২৬:৪১] দ্বি:বি ১০:১৬; ৩০:৬; প্রেরিত ৭:৫১।
[২৬:৪২] পয়দা ২৮:১৫; ৩৫:১১-১২।
[২৬:৪৩] জবুর ৬৯:২৫; ইশা ৬:১১; ইয়ার ২:১৫; ৪৪:২; মাতম ১:১; ইহি ৩৬:৪।
[২৬:৪৪] ২খান্দান ৬:৩৬; ৩৬:২০।
[২৬:৪৫] দ্বি:বি ৪:৩১।
[২৬:৪৫] হিজ ৬:৮।
[২৭:২] পয়দা ২৮:২০।
[২৭:৩] হিজ ৩০:১৩।
[২৭:৫] পয়দা ৩৭:২৮।
[২৭:৬] শুমারী ৩:৪৭; ১৮:১৬।
[২৭:৯] পয়দা ২৮:২০।
[২৭:৯] হিজ ৪০:৯; দ্বি:বি ১৫:১৯।

২৬:৩৯ নিজ নিজ অপরাধে। এখানে "অপরাধ" বলতে ইসরাইল জাতির বিভিন্ন রকমের মূর্তিপূজা ও গরীব এবং তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে (দেখুন, ইশা ৪৮:১-১১, ইয়ার ১১:৯-১৩, মীখা ২:১-৩, আমোস ২:৪-৫, ৫:১০-১৫)।

২৬:৪২ ইয়াকুবের ... ইস্‌হাকের ... ইব্রাহিমের সঙ্গে কৃত আমার নিয়মও স্মরণ করবো। আল্লাহ্ ইসরাইলের আদিপিতাদের কাছে তাদের জন্য কেনান দেশ ও বড় একটা জাতির প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাদের আশীর্বাদ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেন তাদের মধ্যে দিয়ে তিনি দুনিয়ার অন্যান্য জাতিদেরও তিনি আশীর্বাদ করতে পারেন (দেখুন, পয়দা ১২:১-৩)। আরো দেখুন পয়দা ১৭:৭-৮, ২৬:৩-৪, ২৮:১৩-১৪।

২৭:২ বিশেষ মানত করে ... তা মাবুদের হবে। এর দ্বারা মাবুদের সেবার জন্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক মানতকারী লোককে বুঝায়। এই সেবার কাজ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার অর্থ হবে টাকার বিনিময়ে সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গা।

২৭:৩-৭ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে ... রূপা হবে। ৫:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। ধর্মীয় মাপ হয়তো একজন লোক সাধারণত যতটুকু কাজ করতে পারে হিসাব করে বের করা হতো। একজন সবল পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ লোক সাধারণত শারীরিক শক্তির দ্বারা যা করা যায় তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারত। দেখুন শুমারী ৩:৪৭, ১৮:১৬, ১ শামু ১:১১ আয়াত।

২৭:৯ দান করে তবে মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া সমস্ত পশু পবিত্র

দেওয়া সমস্ত পশু পবিত্র বস্তু হবে। ১০ সে তার
অন্যথা বা পরিবর্তন করবে না, মন্দের পরিবর্তে
ভাল, কিংবা ভালর পরিবর্তে মন্দ দেবে না; যদি
সে কোন ভাবে পশুর সঙ্গে পশুর পরিবর্তন করে
তবে তা এবং তার বিনিময় উভয়ই পবিত্র হবে।
১১ আর যা মাবুদের উদ্দেশে উপহার হিসেবে
কোরবানী করা যায় না, এমন কোন নাপাক পশু
যদি কেউ দান করে তবে সে ঐ পশুকে ইমামের
সম্মুখে উপস্থিত করবে। ১২ ঐ পশু ভাল কিংবা
মন্দ হোক, ইমাম তার মূল্য নির্ধারণ করবে;
তোমার অর্থাৎ ইমামের নির্ধারণ অনুসারেই মূল্য
হবে। ১৩ কিন্তু যদি সে কোন ভাবে তা মুক্ত
করতে চায় তবে সে তোমার নির্ধারিত মূল্যের
পঞ্চমাংশ বেশি দেবে।
১৪ আর যদি কোন ব্যক্তি মাবুদের উদ্দেশে
নিজের বাড়ি পবিত্র করে তবে তা ভাল কিংবা
মন্দ হোক, ইমাম তার মূল্য নির্ধারণ করবে;
ইমাম তার যে মূল্য নির্ধারণ করবে, তা-ই স্থির
হবে। ১৫ আর যে তা পবিত্র করেছে, সে যদি
তার বাড়িটি মুক্ত করতে চায় তবে সে তোমার
নির্ধারিত মূল্যের পঞ্চমাংশ বেশি দেবে; তা
করলে বাড়িটি তার হবে।
১৬ আর যদি কেউ তার অধিকৃত ক্ষেতের কোন
অংশ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করে তবে তার
বপনীয় বীজ অনুসারে তার মূল্য তোমাকে ধার্য
করতে হবে; আর তা হবে একেক হোমর
পরিমিত যবের বীজের প্রতি পঞ্চাশ পঞ্চাশ
শেকল করে রূপা। ১৭ যদি সে জুবিলী বছর
থেকে নিজের ক্ষেত পবিত্র করে তবে তোমার
নির্ধারিত সেই মূল্য অনুসারে তা স্থির হবে।
১৮ কিন্তু যদি সে জুবিলীর পরে নিজের ক্ষেত
পবিত্র করে তবে ইমাম আগামী জুবিলী পর্যন্ত
অবশিষ্ট বছরের সংখ্যা অনুসারে তার দেয় রূপা
গণনা করবে এবং সেই অনুসারে তোমার
নির্ধারিত মূল্য হ্রাস করা যাবে। ১৯ আর যে তা
পবিত্র করেছে, সে যদি কোন ভাবে নিজের ক্ষেত
মুক্ত করতে চায় তবে সে তোমার নির্ধারিত রূপার

[২৭:১১] হিজ ১৩:১৩; শুমারী ১৮:১৫।

[২৭:২১] শুমারী ১৮:১৪; ইহি ৪৪:২৯।

[২৭:২৫] হিজ ৩০:১৩।

[২৭:২৬] হিজ ১৩:১২।

[২৭:২৮] শুমারী ১৮:১৪; ইউসা ৬:১৭-১৯।

[২৭:২৯] দ্বিঃবি ৭:২৬।

[২৭:৩০] শুমারী ১৮:২৬; দ্বিঃবি ১২:৬, ১৭; ১৪:২২, ২৮; ২খান্দান ৩১:৬; নহি ১০:৩৭; ১২:৪৪; ১৩:৫; মালা ৩:৮।

পঞ্চমাংশ বেশি দিলে তা তারই হবে। ২০ কিন্তু
যদি সে সেই ক্ষেত মুক্ত না করে, কিংবা যদি
অন্য কারো কাছে সেই ক্ষেত বিক্রি করে তবে
তা আর কখনও মুক্ত হবে না; ২১ সেই ক্ষেত
জুবিলী বছরে সেই ক্রেতার হাত থেকে চলে
গিয়ে মাবুদের কাছে শর্তহীনভাবে উৎসর্গকৃত
ভূমির মত মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হবে এবং
তাতে ইমামেরই অধিকার হবে। ২২ আর যদি
কেউ নিজের পৈতৃক ক্ষেত ছাড়া নিজের ক্রয়
করা ক্ষেত মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করে,
২৩ তবে ইমাম তোমার নির্ধারিত মূল্য অনুসারে
জুবিলী বছর পর্যন্ত তার দেয় রূপা গণনা করবে,
আর সেই দিনে সে তোমার নির্ধারিত মূল্য
দেবে; তা মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। ২৪ জুবিলী
বছরে সেই ক্ষেত বিক্রেতার হাতে, অর্থাৎ সেই
ভূমি যার পৈতৃক অধিকার তার নিজের হাতে
ফিরে আসবে। ২৫ আর তোমার নির্ধারিত সমস্ত
মূল্য পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে হবে; বিশ
গেরাতে এক শেকল হয়।
২৬ কেবল প্রথমজাত পশুর সমস্ত বাচ্চা
মাবুদের উদ্দেশে প্রথমজাত হওয়াতে কেউই তা
পবিত্র করতে পারবে না; গরু হোক কিংবা ভেড়া
হোক তা মাবুদের। ২৭ যদি সেই পশু নাপাক হয়
তবে সে তোমার নির্ধারিত মূল্যের পঞ্চমাংশ
বেশি দিয়ে তা মুক্ত করতে পারে, মুক্ত না হলে
তা তোমার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা যাবে।
২৮ আর কোন ব্যক্তি তার সর্বস্ব থেকে মানুষ
বা পশু বা অধিকৃত ক্ষেত থেকে, যা কিছু
মাবুদের উদ্দেশে শর্তহীনভাবে উৎসর্গ করে, তা
বিক্রি করা কিংবা মুক্ত হবে না; মাবুদের কাছে
শর্তহীন উৎসর্গকৃত বস্তু মাবুদের উদ্দেশে অতি
পবিত্র। ২৯ মানুষের মধ্যে যে কেউ মাবুদের
কাছে শর্তহীনভাবে উৎসর্গকৃত, তাকে মুক্ত করা
যাবে না; তাকে হত্যা করতে হবে।
৩০ আর ভূমির শস্য কিংবা গাছের ফল হোক,
ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ
মাবুদের; তা মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। ৩১ আর

বস্তু হবে। কোরবানী করার জন্য মানত করা পশু ছিল পবিত্র পশু, অর্থাৎ "মাবুদের জন্য আলাদা করা" এবং তাকে অন্য কোন পশুর পরিবর্তে ফিরিয়ে আনা যেত না। নাপাক পশু, যেমন গাধা, যদি মানতের জন্য ঠিক করা হয়ে থাকে তাহলে তা ইমামের ঠিক করা মূল্য ও তার সঙ্গে শতকরা বিশ ভাগ অর্থ দিয়ে ক্রয় করে ফিরিয়ে আনা যেত।

২৭:১৬-২১ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হবে ... অধিকার হবে। ২৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল জাতির বারো বংশের মধ্যে তাদের দেশ ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। প্রতিটি বংশের প্রত্যেক পরিবারকে হয়তো প্রথম থেকেই আলাদা করে জমি দেয়া হয়েছিল। মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র জমি বিক্রি করা বেশ জটিল ব্যাপার ছিল। পারিবারিক সেই জমি ফিরে পাবার জন্য জমিতে যে পরিমাণ বীজ বুনা যেত তার পরিমাণ অনুসারে জমির দাম ধরা হতো। এই হিসাবে একশো আশি কেজি যবের জন্য আধা কেজি রূপা ধরা হতো (২৭:১৬)। ২৭:১৬ এর এই হিসাব ছিল হয়তো বাৎসরিক মূল্য যা ২৭:১৭-১৮ অনুসারে ঠিক করা হতো। ঐ দাম পরবর্তীতে জুবলি বছর পর্যন্ত যে কয় বছর হতো সে অনুসারে হতো। জুবলি বছরে সেই পরিবার তাদের জমি কিনে ফেরৎ নিতে পারত (২৭:১৯)। যাহোক কোন লোক যদি জমিটি কিনে মাবুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো তাহলে পরবর্তীতে ফিরে পাবার বছরে তা ইমামদের সম্পত্তি হয়ে যেত।

২৭:২৫ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে হবে। ২৭:৩-৭ ও ৫:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:২৬ মাবুদের উদ্দেশে প্রথমজাত। পশুর প্রথম বাচ্চা যেমন মাবুদের জন্য (হিজ ৩৪:১৯-২০), ঠিক তেমনি ক্ষেতের প্রথম ফসল মাবুদকে দিতে হতো (২৩:১০)।

২৭:২৮-২৯ উৎসর্গ করে ... তাকে হত্যা করতে হবে। কোন কিছু বা কোন লোককে যদি মাবুদের উদ্দেশ্যে একেবারেই দিয়ে দেয়া হতো তা আর অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারত না। তা ছিল মহাপবিত্র। তাকে ধ্বংস করে অথবা মেরে ফেলা হতো। এই আইন প্রায়ই ব্যবহার করা হতো যুদ্ধে জয় করা শহর ও

BACIB International Bible CHURCH

যদি কেউ নিজের দশ ভাগের এক ভাগ থেকে
কিঞ্চিৎ মুক্ত করতে চায় তবে সে তার পঞ্চমাংশ
বেশি দেবে। ৩২ আর পশু পালের দশ ভাগের
এক ভাগ, অর্থাৎ রাখালের পাঁচনি দিয়ে গণনা
করা প্রত্যেক দশম পশু মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র
হবে। ৩৩ তা ভাল বা মন্দ, এর অনুসন্ধান সে
করবে না ও তার পরিবর্তন করবে না; কিন্তু যদি
সে কোন ভাবে তার পরিবর্তন করে তবে তা ও
তার বিনিময় উভয়ই পবিত্র হবে; তা মুক্ত করা
যাবে না।
৩৪ মাবুদ তুর পর্বতে বনি-ইসরাইলদের জন্য
মূসাকে এসব হুকুম করলেন।

[২৭:৩২] জবুর ৮৯:৩২; ইয়ার ৩৩:১৩। [২৭:৩৩] শুমারী ১৮:২১। [২৭:৩৪] হিজ ১৯:১১; প্রেরিত ৭:৩৮।

লোকদের জন্য (ইউসা ৬:১৬-১৭)। আরো দেখুন শুমারী ২১:১-৩, ১ শামু ১৫:৩ আয়াত।
২৭:৩০ দশ ভাগের এক ভাগ। একে বলা হয়ে থাকে "দশমাংশ"। এখানে একে পবিত্র বলা হয়েছে এবং তা মাবুদের পবিত্র এবাদতের জন্য উৎসর্গ করা।

বনি-ইসরাইলদের বিভিন্ন উৎসব

উৎসব	যে কারণে উৎসব পালন করা হতো	উৎসবগুলোর গুরুত্ব
ঈদুল ফেসাখ এক দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:৫)	আল্লাহ্ যখন বনি-ইসরাইলদের প্রথম সন্তানদের মিসরীয়দের প্রথম সন্তান থেকে পৃথক করে রক্ষা করেন ও মিসর দেশের গোলামী থেকে তাদের মুক্ত করেন।	লোকেরা যেন তাদের উদ্ধারের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র গৌরব করে।
খামিহীন রুটির উৎসব সাত দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:৬-৮)	মিসর থেকে হিজরত করার জন্য।	লোকদের এই কথা স্মরণ করার জন্য যে, তারা তাদের পুরানো জীবন ত্যাগ করে পিছনে ফেলে রেখে এসেছে এবং একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে সামনে অগ্রসর হবার জন্য।
প্রথমে পাকা ফসলের উৎসব এক দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:৯-১৪)	প্রথমে পাকা বার্লি শস্য কাটার সময়ে।	লোকদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের জীবনের জন্য যা প্রয়োজন মাবুদ তা তাদের জোগান দিয়ে থাকেন।
পঞ্চাশ সপ্তাহের উৎসব এক দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:১৫-২২)	বার্লি শস্য কাটা শেষ ও গম কাটার শুরুর সময়ে।	পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্যের যোগান দেবার জন্য আনন্দ প্রকাশ ও আল্লাহ্কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়ে থাকে।
তূরীধ্বনির উৎসব এক দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:২৩-২৫)	সপ্তম মাসের শুরুর সময়ে। (নাগরিক নতুন বছর)	আল্লাহ্কে ধন্যবাদ দেওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা।
কাফ্ফারা দিবস এক দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:২৬-৩২)	লোকদের জীবন থেকে ও জাতীয় জীবন থেকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত হওয়ার দিন।	আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃস্থাপন করা।
কুটির উৎসব সাত দিনের জন্য (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩)	মরুভূমিতে আল্লাহ যে তাদের সুরক্ষা করেছেন ও পরিচালনা দিয়েছেন সেজন্য।	বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্র প্রতি যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা নতুনীকরণ করা এবং তাঁর সুরক্ষা ও পরিচালনায় নির্ভর করা।